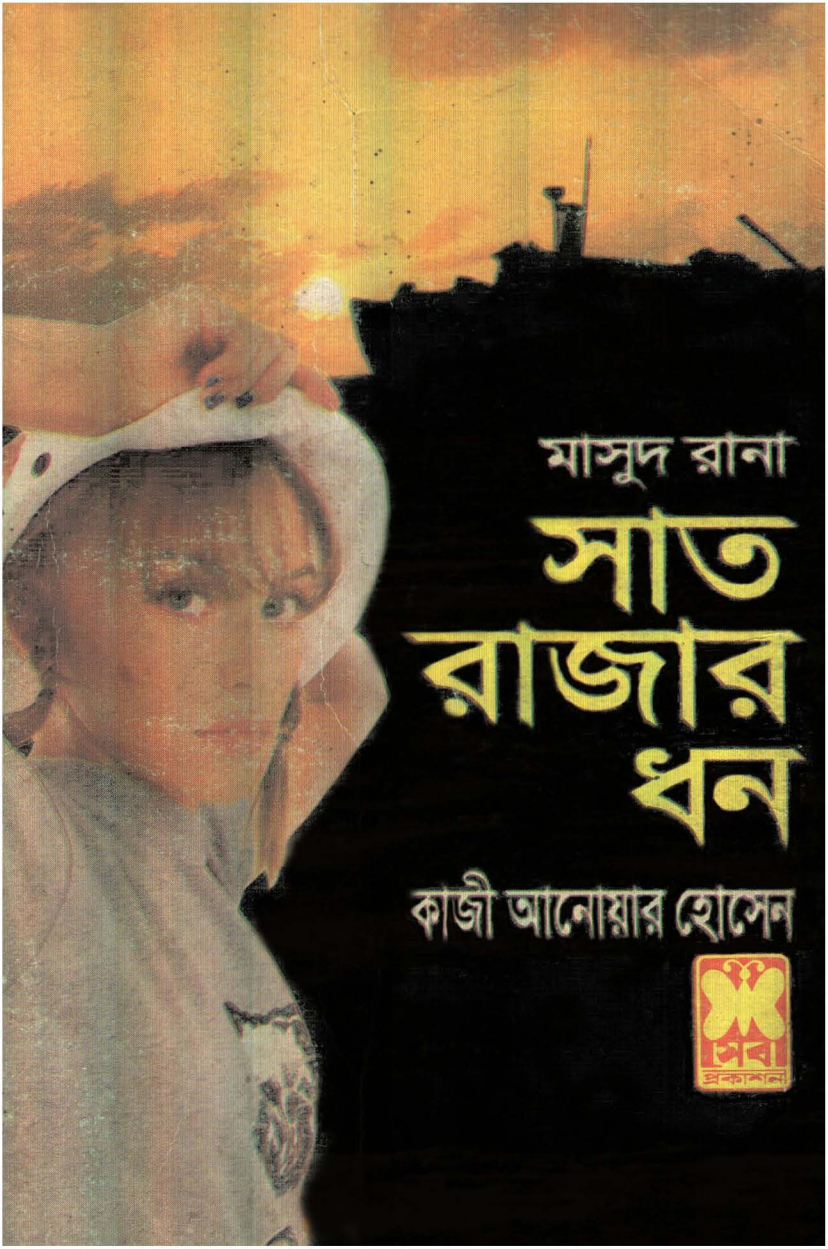
মাসুদ রানা
সাত রাজার ধন
কাজী আনোয়ার হোসেন
সবা
প্রকাশন

মাসুদ রানা ২৬৫

সাত রাজার ধন

কাজী আনোয়ার হোসেন

সেবা প্রকাশনী

ISBN 984 - 16 7265 - 0

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সর্বস্বত্ব প্রকাশকের

প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৮

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা আলীম আজিজ

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

যোগাযোগের ঠিকানা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন ৮৩ ৪১ ৮৪
জি. পি. ও বক্স নং ৮৫০

পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

Masud Rana-265
SHAT RAJAR DHON
A Thriller Novel
By Qazi Anwar Husain

বত্রিশ টাকা

মাসুদ রানা

বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের
এক দুর্দান্ত দুঃসাহসী স্পাই
গোপন মিশন নিয়ে ঘুরে বেড়ায় দেশ-দেশান্তরে।
বিচিত্র তার জীবন। অদ্ভুত রহস্যময় তার গতিবিধি।
কোমলে কঠোরে মেশানো নিষ্ঠুর সুন্দর এক অন্তর।
একা।
টানে সবাইকে, কিন্তু বাঁধনে জড়ায় না।
কোথাও অন্যায় অবিচার অত্যাচার দেখলে
রুখে দাঁড়ায়।
পদে পদে তার বিপদ শিহরণ ভয়
আর মৃত্যুর হাতছানি।
আসুন, এই দুর্ধর্ষ চিরনবীন যুবকটির সঙ্গে
পরিচিত হই।
সীমিত গণ্ডিবদ্ধ জীবনের একঘেয়েমি থেকে
একটানে তুলে নিয়ে যাবে ও আমাদের
স্বপ্নের এক আশ্চর্য মায়াবী জগতে।

আপনি আমন্ত্রিত।
ধন্যবাদ।

বিক্রয়ের শর্ত: এই বইটি ভাড়া দেয়া বা নেয়া, কোনভাবে প্রতিলিপি তৈরি করা, এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ব্যতীত এর কোন অংশ মুদ্রণ বা ফটোকপি করা নিষিদ্ধ।

এক নজরে
মাসুদ রানা সিরিজের সমস্ত বই

ধ্বংস-পাহাড় *ভারতনাট্যম *স্বর্ণমৃগ *দুঃসাহসিক *মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা দুর্গম দুর্গ *শত্রু ভয়ঙ্কর *সাগরসঙ্গম *রানা! সাবধান!! *বিস্মরণ *রত্নদ্বীপ নীল আতঙ্ক *কায়রো *মৃত্যুপ্রহর *গুপ্তচক্র *মূল্য এক কোটি টাকা মাত্র *রাত্রি অন্ধকার *জাল *অটল সিংহাসন *মৃত্যুর ঠিকানা *ক্ষ্যাপা নর্তক শয়তানের দূত এখনও ষড়যন্ত্র *প্রমাণ কই? *বিপদজনক *রক্তের রঙ *অদৃশ্য শত্রু পিশাচ দ্বীপ *বিদেশী গুপ্তচর *ব্ল্যাক স্পাইডার *গুপ্তহত্যা *তিন শত্রু অকস্মাৎ সীমান্ত *সতর্ক শয়তান *নীলছবি *প্রবেশ নিষেধ *পাগল বৈজ্ঞানিক এসপিওনাজ *লাল পাহাড় *হৃৎকম্পন *প্রতিহিংসা *হংকং সম্রাট *কুউউ! বিদায় রানা *প্রতিদ্বন্দ্বী *আক্রমণ *গ্রাস *স্বর্ণতরী *পপি *জিপসী *আমিই রানা সেই উ সেন *হ্যালো, সোহানা *হাইজ্যাক *আই লাভ ইউ, ম্যান সাগর কন্যা *পালাবে কোথায় *টার্গেট নাইন *বিষ নিঃশ্বাস *প্রেতাত্মা বন্দী গগল *জিম্মি *তুষার যাত্রা *স্বর্ণ সংকট *সন্ন্যাসিনী *পাশের কামরা নিরাপদ কারাগার *স্বর্ণরাজ্য *উদ্ধার *হামলা *প্রতিশোধ *মেজর রাহাত লেনিনগ্রাদ *অ্যামবুশ *আরেক বারমুডা *বেনামী বন্দর *নকল রানা রিপোর্টার *মরুযাত্রা *বন্ধু *সংকেত *স্পর্ধা *চ্যালেঞ্জ *শত্রুপক্ষ চারিদিকে শত্রু *অগ্নিপুরুষ *অন্ধকারে চিতা *মরণ কামড় *মরণ খেলা অপহরণ *আবার সেই দুঃস্বপ্ন *বিপর্যয় *শান্তিদূত *শ্বেত সন্ত্রাস *ছদ্মবেশী কালপ্রিট *মৃত্যু আলিঙ্গন *সময়সীমা মধ্যরাত *আবার উ সেন *বুমেরাং কে কেন কিভাবে *মুক্ত বিহঙ্গ *কুচক্র *চাই সাম্রাজ্য *অনুপ্রবেশ যাত্রা অশুভ *জুয়াড়ী *কালো টাকা *কোকেন সম্রাট *বিষকন্যা *সত্যবাবা *যাত্রীরা হুঁশিয়ার *অপারেশন চিতা *আক্রমণ '৮৯ *অশান্ত সাগর শ্বাপদ সংকুল *দংশন *প্রলয়সঙ্কেত *ব্ল্যাক ম্যাজিক *তিক্ত অবকাশ ডাবল এজেন্ট *আমি সোহানা *অগ্নিশপথ *জাপানী ফ্যানাটিক *সাক্ষাৎ শয়তান *গুপ্তঘাতক *নরপিশাচ *শত্রু বিভীষণ *অন্ধ শিকারী দুই নম্বর *কৃষ্ণপক্ষ *কালো ছায়া *নকল বিজ্ঞানী *বড় ক্ষুধা *স্বর্ণদ্বীপ রক্তপিপাসা *অপচ্ছায়া *ব্যর্থ মিশন *নীল দংশন *সাউদিয়া ১০৩ কালপুরুষ *নীল বজ্র *মৃত্যুর প্রতিনিধি *কালকূট *অমানিশা *সবাই চলে গেছে অনন্ত যাত্রা *রক্তচোষা *কালো ফাইল *মাফিয়া *হীরকসম্রাট।

এক

'দেখতে পাচ্ছ কিছু?' শূন্যে প্রসারিত ডান হাত আরও ইঞ্চি তিনেক উঁচু করলেন যুবরাজ আবদ-আর-রহমান। কনুই থেকে কব্জি পর্যন্ত তুলোর প্যাড পরে আছেন তিনি সে হাতে, তার ওপর দাঁড়িয়ে রয়েছে প্রকাণ্ড এক তুর্কি বাজ। যুবরাজের অবসর যাপনের প্রিয় সঙ্গী—তালাল। চোখে কালো চামড়ার ঠুলি।

খালি চোখের নজর যতদূর যায়, তন্ন তন্ন করে খুঁজল মাসুদ রানা। নেই কিছু। মরুর তপ্ত বালুর কাঁপা কাঁপা, অদৃশ্য ধোঁয়া ছাড়া কোন কিছুর আভাস পর্যন্ত নেই। আশপাশের ঝোপগুলোর ওপরও চোখ বোলাল ও, তারপর হতাশ হয়ে কাঁধ ঝাঁকাল। 'নাহ্!'

'অথচ একে দেখো, ঠুলি পরা অবস্থায়ও কেমন ছট্‌ফট্ করছে,' বাঁ হাত তালালের মাথায় বোলালেন যুবরাজ। 'কিছু একটার উপস্থিতি সেন্স করেছে ব্যাটা। রাখো, দেখাচ্ছি।'

অভ্যস্ত হাতে দ্রুত ঠুলি খুলে ফেললেন আবদ-আর-রহমান। প্যাডের ওপর ওটার নখরের চাপ আরও দৃঢ় হলো, গলা টান করে সোজা সামনে তাকাল শিকারী বাজ। কাঁধের পেশী আড়ষ্ট হয়ে উঠল, পাখনা দুটো দেহ থেকে সামান্য দূরে সরে স্থির হলো। উড়াল দেয়ার জন্যে প্রস্তুত, প্রভুর নির্দেশের অপেক্ষায় আছে।

কৌতূহলের দৃষ্টিতে দেখছে ওটাকে মাসুদ রানা। ক্যামেরার শাটারের মত গোল, বাদামী চোখের প্রায় স্বচ্ছ সাদাটে পর্দা কয়েকবার ওঠানামা করল তালালের। আরেকবার ওর মাথায় হাত বোলালেন যুবরাজ। মৃদু স্বরে বললেন, 'ডোন্ট কিল, তালাল। গো!'

সশব্দে দুই ডানা প্রসারিত করল তালাল, জোর এক ঝাঁকি দিয়ে শূন্যে ভেসে পড়ল। তার জোড়া পায়ের ধাক্কায় দুলে উঠলেন তিনি। 'এবার দেখো এটা দিয়ে।'

যুবরাজের বাড়ানো দূরবীন চোখে লাগিয়ে সামনে তাকাল রানা। তালাল তখন অনেকটা পথ পেরিয়ে গেছে, তীরবেগে ছুটছে লক্ষ্যের দিকে—দেহ প্রায় আড়ষ্ট, দু'পা পিছনে টান্ টান্। শক্তিশালী পাখার দ্রুত ঝাপটায় ভারী দেহটা সাবলীল গতিতে বাতাস কাটছে।

অনেক খোঁজাখুঁজির পর তালালের শিকারটাকে খুঁজে পেল রানা। একটা খরগোশ। কম করেও তিন মাইল দূরে এক ঝোপের আড়ালে ঝিম্ মেরে বসে আছে। চোখ বোজা। ওই অবস্থায়ও আসন্ন বিপদ টের পেয়ে গেল ওটা, চোখ মেলার আগেই কান দুটো ঝট্ করে খাড়া হয়ে গেল অ্যান্টেনার মত। পলকের জন্যে সূর্যের বিপরীতে তাকাল খরগোশ। পরক্ষণে অবিশ্বাস্য দ্রুততার সাথে উঠে দাঁড়াল, কামানের গোলার মত ছুটল কাছের আরেকটা বড় ঝোপ লক্ষ্য করে।

কিন্তু দুর্ভাগ্য যে তালাল তার দ্বিগুণেরও বেশি দ্রুত, এবং ততক্ষণে প্রায় পৌঁছে গেছে জায়গামত। ল্যান্ড করার আগে বিমানের চাকা যেমন গর্ত ছেড়ে বেরিয়ে আসে, তেমনি বেরিয়ে পড়েছে তার দীর্ঘ নখওয়ালা দু'পা। একেবারে শেষ মুহূর্তে ছোঁ মারল তালাল, খরগোশের বুক পর্যন্ত সেঁধিয়ে গেছে তখন ঝোপের ভেতর।

এক পায়ে ওটার কোমর আঁকড়ে ধরল বাজ, পরমুহূর্তে ঝোপের সাথে বাড়ি খেল তার ডান পাখা। ক্ষণিকের জন্যে ভারসাম্য হারিয়ে ফেলল ওটা, পড়েই যাচ্ছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সামলে নিল। খানিকটা বাঁয়ে কেটে বাধাটা অতিক্রম করল, দু'পায়ের দৃঢ় বেষ্টনীতে ধরল শিকারকে। তারপর ঘুরে এমুখো হলো। ঘাড় কাৎ করে প্রাণভয়ে ভীত প্রাণীটাকে দেখল একবার—মামলা খতম।

একটু পর প্রভুর হাতে ওটাকে সমর্পণ করল সন্তুষ্ট বাজ, ঘাড়ে-পিঠে তাঁর আদরের স্পর্শ অনুভব করল নির্বিকার চিত্তে। এসব প্রায়ই অর্জন করে থাকে সে, গা সওয়া হয়ে গেছে। অতৃপ্তি একটা যদিও আছে তালালের শিকারের ব্যাপারে, তা হলো শিকারকে হত্যা করতে না পারার। যেখানে প্রকৃতি তাকে শিখিয়েছে শিকার ধরে হত্যা করতে, সেখানে প্রভু শিখিয়েছে উল্টো, সব সময় ওদের হত্যা না করার পরামর্শ দেন তিনি।

অবশ্য আজকাল সে সব নিয়ে ভাবে না তালাল, প্রভু প্রায় ভুলিয়ে দিয়েছেন তাকে তার প্রকৃতির শিক্ষা। এখন প্রভুকে খুশি করেই সন্তুষ্ট থাকে সে। আর সব গৌণ।

খরগোশটাকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখলেন যুবরাজ, তারপর সন্তুষ্ট হয়ে রানার দিকে ফিরলেন। 'দেখলে? একটা আঁচড়ের দাগ পর্যন্ত নেই কোথাও।'

মাথা ঝাঁকাল ও। 'এরপর?'

'ছেড়ে দেব এটাকে।' কম্পিত প্রাণীটার গায়ে হাত বোলাতে লাগলেন প্রিন্স আবদ-আর-রহমান। 'ইউ নো, রানা, অন্যরা যেমন প্রাণী হত্যা দেখে মজা পায়, আমি তেমন তাকে বাঁচিয়ে রেখে মজা পাই। তালাল আজ পর্যন্ত একটা ছোট পাখিও হত্যা করেনি। সে শিক্ষাই দিইনি আমি ওকে।'

'সবাই যদি তোমার মত হত!' আনমনে বলল ও।

'নো ওয়ে, রানা, মাই ডিয়ার ফ্রেন্ড! অতি ক্ষুধার্ত যখন খাওয়ার সুযোগ পায়, চোখ-কান বন্ধ করে গলা পর্যন্ত খায়, কোনদিকে তাকায় না। ফল কি হয়?' হাসলেন যুবরাজ। 'ডায়রিয়া। আমাদেরও তাই হয়েছে। কোন এক কালে অর্থের কাঙাল ছিলাম আমরা, আর আজ আমাদের হিংসার চোখে দেখে সারা পৃথিবী, কারণ আমাদের প্রচুর টাকা। এত টাকা, এত সম্পদ যখন মানুষের হাতে আসে, তখন সে নষ্ট হতে বাধ্য, রানা। আমরাও তাই হয়েছি। বিদেশী মদ না হলে গলা ভিজতে চায় না, গণ্ডাখানেক সুন্দরী বউ থাকতেও বিদেশী মেয়ে না হলে তৃপ্তির ঘুম আসে না। আর কত গুণের কথা বলব?

'সেবার চোখের পানিতে যখন কোন পথ দেখতে পাচ্ছিলাম না, তখন তুমিই নিজে থেকে সাহায্য করেছ আমাকে, আমার মেয়েকে উদ্ধার করে এনেছ। জানো; সেদিনই প্রথম চোখ খুলেছে আমার। বুঝতে পারলাম টাকার লোভ নেই, এমন মানুষও আছে পৃথিবীতে। অথচ ওরা টাকার জন্যেই কিডন্যাপ করেছিল আমার মেয়েটাকে।

'বিশ্বাস করো, সেদিন যদি একবার 'হ্যাঁ' বলতে, অর্থ আর সম্পদের সাগরে ভাসিয়ে দিতাম আমি তোমাকে। কিন্তু একটা ফুটো পয়সাও নিলে না। সেদিন থেকে কি যেন হয়েছে আমার, বুঝলে? নিজেকে চেক দিতে শিখেছি আমি, আত্মবিশ্লেষণ করতে শিখেছি। গরীব-দুঃখী, অসহায়দের কথা ভাবতে, তাদের সাহায্য করতেও শিখেছি। একই কারণে তালালকে অন্যরকম শিক্ষা দিয়েছি আমি।'

এক হাত প্রিন্সের কাঁধে রাখল রানা। 'আজ তোমার হয়েছে কি বলো তো? মন খারাপ কেন?'

'কি করে বুঝলে মন খারাপ?' হাসলেন আবদ-আর-রহমান, চোখে প্রশংসার দৃষ্টি।

কাঁধ ঝাঁকাল ও।

'ঠিকই ধরেছ তুমি, রানা। মন ভাল নেই আজ।'

'কেন, কি হয়েছে?'

'কি যে হয়েছে, বুঝতে পারছি না।'

'তার মানে?'

'যখন কোন বিপদ আসে, আমার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় বা যা-ই বলো, টের পেয়ে যায় ব্যাপারটা। আগেভাগে জানান দেয়। মেয়ের ব্যাপারেও সেবার হয়েছিল এরকম। আমি ভাবছি, এবার কোনদিক থেকে কি বিপদ আসছে কে জানে!'

একটু পর পিছন থেকে কির কির শব্দ ভেসে আসতে ঘুরে তাকাল রানা, যুবরাজের প্রাইভেট সেক্রেটারির হাতের মোবাইল ফোন বাজছে। ওটা কানে লাগাল সে, শুনল অপর প্রান্তের বক্তব্য, তারপর এগিয়ে এল যুবরাজের দিকে। 'আপনার ফোন।'

নিলেন তিনি সেট। রানার কাছে ক্ষমা চেয়ে কানে লাগালেন। 'হ্যালো!' মাত্র দশ সেকেন্ডের মধ্যে চেহারা আমূল বদলে গেল তাঁর। রক্ত সরে ফ্যাকাসে হয়ে গেল চেহারা। চাপা কণ্ঠে 'হোয়াট!' বলেই নীরব হয়ে গেলেন। চোখ কুঁচকে যুবরাজের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল ও, ক্ষণে ক্ষণে তাঁর চেহারার পরিবর্তন লক্ষ করতে লাগল। দু'মিনিট পর ফোন নামালেন তিনি, স্তব্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকলেন যন্ত্রটার দিকে। দু'চোখ সামান্য বিস্ফারিত, চেহারায় একরাশ বিস্ময় আর অবিশ্বাস।

'খারাপ খবর?' তাঁর দিকে এক পা এগোল রানা।

সচকিত হলেন আবদ-আর-রহমান। কোনরকমে বললেন, 'যা বলছিলাম এতক্ষণ, রানা। বিপদ।'

'বিপদ?'

'হ্যাঁ, মারাত্মক বিপদ।'

'কি হয়েছে?'

শুনতে পাননি যুবরাজ, আপনমনে নিজেকেই প্রশ্ন করলেন, 'তাই বলে এত তাড়াতাড়ি!' ঝট্ করে ওর দিকে ফিরলেন। 'আমি খুব দুঃখিত, রানা। এখনই রিয়াদ ফিরতে হবে আমাদের। পরিস্থিতি অত্যন্ত জরুরী এবং ঘোরাল।'

'কি হয়েছে?'

'বলছি,' এক মিনিট।' পিএসের দিকে ঘুরলেন তিনি। 'খালিদ! গেট রেডি, এখনই ফিরব আমি।'

পাঁচ মিনিট পর যুবরাজের ছয় দরজাওয়ালা দৈত্যাকার রোলস রয়েস রওনা হলো রিয়াদের উদ্দেশে। ছোট্খাট পালঙ্কের মত পিছনের নরম আসনে বসেছে রানা ও যুবরাজ, পিএস সামনে। পিছনের দুই আরোহীর মাঝের এক বিশেষ আসনে রাজকীয় ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে তালাল। হাইওয়ে ধরে তীরবেগে ছুটছে গাড়ি, অথচ সামান্যতম আওয়াজও নেই এঞ্জিনের। এমনকি গুঞ্জন পর্যন্ত না। এরমধ্যে চেহারা শুকিয়ে অর্ধেক হয়ে গেছে যুবরাজের। কি এক গভীর চিন্তায় ডুবে আছেন। তাঁকে ঘাঁটাতে ইচ্ছে হলো না রানার।

সৌদী বাদশাহ যুবরাজ ফাহদ বিন আবদুল আজিজের ফুফাত ভাই যুবরাজ আবদ-আর-রহমান। রাজনীতির সঙ্গে সরাসরি সম্পর্ক নেই তাঁর। প্রচুর বিত্ত-বৈভবের মালিক। কয়েক বছর আগে একমাত্র মেয়ে, পাঁচ বছরের ফাতিমাকে লন্ডন নিয়ে গিয়েছিলেন তিনি চিকিৎসার প্রয়োজনে। হাসপাতাল থেকে একদল দুষ্কৃতকারী কিডন্যাপ করে ফাতিমাকে। একই সময় রানা এজেন্সির এক অপারেটরও সেখানে চিকিৎসাধীন ছিল।

তাকে দেখতে গিয়ে ঘটনা জানতে পারে রানা। প্রিন্সের স্ত্রী,

সুলতানার বুকফাটা কান্না দেখে বিচলিত হয়ে পড়ে ও। কাউকে কিছু না জানিয়ে লেগে পড়ে ফাতিমাকে উদ্ধারের কাজে। অপহরণকারীরা পাঁচ মিলিয়ন ডলার দাবি করেছিল ফাতিমার মুক্তিপণ হিসেবে। সময় দিয়েছিল সাতদিন। কিন্তু ততদিন অপেক্ষা করতে হয়নি যুবরাজ আবদ-আর-রহমানকে, চারদিনের মাথায় সারের এক বাড়ি থেকে মেয়েটিকে উদ্ধার করে নিয়ে আসে রানা।

অক্ষত মেয়েকে ফিরে পেয়ে আনন্দে ভাষা হারিয়ে ফেলেছিলেন সেদিন যুবরাজ ও তাঁর স্ত্রী। এরপর আনন্দের যে বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছিল পরিবারটি, তার বর্ণনা দেয়া কঠিন।

সেদিন থেকে এ পরিবারের একজন বনে গেছে ও। বছরে অন্তত একবার করে বেড়িয়ে যেতে হয় ওকে এদের এখান থেকে। বাঁধাধরা নিয়মে দাঁড়িয়ে গেছে ব্যাপারটা। না এসে উপায় নেই। সময়মত ওকে নেয়ার জন্যে ব্যক্তিগত জেট বিমান পাঠিয়ে দেন যুবরাজ। এবারও সেই জন্যেই আসা। দু'দিন হলো এসেছে রানা দু'সপ্তাহের ছুটিতে। এখান থেকে যাবে লন্ডন।

আজই রিয়াদের বাইরে, হাসা দাহানা মরুভূমিতে ওকে নিয়ে এসেছিলেন যুবরাজ তালালের শিকার ধরা দেখাতে। সঙ্গে পর্যাপ্ত লোকজন, তাঁবু ইত্যাদি ছিল। রাতটা মরুভূমিতে কাটানোর পরিকল্পনা ছিল যুবরাজের। কি খবর এসেছে কে জানে, সব বাতিল করে ফিরে যেতে হচ্ছে এখন।

এক সময় ধ্যান ভাঙল যুবরাজের, একটা দীর্ঘশ্বাস মোচন করে রানার দিকে ফিরলেন। 'রানা, সাদ্দাম হোসেন কুয়েতে আগ্রাসন চালাতে যাচ্ছে যে কোনো মুহূর্তে।'

চমকে উঠল ও। 'কি!'

'হ্যাঁ। ফোন করেছে আমার আরেক কাজিন, হোম মিনিস্টার।

সিআইএ, ব্রিটিশ ইন্টেলিজেন্স সার্ভিস, ওরা খবরটা কনফার্ম করেছে আমাদের সরকারকে। মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রী ডিক চেনি আজই রিয়াদ আসছে।'

'বলো কি!' কয়েক মুহূর্ত চিন্তায় ডুবে থাকল রানা। 'এতবড় একটা ঝুঁকি নেবে ইরাক, চিন্তাই করা যায় না।'

'দাঁড়াও, এখনই সব বিস্ময় খরচ করে ফেলো না। শুধু কুয়েত নয়, তারপর হয়তো আমাদের দেশও আক্রমণ করবে সাদ্দাম। অতবড় এক শক্তিকে ডিফেন্ড করার ক্ষমতা আমাদের নেই, রানা। বুঝতেই পারছ সে ক্ষেত্রে কি অবস্থা হবে আমাদের।'

মাথা ঝাঁকাল ও। 'কুয়েত যদি দখল করেই বসে সাদ্দাম, তাহলে নিজের চামড়া-মাংস বাঁচাবার জন্যে হলেও এ দেশ দখল করতেই হবে তাকে। নইলে তোমার সরকার যদি মার্কিনীদের সহায়তা চেয়ে বসে, আর ওরা যদি নিজেদের বাহিনী মোতায়েন করে এখানে, চরম বিপদ হবে তার।'

'হ্যাঁ। মধ্যপ্রাচ্যে একচ্ছত্র আধিপত্য চালাতে হলে ওটা ছাড়া দ্বিতীয় কোন পথ নেই সাদ্দামের সামনে। কিন্তু আমি ভাবছি সে ক্ষেত্রে আমাদের কি হবে? কোথায় যাব আমরা?'

'তোমার কাজিন ফোন করেছেন কেন? কি বলেছেন?'

গলা খাদে নেমে গেল যুবরাজের। 'রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্কে সরকারের যে সম্পদ আছে, রানা, বিশেষ করে সোনা-রূপা আর পাউন্ড-ডলার, তা নিয়ে বাদশাহ খুব চিন্তিত। রাজ পরিবারের আর সবাই, আমরা, আমাদের সম্পদের পরিমাণও কম নয়। সে ব্যাপারেও উদ্বিগ্ন। যদি সত্যিই খারাপ কিছু ঘটে, সব লুটে নিয়ে যাবে ইরাকীরা। তাই এসবের নিরাপত্তার কি ব্যবস্থা করা যায়, তা নিয়ে আলোচনার জন্যে জরুরী মীটিং ডেকেছেন তিনি। আমাকে ওতে যোগ দিতে

হবে।'

'আই সী!'

'ব্যাঙ্কের ওপর আমাদের বিশেষ আস্থা নেই, রানা। তবু লোক দেখানোর জন্যে ওদের সাথে লেনদেন করি। কিন্তু বেশিরভাগ টাকা-পয়সা আমরা সোনার বারে পরিণত করে নিজেদের ভল্টে জমা রাখি। আমাদের রাজ পরিবারের প্রত্যেক সদস্য, এদেশের বড় বড় ব্যবসায়ী, সবাই তাই করে, রানা। টাকা থাকলে সব ধ্বংস হয়ে গেলেও নতুন করে গড়তে পারব আমরা, কিন্তু সেটাও যদি খোয়াতে হয়, বাঁচব কি করে?'

নীরবে রাস্তার দিকে তাকিয়ে থাকল রানা। আকাশছোঁয়া অট্টালিকা আর লেটেস্ট মডেলের রঙ-বেরঙের গাড়ির দ্বিমুখী স্রোত দেখছে আনমনে। নিশ্চিন্তে চলাফেরা করছে মানুষ, নিরুদ্বিগ্ন। কি বিপদ ঘনিয়ে আসছে, কোন ধারণাই নেই কারও। খারাপ কিছু ঘটলে এই দৃশ্য কতখানি পাল্টাবে, কল্পনা দেখতে পেল মাসুদ রানা।

আলতো এক দোল খেয়ে গাড়ি দাঁড়িয়ে পড়তে সচকিত হলো ও। 'এসে পড়েছি, রানা। নামো।'

'আমি নেমে কি করব? বরং গাড়িতেই অপেক্ষা করি।'

'গাড়িতে অপেক্ষা করবে মানে? আমার কাজিনের সাথে পরিচিত হবে না? এসো।'

দু'দিন পর। দোসরা মার্চ, '৯০। আগের দিন কুয়েত দখল করে নিয়েছে ইরাকী বাহিনী। আমীরসহ সে দেশের বেশিরভাগ মানুষ পালিয়ে এসে আশ্রয় নিয়েছে সৌদী আরবে। সৌদী সামরিক বাহিনীকে পূর্ণ সতর্কাবস্থায় রাখা হয়েছে। সবার চেহারায় ভীতি আর শঙ্কা। চরম বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি।

নিজের রাজকীয় লিভিংরুমে বসে আছেন আবদ-আর-রহমান। পাশে রানা। চিন্তিত। ঘন ঘন চুমুক দিচ্ছে ও কফির কাপে। যুবরাজের কফি পড়ে পড়ে ঠাণ্ডা হচ্ছে। 'কি করি বুঝতে পারছি না, রানা,' এক হাতে মাথার চুল মুঠো করে ধরলেন যুবরাজ। 'সুযোগটা হাতছাড়া করতেও সাহস হচ্ছে না, আবার এরকম বিশৃঙ্খল পরিস্থিতিতে স্রেফ এক ক্যাপ্টেনের দায়িত্বে সব ছেড়ে দিতেও ভরসা হয় না। জীবনে কখনও নামও শুনিনি তার।

'কাজিন অবশ্য বলেছে ঘাবড়াবার বিশেষ কারণ নেই। ক্রেটের ভেতরের জিনিস সম্পর্কে তাকে ভুয়া তথ্য দেয়া হবে। ইনভয়েসে লেখা থাকবে অন্য কিছু।'

'তাহলে আর ভয় কি? শুধু শুধু চিন্তা করছ তুমি।'

'শুধু শুধু কি না জানি না, রানা, তবে সত্যি ভয় পাচ্ছি। এই আমার সম্বল, যদি কিছু ঘটে যায়, আমি শেষ।'

'এক কাজ করো তাহলে, নিজের খুব বিশ্বস্ত কাউকে সঙ্গে পাঠিয়ে দাও। সে-ও থাকবে...'

মাথা দোলালেন যুবরাজ। 'তেমন কাউকে পাচ্ছি কোথায়? কর্মচারীদের সবাই পরিবারের সদস্যদের শহর থেকে সরিয়ে নেয়ার কাজে ব্যস্ত, দু'দিন আমার অফিসের তালাই খোলা হয়নি। আত্মীয়-স্বজনরা আছে আমারই মত সমস্যায়।'

'কনসাইনমেন্টের সাথে কতজন যাচ্ছে?'

মুখ আরও আঁধার হয়ে গেল তাঁর। 'মাত্র তিনজন।'

বিষয়টা নিয়ে মাথা ঘামাল খানিক রানা। ঠাণ্ডা মাথায় ধীরেসুস্থে কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর পথ রাখেনি ইরাক, সাদ্দাম হোসেনের কুয়েত আক্রমণের খবর পাওয়ামাত্র খুব দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছে সৌদী বাদশাহকে। ঠিক হয়েছে, বন্দরে যতগুলো জাহাজ ফ্রী আছে,

সবগুলোকে বিভিন্ন সরকারী বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের নামে চার্টার করা হবে। রাষ্ট্রীয় এবং রাজ পরিবারের সদস্য ও প্রভাবশালীদের ব্যক্তিগত ধন সম্পদ খুব গোপনে বোঝাই করা হবে সেগুলোয়, পারমাণবিক প্ল্যান্টের গুরুত্বপূর্ণ যন্ত্রাংশ ইত্যাদির ছদ্ম পরিচয়ে।

যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বন্দর ছেড়ে যাবে ওগুলো, কোনটা যাবে আমেরিকায়, কোনটা লন্ডনে। ওখানে সৌদী রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্কের শাখা আছে। এদিকের সঙ্কট না কাটা পর্যন্ত এসব তাদের জিম্মায় থাকবে।

'তাহলে?' বলল ও। 'কি ঠিক করলে?'

'আমি কিছু ভাবতে পারছি না, রানা। কিছু খেলছে না মাথায়। কোন উপায় দেখছি না। বউ-বাচ্চাদের নিয়ে কি করব, সেই চিন্তায় মাথা খারাপ হওয়ার দশা।'

'সব সমস্যা নিয়ে একসাথে মাথা ঘামাতে যেয়ো না, তাতে জট পাকিয়ে যাবে।'

'কি যে করব, তাই তো বুঝতে পারছি না।'

'এরকম জরুরী মুহূর্তে প্রথম কাজ হচ্ছে মাথা ঠাণ্ডা রাখা, নইলে সমস্যা বাড়ে। তার পরের কাজ হচ্ছে কফিটা শেষ করা। নাও, কফি খাও। আমি দেখি চিন্তা করে কোন সমাধান পাই কি না।' কফির কাপ তুলে দিল ও যুবরাজের হাতে। 'খাও। তোমার মাল যে জাহাজে যাচ্ছে, তাতে যদি অতিরিক্ত দু'জন লোক দেয়ার অনুরোধ করো তুমি, তোমার হোম মিনিস্টার কাজিন তা রাখবেন?'

দ্রুত মাথা ঝাঁকালেন যুবরাজ। 'অবশ্যই! কিন্তু তাতে লাভ?'

'প্রথম লাভ হচ্ছে মানসিক অশান্তি দূর হবে তোমার।'

'কি ভাবে?'

'শোনো, আমি এসেছি ছুটিতে। এখান থেকে লন্ডন যাওয়ার কথা। ঠিক করেছি তোমার জাহাজে করেই চলে যাই আগেভাগে। যা

পরিস্থিতি, দু'দিন পর হয়তো নড়তেই পারব না। তোমার মাল আমিই পাহারা দিয়ে নিয়ে যাব।'

'কি বলছ তুমি, রানা? না না, এসব···'

'রাখো, শেষ করতে দাও আমাকে। 'যে পরিস্থিতি, তাতে বেড়ানো-শিকার, আগেই সব মাথায় উঠেছে। ঠিক?'

'হ্যাঁ, তা ঠিক।'

'তাহলে এখন এ দেশে অনর্থক সময় নষ্ট করার কোন যুক্তি নেই আমার। দু'দিন পরে লন্ডন আমাকে যেতেই হবে, আগেই চলে যাই না কেন?'

'কিন্তু তাই বলে এত নগণ্য এক কাজে···'

'কোনটা, নগণ্য কাজ? ওগুলো তোমার সম্পদ, সম্বল। তোমার-সুলতানার, বাচ্চাদের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে এর ওপর।'

গলার জোর কমে এল যুবরাজের। 'হ্যাঁ।'

'দু'দিন পর যদি পরিস্থিতি আরও ঘোরাল হয়, হয়তো সময়মত লন্ডন ফেরা কঠিন হয়ে যাবে আমার। কাজেই তুমি দেখা করো তোমার কাজিনের সাথে। অনুমতি নিয়ে এসো।'

ওর দিকে তাকিয়ে থাকলেন যুবরাজ। 'আমি ঠিক বুঝতে পারছি না কি বলে কৃতজ্ঞতা জানাব তোমাকে, রানা।'

'পরে ঠিক করে জানিয়ো। এখন ওঠো। কি কি বলতে হবে শোনো।'

'তুমিও চলো তাহলে। তিনজনে এক জায়গায় বসে আলোচনা করা যাবে।'

কি ভেবে রাজী হয়ে গেল রানা। 'চলো।'

ফোনে কাজিনের সাথে দু'মিনিট কথা বললেন প্রিন্স, তারপর বেরিয়ে পড়লেন ওকে নিয়ে। চারদিকে মানুষের বিশৃঙ্খল ছোটাছুটি

দেখতে দেখতে চলল রানা।

দাহরান বন্দর। জেটিতে দাঁড়িয়ে রয়েছে রঙচটা জাহাজটা। এস.এস. ট্রিক্কালা। পাঁচ হাজার টনী এক জার্মান ফ্রেইটার। জাহাজটাকে চার্টার করার প্রয়োজন হয়নি, তবে পোর্ট ত্যাগের অনুমতিপত্র ইস্যু করতে অথরিটি দু'দিন বেশি সময় নিয়েছে। এমনিতেই ব্রিস্টল যাচ্ছিল ট্রিক্কালা বিভিন্ন রকম ফল, ক্যানড্ জুস্ আর ফার্টিলাইজার নিয়ে।

সময় বেশি লাগার কারণ ব্যাখ্যা করা হয়েছে ক্যাপ্টেনের কাছে, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের চিঠিও পেয়েছে সে। ওতে অনুরোধ করা হয়েছে, রিয়াদের কাছের পারমাণবিক এক প্ল্যান্ট হঠাৎ করে অচল হয়ে যেতে বসেছে, ওটার কিছু যন্ত্রাংশ জরুরী মেরামতি কাজের জন্যে লন্ডন পাঠানো প্রয়োজন। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে উপযুক্ত জাহাজ পাওয়া যাচ্ছে না বিধায় ইত্যাদি ইত্যাদি। এ জন্যে অতিরিক্ত ভাড়া দেয়া হবে ট্রিক্কালাকে। তবে যেহেতু যন্ত্রাংশগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও স্পর্শকাতর, তাই ওগুলোর জন্যে একটা আলাদা রুম বরাদ্দ করার কষ্ট স্বীকার করতে হবে ক্যাপ্টেনকে।

অনুরোধ রক্ষা করেছে ক্যাপ্টেন। আফটার ডেক হাউজিঙের পোর্ট সাইডের একটা বিশ বাই দশ ক্রু'জ মেস খালি করে দিয়েছে। প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট। যন্ত্রাংশের বাইশটা ক্রেট যাবে, ওর মধ্যে সাতটা প্রিন্সের। প্রতিটির গায়ে লেবেল সাঁটা থাকবে। বিশেষ সাঙ্কেতিক চিহ্ন আছে তাতে, যা দেখে বোঝা যাবে কোনটা রাষ্ট্রীয় কোষাগারের, কোনটা যুবরাজ আবদ-আর-রহমানের। ভেতরে বেশিরভাগই সোনা, রূপা সামান্য। আর আছে নগদ—পাউন্ড, ডলার।

যুবরাজের সম্পদের পরিমাণ অবিশ্বাস্য, কেবল সোনাই আছে সাত টনের মত। 'যন্ত্রাংশের' সাথে চলেছে পাঁচ জনের এক সৌদি সামরিক

দল। কেবিনের ভেতরে দুটো দোতলা বাঙ্ক সেট করা হয়েছে ওদের থাকার জন্যে। মিশনের সার্বিক দায়িত্বে রয়েছে ক্যাপ্টেন মিশা আল নাইফ। তার অধীনে লেফটেন্যান্ট মাসুদ রানা, ওয়ারেন্ট অফিসার আবদাল নাওয়াফ, সার্জেন্ট আহমাদ এবং সার্জেন্ট গোলাম পাশা।

সন্ধের খানিক আগে ট্রিক্‌কালায় উঠল রানা ও 'সার্জেন্ট' গোলাম পাশা। পাশা রানা এজেন্সির বৈরুত এজেন্সির প্রধান। রানার জরুরী কল পেয়ে গতকাল পৌঁছেছে।

ক্যাপ্টেন নাইফ রানার চেয়ে ইঞ্চি দুয়েক খাটো। বয়স ত্রিশের মত। সজারুর কাঁটার মত খাড়া চুল। ওর স্যালুটের জবাবে মাথা সামান্য ঝাঁকাল সে। 'তুমি দশ মিনিট ফাস্ট, লেফটেন্যান্ট। গুড, ফাস্ট হওয়া ভাল।'

'থ্যাঙ্কিউ, স্যার।'

'তুমি তোমার লোকজন নিয়ে জায়গামত সেটল করো। কার্গো পৌঁছার পর তোমার গার্ড অর্ডার পৌঁছে দেব আমি। আমি তোমাদের সাথে থাকছি না। জাহাজের ক্যাপ্টেন আমার জন্যে আলাদা এক কেবিনের ব্যবস্থা করেছেন, সেখানে থাকব।'

মাথা ঝাঁকাল রানা। জাহাজের সেকেন্ড অফিসারের পিছন পিছন নির্দিষ্ট কেবিনের দিকে চলল। আধ ঘণ্টা পর জেটিতে পৌঁছল তিনটে খোলা ট্রাক। দুটোয় রয়েছে সাতটা করে বড় কাঠের প্যাকিং বাক্স, একটায় আটটা। ডেকে প্রস্তুত ট্রলিতে তোলা হলো ওগুলো ক্রেনের সাহায্যে, তারপর গড়িয়ে গড়িয়ে নির্দিষ্ট কেবিনে। ট্রাকের সাথে আসা একদল জোয়ান সাজিয়ে রাখল ওগুলো, তারপর 'প্ল্যান্টের' ডেলিভারি চালানে ক্যাপ্টেন নাইফের সই নিয়ে নেমে গেল।

প্রায় সাথে সাথে পৌঁছল একদল সরকারী কর্মকর্তা। উদ্বিগ্ন প্রিন্স আবদ-আর-রহমানও আছেন তাদের মধ্যে। বাক্স গোণা হলো। এক গাদা

ডকুমেন্টে আরেক দফা সই করতে হলো ট্রিক্‌কালার ক্যাপ্টেন হ্যালসি, ক্যাপ্টেন নাইফ ও রানাসহ দলের সবাইকে।

'ক্যাপ্টেন হ্যালসি,' বললেন দলের নেতা। 'এখন থেকে এই মালের মূল দায়িত্ব আপনার। আমাদের অবস্থা বুঝতেই পারছেন। এগুলো মেরামত করিয়ে তাড়াতাড়ি ফিরিয়ে আনতে পারার ওপর অনেক কিছু নির্ভর করছে।'

'জা, জা,' মাথা দোলাল ছোটখাট জার্মান ক্যাপ্টেন। গভীর নীল রঙের চোখ তার। গালে আধ হাত লম্বা কুচকুচে কালো দাড়ি। গলার স্বর চড়া। 'বুঝতে পেরেছি।'

'গার্ড বাহিনীর ইন-চার্জ ক্যাপ্টেন মিশা আল নাইফ দলের যে কোন প্রয়োজনে আপনার কাছে রিপোর্ট করবেন।'

'জা।'

'ক্যাপ্টেন মিশা!'

'ইয়েস, স্যার।'

'চব্বিশ ঘণ্টা কড়া গার্ড রাখবেন রুমের গেটে।'

'রাইট, স্যার।'

নেমে গেল দলটা। শেষ মুহূর্তে প্রিন্সের সাথে চোখাচোখি হলো রানার, আলতো করে মাথা ঝাঁকিয়ে তাঁকে আশ্বস্ত করতে চাইল ও। বিশেষ কাজ হলো না তাতে। শুকনো, আধফোটা এক টুকরো হাসি দিয়ে ঘুরে দাঁড়ালেন তিনি। আড়ষ্ট পায়ে নেমে গেলেন জাহাজ থেকে। জেটিতে দাঁড়িয়ে অসহায়ের মত ট্রিক্‌কালার দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকলেন। শেষ ভরসা মাসুদ রানাকে খুঁজছে তাঁর দৃষ্টি।

ও তখন ক্যাপ্টেন নাইফের কাছ থেকে গার্ড ডিউটি বুঝে নিতে ব্যস্ত। 'দিনে-রাতে চব্বিশ ঘণ্টা ডিউটি,' ব্যাখ্যা করছে সে। 'চার ঘণ্টা ডিউটি, চার ঘণ্টা রেস্ট। এর কোনরকম অন্যথা হলে তুমি বিপদে

পড়বে, লেফটেন্যান্ট।'

মাথা ঝাঁকাল মাসুদ রানা। 'হবে না ক্যাপ্টেন, স্যার।'

দুই

দশটায় ছাড়ার কথা ট্রিক্কালার। অথচ এগারোটা বাজতে চলল, এখনও নড়ার নাম নেই। দশটা বাজার সাথে সাথে গার্ড ডিউটিতে লাগিয়ে দিয়েছে রানা ওয়ারেন্ট অফিসার নাওয়াফ আর সার্জেন্ট আহমাদকে। কেবিনের বন্ধ দরজার সামনে স্টেন হাতে পায়চারি করছে তারা।

সোয়া এগারোটায় নিচু কণ্ঠে বলল গোলাম পাশা, 'মাসুদ ভাই, দেরি হচ্ছে কেন জেনে আসব?'

'তুমি থাকো, আমি যাচ্ছি।' একটা সিগারেট ধরিয়ে পা বাড়াল রানা। কম্প্যানিয়নওয়ের মাথায় সেকেন্ড অফিসারকে ডকের দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখে এগোল। ওর বুটের আওয়াজ শুনে ঘুরে তাকাল সে। 'এনি প্রবলেম, অফিসার? আমি হেন্ডরিক।'

'আমি লেফটেন্যান্ট মাসুদ রানা, আর্টিলারি,' লোকটার শক্ত হাত ঝাঁকিয়ে দিল ও। 'ভাবছিলাম পোর্ট ছাড়তে এত দেরি হচ্ছে কেন।'

'আর বলবেন না! এক ঝামেলা জুটিয়ে দিয়েছে ব্রিটিশ এমব্যাসি, তাদের এক মহিলাকে নিয়ে যেতে হবে। যে-কোন মুহূর্তে এসে পড়বে।'

'আই সী!' রানাও ডকের দিকে তাকাল। তখনই উজ্জ্বল আর্ক লাইটের আলোয় এক মেয়ের ওপর চোখ পড়ল। তার কাঁধে মাঝারি এক ট্রাভেল ব্যাগ। ব্যস্ত পায়ে এদিকেই আসছে। 'ওই এল বোধহয়।'

'মনে হচ্ছে।' দ্রুত পায়ে নেমে গেল হেন্ডরিক। ত্রিশ সেকেন্ড পর খোলা ডকে দেখা গেল তাকে। তার প্রশ্নের জবাবে মাথা দোলাল মেয়েটি, পাশাপাশি গ্যাঙওয়ের দিকে এগোল দু'জন।

মিনিট পাঁচেক পর এঞ্জিনরুমের টেলিগ্রাফিক বেল বেজে উঠল, স্টার্ট নিল ট্রিক্‌কালা। ব্যস্ততার সাথে গ্যাঙওয়ে তুলে ফেলা হলো। জাহাজ ডক ছেড়ে পিছাতে শুরু করেছে দেখে নিচে নেমে এল রানা, ক্রুজ ওয়াশরুম পার হয়ে গ্যালির দিকে চলল। গ্যালির খোলা দরজায় দাঁড়িয়ে ছিল চর্বি থলথলে, তেল চকচকে চেহারার বৃদ্ধ কুক। তার পিছনে গর্জন করছে গ্যালির চুলো।

'কি সেবা করতে পারি আপনার, স্যার?' আন্তরিক হাসি ফুটল তার থালার মত গোল মুখে। 'কফি খাবেন?'

'যদি তুমি খাওয়াও,' রানাও হাসল।

'ও শিওর, শিওর।' দরজা ছেড়ে পিছিয়ে গেল কুক। 'ভেতরে এসে বসুন, প্লীজ!'

কফি খেল ও। দু'চার মিনিট গল্প করল লোকটার সাথে, তারপর ফিরে যাওয়ার জন্যে উঠল। 'খুব ভাল কফি তৈরি করতে পারো তুমি। ধন্যবাদ। রাতে আবার আসব হয়তো।'

গলে গেল মোটকা। 'যখন খুশি চলে আসবেন। যদি আমি ঘুমিয়ে থাকি, ডাক দেবেন। কোন দ্বিধা করবেন না যেন।'

'ওকে, থ্যাঙ্কস।'

নিজেদের কেবিনের সামনে ফিরে এল রানা। পাশা পোর্ট সাইড রেলিঙে ভর দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে আছে। অন্য দু'জন নিজেদের

কাজে ব্যস্ত। রাত প্রায় বারোটা বাজে। এতক্ষণে বেশ খানিকটা পথ পেরিয়ে এসেছে ট্রিক্‌কালা, অন্ধকার পারস্য উপসাগরের বুক চিরে এগিয়ে চলেছে হরমুজ প্রণালীর দিকে। সামনে, স্টার সাইডে রয়েছে বাহরাইন, তারপর কাতার। সবশেষে ওমান। এই তিন দেশ ঘুরে ওমান উপসাগরে পড়বে এস.এস. ট্রিক্‌কালা। তারপর আরব সাগর, লোহিত সাগর, ভূমধ্যসাগর হয়ে পৌঁছবে গন্তব্যে। লম্বা যাত্রা।

দুটোয় গার্ডের দায়িত্ব নিল রানা আর পাশা। নাওয়াফ ও আহমাদ ঘুমিয়ে পড়ল ভেতরে গিয়ে। এক সময় নীরব হয়ে গেল জাহাজ, অফিসার-ক্রুদের চলাফেরা, কথাবার্তা থেমে গেল, ঘুমিয়ে পড়েছে প্রায় সবাই। অন্ধকারে গুটি গুটি এগিয়ে চলেছে ট্রিক্‌কালা।

নিজের বর্তমান 'বেশভূষা' ও 'পেশা' ইত্যাদির কথা ভেবে মনে মনে হাসছে ও। কিন্তু কি আর করা! এ ছাড়া প্রিন্সকে সাহায্য করার আর কোন উপায় ছিল না।

আগের দিনের কথা ভাবতে গিয়ে আনমনা হয়ে পড়ল রানা। ওর সৈনিকের বেশে সোনা পাহারা দিয়ে নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা শুনে যেমন বিস্মিত হয়েছিলেন প্রিন্সের কাজিন, সৌদী স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, তেমনি খুশিও হয়েছিলেন। ফাতিমাকে উদ্ধারের পুরো ঘটনা জানা ছিল, কাজেই বিন্দুমাত্র দেরি না করে ওদের জন্যে ভুয়া পরিচয়পত্র ইত্যাদি তৈরি করিয়ে দেন তিনি। বৈরুতে ফোন করে পাশাকে জরুরী তলব করে রানা, জর্ডান হয়ে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে রিয়াদ পৌঁছায় সে। বাকি ছিল তার আইডি কার্ড, পৌঁছার এক ঘণ্টার মধ্যে সেটাও তৈরি হয়ে গেল।

দাহরান পৌঁছেছে ওরা বিশেষ বিমানে, মালামালসহ। প্রিন্স রহমানও ছিলেন। পথে বিশেষ কথা বলেননি তিনি, বলতে পারেননি। মন জুড়ে ছিল আশঙ্কা আর দুশ্চিন্তা।

রেলিঙে ভর দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকল রানা। সাদ্দাম

হোসেনের পরবর্তী পদক্ষেপ কি হবে ভাবছে। পরিস্থিতি খুব জটিল করে তুলল মানুষটা। ইরাককে শায়েস্তা করার অঙ্গীকার করেছে আমেরিকা আর ইউরোপ। দলে দলে পশ্চিমা সৈন্য-রসদ আসছে সৌদী আরবে। মার্কিন বিমানবাহী রণতরীও পৌঁছল বলে, তারপর কি ঘটবে কে জানে।

সামনে ঝুঁকে ট্রিক্‌কালার বো ওয়াশ দেখতে পেল রানা। নিকষ কালো অন্ধকারে আবছা নীলচে ফসফরেসেন্ট দ্যুতি ছড়াচ্ছে পানি। পোর্ট সাইড নেভিগেশন লাইটের মৃদু প্রতিফলনও দেখা গেল সাগরে। আকাশের গায়ে ট্রিক্‌কালার আবছা কাঠামো ফুটে আছে। ভারী ডিজেল এঞ্জিনের গুম গুম আর বো-র আঘাতে দ্বিধাবিভক্ত পানির হিস্ হিস্ আওয়াজ অদ্ভুত এক ঐকতান সৃষ্টি করেছে।

কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনা ছাড়াই কেটে গেল প্রথম রাত। পরদিন দুপুর গড়িয়ে যেতে বসেছে, অথচ ক্যাপ্টেন নাইফের পাত্তাই নেই। জাহাজ ছাড়ার পর একবারও তার চেহারা দেখা যায়নি। লোকটা কোথায় কি করছে, চিন্তাটা মাথায় এসেছে রানার কয়েকবারই, কিন্তু দেখতে যাওয়ার গরজ বোধ করেনি। কিন্তু সন্ধের পরও যখন এল না সে, চিন্তায় পড়ল। যাবে কি না তার খোঁজে ভাবতে লাগল।

এই সময় খুক্ করে কেশে ওর দৃষ্টি আকর্ষণ করল ওয়ারেন্ট অফিসার। 'স্যার, এসব বাক্সে কি আছে জানতে পারি?'

হঠাৎ এ প্রশ্নে বিস্মিত হলো রানা। বিরক্তও হলো। 'কেন জানতে চাইছ?'

'এমনিই। বিশেষ কোন কারণ নেই।'

'তুমি পড়তে জানো?'

'নিশ্চই, কেন?' অবাক চোখে রানাকে দেখল লোকটা।

'ক্রেটগুলোর লেবেলে কি লেখা আছে?'

কানের লতি চুলকাল সে, মুখে অপ্রস্তুত হাসি। 'হ্যাঁ, পড়েছি। কিন্তু

বিশ্বাস হতে চায় না। এমন আজব ঘটনা কখনও শুনিনি। ওসব প্ল্যান্টের কিছু খারাপ হলে এক্সপার্টরা এসে ঠিক করে দিয়ে যায়, অথচ এবার ঘটছে উল্টো। তাই জিজ্ঞেস করলাম, স্যার।'

'পরিস্থিতি স্বাভাবিক থাকলে এবারও তাই ঘটত,' বলল রানা। 'নেই বলেই উল্টোটা ঘটেছে। পরিস্থিতি উত্তপ্ত বলে এক্সপার্টরা কেউ আসতে রাজি হয়নি। কি বুঝলে?' গম্ভীর চেহারায় ভুরু নাচাল ও।

'বুঝলাম, স্যার।'

'গুড। কাজে যাও।' অবস্থা আয়ত্তে আনা গেছে ভেবে সন্তুষ্ট বোধ করল ও। সিগারেট ধরিয়ে ঘড়ি দেখল। এখনও এক ঘণ্টা বাকি ওদের ডিউটি শুরু হতে। পাশা গ্যালিতে খেতে গেছে, রানা যাবে ও ফিরলে। একটু পর এল পাশা; রানা পা বাড়াল কম্প্যানিয়নওয়ের দিকে। খাওয়া শেষ করে কফি খেল ও, সময় নষ্ট না করে তখনই বেরিয়ে এল।

ওপরে এসে খোঁজ নিল ক্যাপ্টেন এসেছিল কি না। জবাবে মাথা দোলাল গোলাম পাশা। 'না, মাসুদ ভাই।'

'গেল কোথায়!' আপনমনে বলল ও।

'আমি যাব খোঁজ নিতে?'

'না। আমিই যাচ্ছি।'

পায়ে পায়ে সামনের দিকে চলল ও। হুইল হাউসের দিকে এগোল। ভেতরে সেকেন্ড অফিসার হেন্ডরিক ছাড়া আর কেউ নেই। রানাকে দেখে মৃদু হাসল লোকটা। 'হ্যালো, অফিসার! কি মনে করে?'

'আমার কম্যান্ডিং অফিসারের কোন খোঁজ নেই। উনি কোন্ কেবিনে আছেন জানতে এসেছি।'

হাসি আরও চওড়া হলো লোকটার। 'তার কেবিনের সন্ধান আমি দিতে পারি। কিন্তু সেখানে তাকে পাবেন কি না সন্দেহ।'

'মানে?'

'মানে, কাল সারারাত আমাদের চীফ এঞ্জিনিয়ারের সাথে মদ খেয়েছে সে, তাস পিটিয়েছে, এখন তার রিঅ্যাকশন চলছে।'

'আই সী!'

'আপনার কোন সমস্যা থাকলে আমাকে বলতে পারেন।'

'না, কোন সমস্যা নেই। থ্যাঙ্কস, এনিওয়ে।'

চিন্তিত মনে ফিরে চলল রানা। এ কেমন দায়িত্বজ্ঞানহীন অফিসার ভেবে পেল না। 'পেলেন?' প্রশ্ন করল পাশা।

অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে মাথা দোলাল ও। সময়মত নাওয়াফ আর আহমাদকে ছেড়ে দিল, খেতে চলে গেল তারা। যখন ফিরল, চাপা উত্তেজনায় দু'জনেই ভেতরে ভেতরে অস্থির, খেয়াল করল না রানা। ভেতরে গিয়ে শুয়ে পড়ল ওরা যার যার বাঙ্কে।

আধ ঘণ্টা পর সিগারেট ফুরিয়ে গেল রানার। কেবিন থেকে নতুন এক প্যাকেট আনার জন্যে এল ও, বন্ধ দরজার হাতল ঘুরিয়ে ঠেলা দিল দরজা—খুলল না। আহাম্মক দুটো দরজা বন্ধ করে ঘুমিয়ে পড়ল নাকি? ভাবল রানা বিরক্ত হয়ে, পরক্ষণে বুকের ভেতরটা ছ্যাঁৎ করে উঠল দরজার নিচ দিয়ে সামান্য এক চিলতে আলোর আভাস আসছে দেখে। আলো জ্বেলে দরজা ভেতর থেকে আটকে কি করছে ওরা?

হালকা দুটো কিল মারল রানা দরজায়, চাপা কণ্ঠে হুঙ্কার ছাড়ল ওয়ারেন্ট অফিসারের উদ্দেশে, 'নাওয়াফ! দরজা খোলো!'

ভেতরে দু'জোড়া ব্যস্ত পায়ের আওয়াজ উঠল। পরমুহূর্তে অন্ধকার হয়ে গেল কেবিন। দরজায় কান লাগিয়ে রেখেছিল রানা, তাই খুব সামান্য হলেও বোল্ট সরাবার আওয়াজ ঠিকই শুনতে পেল। পরমুহূর্তে দড়াম করে দরজা খুলে ফেলল ও, লাফিয়ে ঢুকে পড়ল ভেতরে। বাইরের আলোও ঢুকল সাথে। সে আলোয় চোখের কোণ দিয়ে ডানদিকের লোয়ার বাঙ্কে একটা অস্বাভাবিক নড়াচড়া দেখতে পেল।

নাওয়াফের বাঙ্ক ওটা।

আলো জ্বেলে ক্রেটগুলোর দিকে তাকাল ও, তারপর বাঙ্কের দিকে। দেখে মনে হয় ঘুমে বিভোর দুটোই, বাল্কহেডের দিকে মুখ করে শুয়ে আছে। দরজা ঠেলে দিল রানা, ক্রেটগুলোর দিকে এগোল। মাঝখানে ফুট তিনেক পথ রেখে দু'দিকে সাজিয়ে রাখা হয়েছে ওগুলো।

পিছনদিকে চলে এল ও, এবং থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। খুব তাড়াহুড়ো করে তৈরি করা হয়েছে বলে তেমন মজবুত হয়নি বাক্সগুলো। কাজেই খুলতে বিশেষ বেগ পেতে হয়নি ওদের। একটার ওপরের ঢাকনা খোলা! চেপে বসানোর চেষ্টা করা হয়েছে, তবে সময়ের অভাবে শেষ রক্ষা করা সম্ভব হয়নি। সামান্য জেগে থাকা ঢাকনা আর বাক্সের মাঝখানে চকচকে পেরেকের গা দেখা যাচ্ছে। সরকারী।

অসহ্য রাগে মুহূর্তের জন্যে দিশেহারা বোধ করল মাসুদ রানা। কাছে গিয়ে চুলের মুঠি ধরে একটানে মেঝেতে আছড়ে ফেলল নাওয়াফকে, কষে এক লাথি বসিয়ে দিল মাজায়। গোঙাতে গোঙাতে উঠে বসল লোকটা। আরেক হ্যাঁচকা টানে ওপরের বাঙ্ক থেকে সার্জেন্টকেও মেঝেতে ফেলে দিয়েছে ততক্ষণে রানা।

'স্ট্যান্ড আপ!' বাঘের মত গর্জে উঠল ও।

হাঁচড়ে পাঁচড়ে ভূমিশয্যা ত্যাগ করল লোক দুটো, বমাল ধরা পড়া চোরের মত তাকিয়ে থাকল।

'ক্রেট খুলেছে কে?' ওয়ারেন্ট অফিসারের উদ্দেশে বলল রানা মারমুখো চেহারায়।

'আমি, স্যার,' এক মুহূর্ত ইতস্তত করে বলল লোকটা। বুঝে গেছে মিথ্যে বলে পার পাওয়ার উপায় নেই। সঙ্গে সঙ্গে যোগ করল, 'কসম আল্লার, স্যার, কোন বদ মতলবে খুলিনি। এমনিই, কৌতূহল চেপে না রাখতে পেরে খুলেছি। ভেবেছিলাম ভেতরে কি আছে এক পলক দেখে

ফের আটকে দেব। কেউ টের পাবে না।'

'আহাম্মক! জানোয়ার! এই ডিসিপ্লিন শেখানো হয়েছে তোমাদের? এইভাবে তোমরা…'

চট্ করে দু'হাতে কান ধরল নাওয়াফ। 'ভুল হয়ে গেছে, স্যার! অন্যায় হয়ে গেছে। আমরা কল্পনাই করতে পারিনি যে ওর মধ্যে সোনা আছে, জানলে কোন্ শালা খুলত!'

'হোয়াট!' ভেতরের চমকে ওঠার ব্যাপারটা যথাসাধ্য চেপে রাখার চেষ্টা করল ও। এর অর্থ হচ্ছে প্যাকিং বক্সের ভেতর যে ধাতব কেস আছে ছোট ছোট, সেগুলোও খুলেছে এরা। 'সোনা! সোনা মানে? কিসের সোনা!'

'রাইট, স্যার!' বলে উঠল সার্জেন্ট আহমাদ। 'সোনা আছে বাক্সগুলোর মধ্যে। লেবেলের লেখা ভুয়া। কিন্তু কসম্, স্যার, আমরা খারাপ কোনও মতলবে খুলিনি…'

'শাট আপ্, ইউ ব্লাডি ফুল!' রাগে-দুঃখে আর কিছু করার না পেয়ে নিজের মাথাই দেয়ালে ঠুকে গুঁড়ো করতে ইচ্ছে হলো রানার। ধড়ফড় করছে হৃৎপিণ্ড। এখনও নয়দিন বাকি যাত্রা শেষ হতে। এদিকে এই অবস্থা। পরিণতি কি হতে পারে কল্পনা করতে গিয়ে মাথা গুলিয়ে উঠল ওর। আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল, দরজা খোলার শব্দে থেমে গেল।

ক্যাপ্টেন মিশা দাঁড়িয়ে আছে ওখানে। চোখমুখ ফোলা। দেখলেই বোঝা যায় এইমাত্র উঠে এসেছে ঘুম থেকে। 'বাইরে গার্ড একজন কেন?' বলতে বলতে চোখ কুঁচকে উঠল তার, ভেতরের পরিবেশ যে স্বাভাবিক নয়, দেখামাত্র বুঝে ফেলেছে। 'কি হচ্ছে এখানে, লেফটেন্যান্ট?'

কাটাবার চেষ্টা করতে যাচ্ছিল ও, কিন্তু সার্জেন্ট সব গোলমাল করে দিল। 'আমরা…আমরা একটা অন্যায় করে ফেলেছি, ক্যাপ্টেন, স্যার!'

হড়বড় করে উঠল সে। স্বীকারোক্তিটা সাদা মনেই করেছে লোকটা, লেফটেন্যান্ট যে আসল ঘটনা ক্যাপ্টেনকে জানাবে, তাতে কোন সন্দেহই ছিল না তার, থাকার কথাও নয়, তাই আগে ভাগে দোষ স্বীকার করে শাস্তির পরিমাণ যতটা সম্ভব হালকা করতে চেয়েছে।

'অন্যায়?' ভেতরে চলে এল ক্যাপ্টেন। রানার উদ্দেশে মাথা ঝাঁকাল। 'ব্যাপার কি?'

এবারও ওকে বাধা দিল আহমাদ। 'আমরা একটা ক্রেট খুলে ফেলেছিলাম। দেখে ফেলেছি ভেতরে কি আছে।'

ষোলো কলা পূর্ণ করল নাওয়াফ। 'আমরা ভুলেও ভাবিনি ওর মধ্যে সোনা আছে।'

'কি আছে?' এক পা এগোল ক্যাপ্টেন।

'ওরা ভুল দেখেছে, ক্যাপ্টেন,' তাড়াতাড়ি বলে উঠল রানা। 'মদ খেয়ে ব্যাটারা...'

'আমি প্রশ্নটা তোমাকে করেছি,' নাওয়াফের উদ্দেশে মাথা ঝাঁকাল ক্যাপ্টেন নাইফ।

আড়চোখে রানাকে দেখল ওয়ারেন্ট অফিসার। ওর মিথ্যে বলার প্রচেষ্টা ভ্যাবাচ্যাকা খাইয়ে দিয়েছে দু'জনকেই। 'সো-সোনা, স্যার!' বলল নাওয়াফ।

'সোনা!' রানার দিকে ঘুরল মিশা। 'কি বলছে এরা?'

'কি জানি, স্যার,' কাজ হবে না জেনেও শেষ চেষ্টা করল ও। 'এদের কথার মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছি না। বাক্সের গায়ে লেখা নিউক্লিয়ার প্ল্যান্টের পার্টস, অথচ...'

নড়ে উঠল নাওয়াফ। 'সত্যি বলছি, লেফটেন্যান্ট। আমরা যে বাক্স খুলেছি, সোনা আছে সেটার মধ্যে।'

চুপ করে গেল মাসুদ রানা। আহাম্মকের মত তাকিয়ে থাকল ওয়ারেন্ট অফিসারের দিকে। ধামাচাপা দেয়ার চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ায় হতাশ, শঙ্কিত।

পালা করে ওদের দু'জনকে দেখল ক্যাপ্টেন নীরবে। 'বাক্স খুলেছে কে? কেন খোলা হয়েছে?'

'আমরা দু'জনে খুলেছি, ক্যাপ্টেন, স্যার,' অকপটে স্বীকার করল সার্জেন্ট। 'কৌতূহল জেগেছিল, তাই...'

'কেন এই বিপজ্জনক কৌতূহল জাগল?'

মাথা নিচু করে ফেলল লোক দুটো। বিড় বিড় করে কি যেন বলল নাওয়াফ, বোঝা গেল না।

'কোন বাক্সে সোনা, দেখাও আমাকে।'

বাধা দিয়ে লাভ নেই, জানে রানা, তাই চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকল। মাথার মধ্যে চিন্তা চলছে ঝড়ের বেগে। অসহ্য গুমোট হয়ে গেছে পরিবেশ হঠাৎ করে, মুক্ত বাতাসের জন্যে ছটফট করে উঠল ও। অজানা আশঙ্কায় হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে আসছে। দ্রুত কিছু একটা সিদ্ধান্ত নিতে চাইছে, অথচ কিসের ব্যাপারে তাই জানে না।

'ইয়াল্লা!' পিছন থেকে বিস্ময়ে প্রায় চেঁচিয়ে উঠল ক্যাপ্টেন। 'এ যে সত্যিই সোনা!'

ঘুরে তাকাল রানা। খোলা বাক্সটার ঢাকনা তুলে ফেলা হয়েছে, ওটাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে তিনজন। ক্যাপ্টেনের হাতে একটা নিরেট সোনার বার, কেবিনের অল্প আলোতেও ঝিকিয়ে উঠছে ওটা থেকে থেকে।

'কাম হিয়ার, লেফটেন্যান্ট!' ডাকল ওকে লোকটা। 'হ্যাভ আ লুক।'

দ্রুত এগোল রানা। ঘেমে গোসল হয়ে গেছে এর মধ্যে। 'এসব ঘাঁটাঘাঁটি করা একদম ঠিক হচ্ছে না আমাদের,' গম্ভীর কণ্ঠে বলল ও।

'বাক্স খোলার ঘটনা যদি কোনরকমে ফাঁস হয়, নির্ঘাত কোর্ট মার্শাল হবে আমাদের সবার।'

নিরুদ্বিগ্ন, বরং খানিকটা কৌতুকের চোখে রানাকে দেখল ক্যাপ্টেন। তারপর বাহু ধরে টানতে টানতে খোলা জায়গায় নিয়ে এল ওকে, অন্য হাতে সোনার বার। 'তোমার আচরণ কেমন রহস্যময় লাগছে, লেফটেন্যান্ট। কি ব্যাপার বলো তো?' চাপা কণ্ঠে বলল সে।

'মানে?'

'এ জিনিস দেখলে লাশের জিভেও পানি আসবে, অথচ তোমার মধ্যে বিন্দুমাত্র আগ্রহ দেখলাম না আমি। কেন? তুমি জানতে?'

'কি বলছেন, ক্যাপ্টেন! আপনি মিশন-ইন-চার্জ হয়ে জানতেন না, সেখানে আমার জানার প্রশ্ন আসে কি করে?'

'তার মানে ব্যাপারটা তোমার কাছে অপ্রত্যাশিত?'

'নিশ্চই!'

চিন্তিত মুখে ওকে দেখল ক্যাপ্টেন। 'অথচ তারপরও ওদের কথার সত্যতা যাচাই করে দেখার বিন্দুমাত্র আগ্রহ দেখা গেল না তোমার মধ্যে। দেখা তো গেলই না, বরং মনে হলো যেন আমাকে নিরুৎসাহিত করার চেষ্টা করছ তুমি। কেন?'

'দেখুন, ক্যাপ্টেন,' চেহারায় বিরক্তি ফোটাল ও। 'আপনি অহেতুক আবোল-তাবোল ভাবছেন। আমি...'

'আবোল-তাবোল? হয়তো। সে যাক, যা ঘটার ঘটে গেছে। কিন্তু তুমি গার্ডদের ইন-চার্জ, ভুলে গেলে? কুকর্মটা যখন ওরা ঘটিয়েছে, তখন তুমি স্বয়ং ডিউটিতে ছিলে, তোমার দায়িত্ব ছিল এসব ঠেকানোর। আমি কি ধরে নেব আসলে তুমিই কিছু একটা সন্দেহ করে ওদের দিয়ে ঘটিয়েছ এসব?'

মেজাজ সপ্তমে চড়ে গেল রানার। বলে কি শালা চুল খাড়া শয়তান,

দেব নাকি এক চড়ে বত্রিশটা দাঁত খসিয়ে? সম্ভবত ওর মনের কথা বুঝতে পেরে হেসে উঠল লোকটা নিঃশব্দে। 'জোক করলাম, রাগ কোরো না। কিন্তু···সমস্যার সমাধান করি কি ভাবে বলো তো!'

'বাক্সটা যেভাবে ছিল, ঠিক সেভাবে বন্ধ করতে হবে। তারপর বিষয়টা একদম ভুলে যেতে হবে আমাদের প্রত্যেককে।'

'সে তো হলো। কিন্তু বাক্সের সীল যে ভেঙে ফেলা হয়েছে, তার কি? তুমি যে ডিউটিতে এত লুজ, জানা থাকলে···'

'মদ আরও দুই-এক বোতল বেশি গিলতেন, এই তো?'

তাজ্জব হয়ে গেল ক্যাপ্টেন, চোখ কপালে উঠল। 'হোয়াট!'

'চব্বিশ ঘণ্টা আগে ভয়েজ শুরু হয়েছে আমাদের,' নিচু কণ্ঠে, চিবিয়ে চিবিয়ে বলল রানা। 'এরমধ্যে এই প্রথম চেহারা দেখলাম আপনার। কোথায় ছিলেন কাল সারারাত আর আজ এতক্ষণ পর্যন্ত?'

চোখ পিট্ পিট্ করে উঠল লোকটার। 'হোয়াট, হোয়াট, হোয়াট! সাবঅর্ডিনেট অফিসার হয়ে তুমি আমাকে চার্জ করছ!'

'না, বীচিতে গুঁতো মেরে বলদ সোজা করতে চাইছি। মনে হচ্ছে আপনি আমাকে ফাঁসাবার বুদ্ধি আঁটছেন, সে ক্ষেত্রে আপনিও যে ফেঁসে যাবেন, সে কথা মনে করিয়ে দিচ্ছি। ভুলে যাবেন না মিশনের ওভারঅল দায়িত্ব আপনার। অথচ আপনি মনের আনন্দে মদ গিলে, তাস পিটিয়ে চব্বিশ ঘণ্টা বেমালুম খেয়ে ফেলেছেন। আমার ঢিলেমি যদি হয়েই থাকে, সে জন্যে আপনাকেও জবাবদিহি করতে হবে সময়মত।'

ঝাড়া এক মিনিট ওর চোখে চোখে তাকিয়ে থাকল ক্যাপ্টেন নাইফ। দ্বিধাদ্বন্দ্বে দুলল। অবশেষে একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে সোজা হলো। 'অল রাইট, লেফটেন্যান্ট। ইউ মেড দ্য পয়েন্ট। এসো, বাক্সটা রি-প্যাক করা যাক।'

পনেরো মিনিট পর সন্তুষ্ট হলো সে, ঢাকনা ধরে খানিক টানাটানি করল। 'ভালই হয়েছে কাজটা, কি বলো?'

'হ্যাঁ।' কোনরকমে জবাব দেয়ার দায় সারল ও। অদ্ভুত সব ভাবনা খেলে বেড়াচ্ছে মাথার মধ্যে। একবার ভাবছে তিনটেকেই বেঁধে ফেলে রাখে কেবিনের মধ্যে, কোনমতে যাতে ফাঁস হওয়ার রাস্তা না পায় খবরটা। আবার ভাবছে খুন করে ফেলাই ভাল। মেরে রাতের অন্ধকারে সাগরে ফেলে দিলে কোন ঝামেলাই আর থাকে না। সম্পূর্ণ নিশ্চিত হওয়া যায়।

যদিও দুটো ভাবনাই বাতিল করে দিল ও শেষ পর্যন্ত। এক সাথে তিন তিনজন মানুষ উধাও হয়ে গেলে অন্যরকম দাঁড়াতে পারে ব্যাপারটা। তাছাড়া যে আশঙ্কায় ও কাজটা করতে চাইছে, সেটা শেষ পর্যন্ত সত্যি নাও তো হতে পারে। খবরটা যে ওরা লীক করবেই, তার কি নিশ্চয়তা আছে?

ব্যাটাদের যদি কেবিনে আটকে রাখতেও চায় ও, তাও সম্ভব হবে না দুটো কারণে। এক. ওদের নিয়মিত খাবার সরবরাহ করতে হবে, যেটা গোপনে সম্ভব নয়। এবং দুই. প্রকৃতির ডাক যখন আসবে তখন বের করতেই হবে ওদের। হয় ব্যাটাদের খুন করতে হবে, নয় যেমন আছে তেমন থাকতে দিতে হবে, এর কোন বিকল্প নেই।

ওয়ারেন্ট অফিসার আর সার্জেন্টকে মুখে তালা মেরে রাখার কড়া নির্দেশ দিল ক্যাপ্টেন। বেরিয়ে এসে চাপা কণ্ঠে রানাকে পরামর্শ দিল, 'লোক দুটোর ওপর কড়া নজর রেখো, লেফটেন্যান্ট। আমিও এসে ঘুরে যাব খানিক পর পর।'

উত্তর দিল না রানা। চিন্তিত মনে তাকিয়ে থাকল গমনরত লোকটার পিঠের দিকে। এক সময় ব্রিজ স্ট্রাকচারের ওপাশে অদৃশ্য হয়ে

গেল সে। একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল রানা। নিজের কপালকে বাছা বাছা কয়েকটা জঘন্য গাল দিল।

তিন

অভাবিত আবিষ্কারটা বেশ জোরাল এক ঝাঁকি দিয়ে গেছে ওয়ারেন্ট অফিসার আর সার্জেন্টকে। বিশেষ করে প্রথমজন যেমন হয়েছে প্রভাবিত, তেমনি আহাম্মক। বাঙ্কের এক কোণে নত মুখে বসে আছে মানুষটা অপরাধী চেহারায়। দু'চোখ মেঝেতে নিবদ্ধ। সার্জেন্ট তার পাশে বসা।

ক্যাপ্টেন চলে যেতে রানাকে আবার কেবিনে ঢুকতে দেখে উঠল সে, দ্বিধান্বিত পায়ে কাছে এসে দাঁড়াল। 'স্যার!'

'কি?' নিজ বাঙ্কের মাথার কাছে রাখা ব্যাগ থেকে এক প্যাকেট সিগারেট বের করে ঘুরে দাঁড়াল ও।

'আমরা খুব দুঃখিত। খুবই দুঃখিত, স্যার। লজ্জিত। স্রেফ কৌতূহল নিবৃত্ত করতে গিয়ে যে···যদি বুঝতাম ভেতরে ওই জিনিস আছে, স্যার, প্রাণ গেলেও খুলতাম না।'

চুপ করে থাকল রানা।

'কারণ যা-ই হোক, স্যার, আমরা জানি আপনি আমাদের বাঁচাবার চেষ্টা করেছিলেন ক্যাপ্টেনের হাত থেকে। সে কাজেও আরেক ভুল

করে বাগড়া দিয়ে বসেছি আমরা। এসবের কোন প্রায়শ্চিত্ত হয় না। তাই আমি ঠিক করেছি, আমার অ্যামুনিশন সারেন্ডার করব।'

পূর্ণ দৃষ্টিতে লোকটাকে দেখল ও। 'মানে?'

'স্যার, আমি হতে পারি নন-কমিশন্ড অফিসার, ছোট চাকুরে, কিন্তু একেবারে গর্দভ নই। আমি জানি এসব বাক্সে কি আছে আপনি জানতেন, এবং এসবের মূল রক্ষক আপনি, ক্যাপ্টেন নন। বাক্স খোলা হয়েছে বুঝতে পেরে আপনি দিশেহারা হয়ে পড়েছিলেন, রেগে গিয়েছিলেন, তাতেই সেটা প্রমাণ হয়। অথচ ক্যাপ্টেন জানার পরও রাগ তো দূরের কথা, আমাদের একটা ধমক পর্যন্ত দিলেন না। আমাদের মতই বেকুব হতে দেখা গেছে তাঁকে।'

'কাম টু দ্য পয়েন্ট, কি বলতে চাও?' সিগারেট ধরাল রানা। ধোঁয়া টেনে নিল বুক ভরে।

'লন্ডন পৌঁছে আমার বিরুদ্ধে যা ইচ্ছে অ্যাকশন নিন আপনি, আমি মাথা পেতে নেব, স্যার। কিন্তু তার আগে পর্যন্ত নিজের আর মালের নিরাপত্তার কথা ভেবে আমাদের অ্যামুনিশনস নিজের জিম্মায় নিয়ে নিন। তাতে মানসিক স্বস্তি পাবেন আপনি, চিন্তামুক্ত থাকতে পারবেন। শুধু অস্ত্র থাকুক আমাদের কাছে। কেউ জানবে না ওতে গুলি আছে না নেই। আমি নিজেও নিজেকে লোভের হাত থেকে রক্ষা করতে চাই, স্যার। মানুষের মন কখন কি করে বসে তার ঠিক কি? গুলি না থাকলে তেমন কিছু করতে পারব না আমি।'

'তুমি মানুষটা যথেষ্ট বুদ্ধিমান,' বলল ও। 'তবু এত মারাত্মক একটা ভুল করলে কি করে?'

মুখ নামিয়ে নিল ওয়ারেন্ট অফিসার। 'যতই বুদ্ধিমান হই না কেন, স্যার, মানুষ তো!' চাপা কণ্ঠে প্রায় ফিস্ ফিস্ করে বলল, 'টাকার গন্ধে মাথা ঠিক রাখতে পারিনি।'

'কিসের টাকা!' মনে মনে চমকে উঠল রানা।

'এসবের মধ্যে নগদ টাকাও আছে, জানি আমি। টাকার কাগজ আর কালির গন্ধ অন্যরকম। তাছাড়া আমার ঘ্রাণশক্তিও খুব শক্তিশালী, স্যার। সেই জন্যেই গুলি সারেন্ডার করতে চাই। আর, ভয়েজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত বাথরুমে যাওয়ার প্রয়োজন ছাড়া কেবিন থেকে বের হতেও চাই না। সার্জেন্টকেও বাধ্য করব আমি এ কাজে।'

অনেকক্ষণ চুপ করে থাকল রানা। দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, 'তোমাদের এই আবিষ্কার আমাদের সবার জীবন বিপন্ন করতে পারে, নাওয়াফ।'

'হ্যাঁ, এখন বুঝি কি করে বসেছি।'

'খবরটা যদি শুধু তোমাদের দু'জনের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকত, এত দুশ্চিন্তা করতাম না। ক্যাপ্টেন আমাদের সাথে থাকছে না। তারওপর কাল সারারাত সে জাহাজের চীফ এঞ্জিনিয়ারের সাথে মদ গিলেছে। যদি মাতাল অবস্থায় বেফাঁস কিছু বলে বসে ওদের কারও সামনে, অনেক কিছুই ঘটে যেতে পারে।'

মুখ আঁধার হয়ে গেল ওয়ারেন্ট অফিসারের। 'সর্বনাশ!'

ঘুরে দাঁড়াল রানা। 'দেখি, কোথায় আছে ক্যাপ্টেন,' বলল অন্যমনস্ক কণ্ঠে।

'চলে যাচ্ছেন, স্যার?'

'হ্যাঁ।'

'কিন্তু আমাদের অ্যামুনিশন্স্?'

'পরে ভেবে দেখব। এখন ঘুমাও তোমরা।'

'তাহলে, স্যার...' থেমে গেল লোকটা মাঝপথে।

'কি?'

'কেবিনের দরজা অন্তত লক্ করে রেখে যান বাইরে থেকে।'

কিছু না বলে বেরিয়ে গেল রানা। ভেতরে নিজের জায়গায় স্তব্ধ হয়ে

দাঁড়িয়ে থাকল নাওয়াফ। দরজায় তালা লাগানোর শব্দ শুনল না সে। এতবড় এক কাণ্ড ঘটাবার পরও লেফটেন্যান্ট তাকে অবিশ্বাস করেনি বুঝতে পেরে কৃতজ্ঞতায় চোখে পানি এসে গেল তার।

বাইরে গোলাম পাশার সাথে কয়েক মিনিট কথা বলল রানা নিচু কণ্ঠে, তারপর সামনের দিকে এগোল। এক ক্রুর কাছে ক্যাপ্টেন মিশার কেবিনের অবস্থান জেনে নিয়ে সেদিকে চলল। ক্যাপ্টেন হ্যালসির পাশের কেবিন বরাদ্দ করা হয়েছে তাকে, যদিও ওটা ট্রিক্কালার ফার্স্ট অফিসারের জন্যে নির্দিষ্ট। এ যাত্রায় নেই লোকটা, ছুটিতে আছে। কিন্তু ভেতরে পাওয়া গেল না ক্যাপ্টেনকে, কেবিন অন্ধকার। দরজা লক্ করা।

দ্বিধায় পড়ে গেল রানা কোথায় থাকতে পারে ভেবে। চীফ এঞ্জিনিয়ারের কেবিনে? কি ভেবে হ্যালসির বন্ধ দরজায় টোকা দিল।

'কাম ইন!'

দরজা খুলল রানা। মুখ তুলে তাকাল ছোটখাট ক্যাপ্টেন। বোতাম সাইজের ছোট ছোট নীল চোখে ওর আপাদমস্তক নজর বোলাল। আপন মিউকাসের ভেতর ভাসছে ও দুটো। চাউনি বুনো, নিষ্ঠুর। 'ইয়েস, মাই ডিয়ার ফ্রেন্ড! কাকে চাই?' নাটুকে ভঙ্গিতে হাত প্রসারিত করল লোকটা।

'বিরক্ত করার জন্যে দুঃখিত, ক্যাপ্টেন। আমি এসেছিলাম আমাদের কমান্ডার, ক্যাপ্টেন নাইফ আছেন কি না জানতে।'

'কিন্তু তাকে তো এখানে পাবেন না, বন্ধু। এই জন্যে পাবেন না যে আমি মদ খাই না, আই মীন, মাতাল হওয়ার জন্যে খাই না আর কি। সে কাজে আমাদের ওল্ড ফেলো, ট্রিক্কালার প্রাণপ্রদীপ চীফ এঞ্জিনিয়ার খুব এক্সপার্ট। তার ওখানে পাবেন হয়তো তাকে।'

'রাইট, থ্যাঙ্ক ইউ।'

দরজা টেনে দিতে যাচ্ছিল ও, থেমে গেল হ্যালসির প্রশ্ন শুনে। 'সেটা কোথায় জানতে চাইলেন না?'

'এঞ্জিনরুমের আশেপাশেই কোথাও হবে অনুমান করছি।'

'রাইট, রাইট!'

লোকটা মানসিকভাবে সুস্থ কি না ভাবতে ভাবতে ফিরে চলল ও। নিচে নেমে এঞ্জিনরুমের দিকে এগোল। খুঁজতে হলো না, রুমটার ওপাশে দীর্ঘ এক করিডরের শুরুতেই রয়েছে কেবিনটা, ডানদিকে। দু'পাশে আরও অনেকগুলো কেবিন, জাহাজের মিডল ক্লাস অফিসাররা থাকে। চীফ এঞ্জিনিয়ারের রুমের দরজা খোলা।

নিজের বাঙ্কে আধশোয়া অবস্থায় দেখা গেল লোকটাকে। বেশ বয়স্ক। মোটা এবং টেকো। তার পায়ের কাছে বসা ক্যাপ্টেন নাইফ, দু'জনের হাতেই তাস। কেবিনের আলোয় চকচক করছে প্রথমজনের টাক। রক্ত চোখ তুলে ওকে দেখল সে। দ্রুত কেবিনের ভেতরটায় চোখ বুলিয়ে নিল রানা। মেঝেতে গড়াগড়ি খাচ্ছে চার-পাঁচটা বীয়ারের ক্যান।

ভেতরের একমাত্র খুদে টেবিলের ওপর দাঁড়িয়ে আছে দুটো মুখ খোলা হুইস্কির বোতল। দু'জনেরই হাতের নাগালে রয়েছে টেবিলটা। তার মাঝখানে বড়সড় এক উপচে পড়া অ্যাশট্রে। সিগারেটের ধোঁয়া আর মদের মিলিত উৎকট দুর্গন্ধে ভারী হয়ে আছে কেবিনের বাতাস। চোখ তুলে দেখল ওকে ক্যাপ্টেন।

'কি চাও, লেফটেন্যান্ট?'

'জরুরী কিছু কথা আছে আপনার সাথে।'

'ও। বলো।'

'বাইরে আসুন।'

রানার গম্ভীর চেহারা দেখে তাস রেখে উঠে এল সে সঙ্গীর কাছে ক্ষমা চেয়ে। 'কি হয়েছে?'

'ভাবছিলাম, আজ থেকে আপনি আমাদের সাথে এক জায়গায় থাকলে ভাল হত।'

'কেন?'

'জরুরী প্রয়োজন পড়লে তাৎক্ষণিকভাবে আপনার সাথে পরামর্শ করা যেত।'

মনে হলো বিরক্ত হয়ে উঠল লোকটা। 'আমি তো বলেইছি মাঝে মাঝে রাউন্ডে আসব আমি।'

'মনে আছে। তবু, আজ যা ঘটে গেল, তারপর আপনার আমাদের সাথেই থাকা নিরাপদ।'

'কেন বলো তো?'

খানিক দ্বিধা করল রানা। 'ওয়েল, ক্যাপ্টেন, বেশি ড্রিঙ্ক করে বসলে হয়তো অজান্তেই...'

'সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছ তুমি, লেফটেন্যান্ট। কোন্ পরিস্থিতি সামাল দিতে কি করা উচিত, তোমার থেকে তা কম জানি না আমি।'

'নিশ্চই জানেন। নইলে এত গুরুত্বপূর্ণ মিশনের দায়িত্ব আপনাকে দেয়ার প্রশ্নই আসত না।'

'বোঝো তাহলে।' বুকের ছাতি ইঞ্চিখানেক ফুলে গেল নাইফের। 'তারপরও কি আমাকে নিয়ে দুশ্চিন্তা করার কোন কারণ আছে তোমার? নিজের জায়গায় যাও। আমি একটু পর পর রাউন্ড দিয়ে আসব।'

চিন্তিত মনে ফিরে চলল রানা। পাশ কাটাবার সময় কি ভেবে গ্যালিতে ঢুকল। দরজার কাছেই চেয়ারে বসে আছে বুড়ো কুক। রাতের খাওয়া দাওয়ার পাট আগেই শেষ হয়ে গেছে, কাজ নেই হাতে, তাই বই পড়ে সময় কাটাচ্ছে। পায়ের শব্দে মুখ তুলল লোকটা, নাকের ডগায় ঝোলানো স্টীল রিমের চশমার ওপর দিয়ে ওকে দেখে হাসল।

'এক কাপ কফি, প্লীজ।'

'রাইট, স্যার,' বইটা সশব্দে বন্ধ করে উঠল বৃদ্ধ। এক মিনিটের মধ্যে আগুনের মত গরম কফি এনে রাখল সামনে।

দুই চুমুক দিয়ে সিগারেট ধরাল রানা। বুড়োকেও একটা দিল। 'তোমাদের ক্যাপ্টেন মানুষটা কেমন?'

'হঠাৎ এ প্রশ্ন কেন?'

'কোন বিশেষ কারণ নেই, এমনিই জানতে চাইছি। কতদিন থেকে এক জাহাজে কাজ করছ তোমরা?'

'তিন বছর। এবার নিয়ে সাত ট্রিপ হবে আমার ক্যাপ্টেন হ্যালসির সাথে। তবে মানুষটা আসলে কেমন, তা বলতে পারব না। তাকে চেনে একমাত্র সেকেন্ড মেট হেন্ডরিক। আর আছে দুই ক্রু, উলফ আর ইভানস। এর আগে দক্ষিণ চীন সাগরে আরেক ফ্রেইটারের ক্যাপ্টেন ছিল হ্যালসি, এই তিনজনও ছিল তার সাথে। তবে ব্যাটারা খুব চালাক, মুখ খোলে না।'

'মুখ খোলে না মানে? কোন প্রসঙ্গে?'

'ওয়েল,' কাঁধ ঝাঁকাল কুক। 'প্রসঙ্গ তো শুনি অনেক আছে। শুনি আর কি, সত্যি-মিথ্যে জানি না। শুধু এটুকু বলতে পারি পোর্ট গসিপ একেবারে মিথ্যে হয় না, কিছু না কিছু সত্যি তাতে থাকেই। দেখবেন, কারও সামনে এসব বলে বসবেন না যেন। আমি কোন ঝামেলায় জড়াতে চাই না নিজেকে।'

'প্রশ্নই আসে না বলার। এদের একজনের সাথেও পরিচয় নেই আমার, পরিচিত হওয়ার ইচ্ছেও নেই, বুঝলে? আমি কেবল সময় কাটতে চাইছে না বলে তোমার সাথে গল্প করতে এসেছি। কি গসিপ শুনেছ বলো দেখি দুই একটা।'

'শুনেছি তো অনেক কিছুই। সবই ডাকাতির ব্যাপার-স্যাপার।'

কফিতে চুমুক দিতে যাচ্ছিল রানা, থমকে গেল। 'কি! ডাকাতি

করত এরা?'

'ওই যে বললাম, শুনেছি। লূক, ফ্রেন্ড,' অনুনয়ের সুর ফুটল বৃদ্ধের কণ্ঠে। 'দয়া করে মুখ বন্ধ রাখবেন। এই বুড়ো বয়সে কোন সমস্যায় নিজেকে জড়াতে চাই না আমি, সী? এজন্যে শিপমেটদের সাথেও এসব নিয়ে কথা বলি না। তবে আপনাকে অন্যরকম মনে হয়েছে আমার, তাই...'

'বলেছি তো, কাউকে কিছু বলতে যাচ্ছি না আমি।' একটু একটু করে উত্তেজিত হয়ে উঠতে শুরু করেছে ও। কাঁপুনি উঠে গেছে ভেতরে। 'শুধু শুধু দুশ্চিন্তা করছ তুমি।'

'ওয়েল, মে বি। বুড়ো মানুষ তো!' কয়েক সেকেন্ড গনগনে আগুনের দিকে তাকিয়ে থাকল কুক। 'প্রথমবার সাংহাই পোর্টে শুনেছি আমি হ্যালসির ডাকাতির কথা। ডাকাতি ও খুন। তখন যে জাহাজের সে ক্যাপ্টেন ছিল, তার নাম পেনাং। ওই জাহাজে এরাও ছিল, হেন্ডরিক, উলফ আর ইভানস। তখন শুনেছি হ্যালসির আরেক নাম ছিল। লিও ফাউল্ডস। কি জানি!' শ্রাগ করল সে। 'হ্যালসি লোকটাকে মাঝেমধ্যে পাগল মনে হয় আমার। অথচ পাগলের তো স্মৃতিশক্তি বলে কিছু থাকে না। এর সে শক্তি সাংঘাতিক তীক্ষ্ণ। যখন মুখস্থ শেকসপিয়ার আওড়ায়, সুযোগ হলে শুনে দেখবেন, মিনিটের পর মিনিট গড়গড় করে মুখস্থ বলে যায়। একটা কমা, ফুল স্টপও ভুল হয় না। ধর্মপ্রাণ মানুষ যেমন বাইবেল আওড়ায়, হ্যালসি তেমনি শেকসপিয়ার আওড়ায়। কথায় কথায় তাঁকে কোট করে।'

'আচ্ছা!'

'আর যে সমস্ত প্যাসেজ কোট করে, তার সবই খুন-জখম সম্পর্কিত। সবচে' মজার কথা, মূড অনুযায়ী সকাল-বিকেল শেকসপিয়ারের একেক চরিত্র বনে যায় সে। তাকেই তখন কোট করে।

এই দেখি সে ম্যাকবেথ, একটু পরই আবার হ্যামলেট। কখনও ফলস্টাফ, কখনও ফ্যালকনব্রিজ, অথবা অন্য কেউ। হ্যালসিকে সমঝে গেছে ট্রিক্কালার সবাই। যখন সে হ্যামলেট, তখন আমরা নিশ্চিন্ত। কিন্তু যেই ম্যাকবেথ বা ফ্যালকনব্রিজ হয়ে যায়, আমরাও তখন তটস্থ থাকি। কেউ কেউ তাকে উন্মাদ বলে। তবে হ্যাঁ, নাবিক হিসেবে মানুষটা এ ক্লাস। আমি এই শিপে জয়েন করার পর তার বিরুদ্ধে কাউকে কোন অভিযোগ করতে শুনিনি।'

চিন্তায় পড়ে গেল রানা। শেষ পর্যন্ত এমন এক জাহাজে বাধ্য হয়ে চাপতে হলো ভেবে উদ্বেগ ক্রমেই বাড়তে লাগল। যদিও অন্য উপায়ও ছিল না। ছোট ছোট চালানে মাল পাঠাতে গিয়ে বেশ কয়েকটা জাহাজকে কাজে লাগিয়েছে রিয়াদ। এক জাহাজে বেশি মাল পাঠানোর ঝুঁকি নেয়নি সৌদী সরকার। ট্রিক্কালা ছাড়া বিকল্প পথ ছিল না এই কনসাইনমেন্টের। তাও যদি শেষ পর্যন্ত গোপন থাকত ভেতরের বিষয়, কোন চিন্তা ছিল না।

'আরেকটা কথা,' বলে উঠল কুক। 'শুনেছি নিজের আসল চেহারা গোপন করার জন্যেই নাকি দাড়ি রেখেছে হ্যালসি।'

পেটের ভেতর পাক্ খেয়ে উঠল রানার। ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইছে সব। 'তুমি জয়েন করার পর কোন পাইরেসি করেছে লোকটা?'

'না। গত চার বছর ধরে একদম ভদ্রলোক। আমি অন্তত তাই জানি। খারাপ কিছু ঘটায়নি ক্যাপ্টেন এর মধ্যে।'

আধপোড়া সিগারেট ফেলে আরেকটা ধরাল ও।

'মনে হয় ওই অঞ্চলের তুলনায় এদিকের সী রুলস্ কড়া বলেই ভাল হয়ে গেছে।'

অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে ওপর নিচে মাথা দোলাল ও।

'দেখবেন, ভুলে কারও সামনে মুখ খুলে বসবেন না যেন।'

লোকটা উদ্বিগ্ন দেখে হাসির ভঙ্গি করল রানা। 'প্রশ্নই আসে না। কাউকে কিছু বলব না আমি।'

'থ্যাঙ্ক ইউ, অফিসার। আরেক কাপ কফি দিই?'

'না। কাজে যেতে হয় এবার।' উঠে পড়ল ও। বৃদ্ধকে আরেকবার আশ্বস্ত করল, তারপর ধন্যবাদ জানিয়ে গ্যালি ত্যাগ করল। নিজের জায়গায় ফিরে এল। 'কোন খবর, পাশা?'

'না, মাসুদ ভাই।'

'ক্যাপ্টেন এসেছিল রাউন্ডে?'

'নাহ্!'

ঠিক তখনই কম্প্যানিয়নওয়েতে কারও পায়ের আওয়াজ উঠল, ঘুরে তাকাল ওরা একযোগে। ক্যাপ্টেনকে দেখে আশ্বস্ত হলো মাসুদ রানা, লোকটাকে স্বাভাবিকভাবে হেঁটে আসতে দেখে খুশি হলো। 'এভরিথিং অল রাইট, লেফটেন্যান্ট?' কাছে এসে জানতে চাইল সে।

'ইয়েস, ক্যাপ্টেন, স্যার।'

'ভেরি গুড!' পরক্ষণে গলা খাদে নেমে গেল তার। 'বদমাশ দুটো কি করছে এখন?'

'ঘুমাচ্ছে।'

মিনিট দুয়েক আবহাওয়া ইত্যাদি স্বাভাবিক বিষয় নিয়ে কথা বলল দু'জনে। তারপর ফিরে যাওয়ার উদ্যোগ নিল ক্যাপ্টেন নাইফ। 'আমি আপাতত চলি, দু'ঘণ্টা পর পর ঘুরে যাব। যদি এর ফাঁকে কোন প্রয়োজন পড়ে, ক্যাপ্টেনের পাশের কেবিনে পাবে আমাকে।'

'ঠিক আছে।'

হাই তুলল ক্যাপ্টেন। 'শরীরটা ম্যাজম্যাজ করছে।'

'লম্বা ঘুম দিন গিয়ে, ঠিক হয়ে যাবে।'

'তাই যাচ্ছি।'

লোকটা সত্যি সত্যি সামনের দিকে যাচ্ছে দেখে বেশ নিশ্চিন্ত বোধ করল মাসুদ রানা। দায়িত্বজ্ঞান জেগেছে তাহলে। যথাসময়ে নাওয়াফ আর আহমাদকে তুলে দিল ও, ডিউটিতে লাগিয়ে দিল। অ্যামুনিশনের ব্যাপারে কিছু বলার চেষ্টা করল নাওয়াফ, কিন্তু লেফটেন্যান্ট তাকে খেয়াল করছে না দেখে সে চেষ্টা বাদ দিল। লেগে পড়ল নিজের কাজে।

'ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করে ঘুমিয়ে পড়ো,' নিচু কণ্ঠে পাশাকে বলল রানা। 'আমি বাইরে যাচ্ছি।'

'আপনি ঘুমাবেন না?' বিস্মিত হলো যুবক।

'চেষ্টা করলেও ঘুম আসবে না আজ, জানি। তাই অনর্থক শুয়ে থেকে পিঠ ব্যথা করতে চাই না। তুমি যাও।'

কিছু ভাবল সে। 'ঘুম আমারও আসবে না, মাসুদ ভাই। আমিও থাকি না হয় আপনার সাথে।'

'শুধু শুধু রাত জাগার কোন প্রয়োজন নেই। তাছাড়া মালের সাথে একজনের অন্তত থাকা উচিত।'

আর কথা বাড়াল না গোলাম পাশা। ঢুকে পড়ল কেবিনে। নাওয়াফ আর আহমাদকে দেখল রানা এক নজর। বলল, 'খেয়াল রেখো। আমি আসছি।'

'আপনি ঘুমাবেন না, স্যার?' জানতে চাইল নাওয়াফ।

উত্তর দেয়ার প্রয়োজন মনে করল না ও। হেঁটে চলে গেল সামনের দিকে। নির্বিঘ্নে কেটে গেল রাত। কথামত আরও দু'বার রাউন্ডে এসেছে ক্যাপ্টেন। দুই গার্ডের সাথে রানাও জেগে আছে দেখে বেশ অবাক হয়েছে সে, তবে কোন প্রশ্ন করেনি তা নিয়ে।

*

ভোরের দিকে ঘণ্টা দুয়েক ঘুমিয়ে নিল রানা। উঠে শাওয়ার-শেভ সেরে গ্যালিতে চলে এল পেট ঠাণ্ডা করতে। রাত জাগার ফলে খিদে লেগেছে প্রচণ্ড। ভেতরে তেইশ-চব্বিশ বছরের এক মেয়েকে দেখা গেল। একা বসে কফি পান করছে।

'আসুন, অফিসার,' সাদর অভ্যর্থনা জানাল ওকে বৃদ্ধ কুক। 'পরিচয় করিয়ে দেই। ইনি মিস্ সোরেল, আর ইনি লেফটেন্যান্ট মাসুদ রানা।' দাঁত বের করে হাসল সে। 'ইনি আমাদের জাহাজের একমাত্র মহিলা যাত্রী। একপাল দাঁড়কাকের মধ্যে একটা ময়ূরীর যা হয়, এঁরও সেই অবস্থা।'

'কি রকম?' সোরেলকে প্রশ্ন করল ও।

'তেমন কিছু নয়, মানে···' বাধা পেয়ে থেমে গেল মেয়েটি। ইংরেজি শুনে বোঝা গেল সে ব্রিটিশ।

'কিছু নয় মানে?' ষাট ইঞ্চি চওড়া থলথলে কোমরে হাত রেখে বলে উঠল কুক। রানার দিকে তাকাল। 'ক্যাপ্টেন হ্যালসির কাণ্ড দেখুন, এঁকে কি না থাকতে দিয়েছে চীফ এঞ্জিনিয়ারের সাথে এক কেবিনে। অজানা-অচেনা এক পুরুষ মানুষের সাথে ঘুমাতে পারে কোন মেয়ে, আপনিই বলুন? ইচ্ছে করলেই আপনাদের ইন-চার্জ যে কেবিনে আছে, সেটা এঁকে দেয়া যেত। তা না!'

'ও,' আর কিছু পেল না রানা বলার মত।

একটু পর ওর জন্যে নাস্তা আর বড় এক মগ কফি নিয়ে এল কুক। খেতে লেগে পড়ল রানা, মাঝেমধ্যে সাধারণ এটা-ওটা নিয়ে কথা বলছে মেয়েটির সাথে।

'আফটার ডেকের এক কেবিনে আপনাদের মাল যাচ্ছে, তাই না?' এক সময় বলল সে। 'এমন কি মাল, যা পাহারা দিয়ে নিয়ে যেতে হচ্ছে

আপনাদের?'

'কিছু গুরুত্বপূর্ণ পার্টস, নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্ল্যান্টের।'

'ও, আচ্ছা।'

'লন্ডন যাচ্ছেন?'

'হ্যাঁ। ভায়া এডেন।'

'প্লেনে না গিয়ে এই জাহাজে উঠলেন কেন?'

'দাহরান-এডেন সরাসরি প্লেন নেই। সব সময় এ পথেই যাই ফেরার পথে। অবশ্য প্যাসেঞ্জার জাহাজে। কিন্তু এবার পরিস্থিতির শিকারে পরিণত হয়েছি। না গেলেও নয়, তাই বাধ্য হয়ে উঠেছি।'

কথায় কথায় জানা গেল এক সার্জিকাল ইকুইপমেন্টস প্রস্তুতকারী কোম্পানির সেলস রিপ্রেজেনটেটিভ মিস সোরেল। রিয়াদ, দাহরান ও এডেনের ব্যবসা তাকেই দেখাশোনা করতে হয়।

'সবচে' বড় কথা,' বলল সোরেল। 'সাগর ভ্রমণ আমার ভাল লাগে। দেশে নিজেদের বোট আছে, ছুটিছাটায় গেলে ওটা নিয়ে বেরিয়ে পড়ি বাবার সাথে। ঘুরে বেড়াই।'

'দেশ কোথায় আপনার?'

'স্কটল্যান্ড। ওবানের কাছে ওয়েস্টার্ন হাইল্যান্ডসে।'

কফি শেষ করে উঠল রানা। 'সরি, মিস সোরেল, আমাকে উঠতে হচ্ছে। সুযোগ পেলে পরে আলাপ করব।'

'নিশ্চয়ই।'

দুপুরের একটু আগে আবহাওয়ার চেহারা বদলে যেতে শুরু করল। আকাশে ফ্যাকাসে চেহারার ঘন মেঘের ছোটাছুটি শুরু হয়ে গেল। এলোমেলো ঢেউয়ের দোলায় ডানে-বাঁয়ে দোল খেতে লাগল ট্রিক্কালা। দেখতে দেখতে মিশমিশে আঁধার হয়ে গেল প্রকৃতি, মাথায় সাদা ফেনার মুকুট পরা ঢেউ উন্মত্তের মত ছোটাছুটি করে বেড়াচ্ছে

চারদিকে। ক্রমে বেড়ে চলল বাতাস আর ক্রুদ্ধ সাগরের ফোঁসফোঁসানী। চারদিকের কালো পানিতে সাদার ব্যস্ত সমস্ত ছোটাছুটি দেখে ঘাবড়ে গেল নাওয়াফ আর আহমাদ।

বাধ্য হয়ে ওদের ভেতরে পাঠিয়ে দিয়ে একাই গার্ড দিতে লেগে গেল মাসুদ রানা। মনের ভয়-ভয় ভাবটা এরমধ্যে অনেকটা দূর হয়েছে, কারণ দু'ঘণ্টা পর পর নিয়মিত টহলে আসছে এখন ক্যাপ্টেন নাইফ। তার আসা না-আসা নিয়ে মাথা ব্যথা নেই রানার, ব্যাটা মদ খেয়ে মাতাল হয়ে কোন নতুন বিপদ বাধায় কি না, সেটাই ছিল আসল দুশ্চিন্তা।

তেমন কিছু ঘটেনি। নিজের কেবিনেই আছে সে কাল রাত থেকে। দেখে মনে হয় পানও করেনি আর। এদিকে ওয়ারেন্ট অফিসার এবং তার সঙ্গী একেবারে চুপ মেরে গেছে। মুখ বুজে, মাথা নিচু করে কাজ করে যায়, চোখ তুলে তাকায় না কোনদিকে। চেহারায় অনুশোচনার ছাপ। গুরুতর এক অপরাধ যে করে বসেছে, সে ব্যাপারে দু'জনেই যথেষ্ট সচেতন।

মাথার ওপরে দু'জোড়া পায়ের আওয়াজ শুনে মুখ তুলল রানা। কারা যেন এসে দাঁড়িয়েছে ওখানে, একজন ডেকের স্টীল প্লেটিঙে তাল ঠুকছে জুতোর ডগা দিয়ে। '...অ্যান্ড মাই টু স্কুলফেলোজ,' এলোমেলো বাতাসে ক্যাপ্টেন হ্যালসির গলা ভেসে এল। কখনও ক্ষীণ, কখনও জোরাল। 'হুম আই উইল ট্রাস্ট অ্যাজ আই উইল অ্যাডারস ফ্যাঙ্'ড, দে বিয়ার দ্যা ম্যান্ডেট; দে মাস্ট সুইপ মাই ওয়ে, অ্যান্ড মার্শাল মি টু নেভারি।'

মুচকে হাসল ও। ব্যাটা আজ হ্যামলেট আওড়াচ্ছে, তার মানে মেজাজ মর্জি ভালই আছে। পরক্ষণে আবার বলে উঠল সে, 'তাপমাত্রা ক্রমেই কমছে।'

'তাই তো দেখছি,' জবাবে সেকেন্ড অফিসার হেন্ডরিকের গলা শোনা গেল। 'রাতটা কঠিন হবে মনে হচ্ছে।'

'আমি পরশু রাতের কথা ভাবছি, গর্দভ!'

'আমিও তাই বলতে চেয়েছি, হের ক্যাপিটান।'

'যা যা বলেছি, সব করেছ?'

'শিওর! সে রাতে রাত দুটো থেকে চারটে পর্যন্ত হুইলের দায়িত্ব উলফকে নিতে হবে, বলেছি আমি তাকে।'

'গুড। কাজটা তাহলে সহজ...' আর শোনা গেল না হ্যালসির কথা। ঘুরে দাঁড়িয়ে হাঁটতে শুরু করেছে সে। টের পেল রানা, ব্রিজের দিকে চলেছে জোড়া পায়ের আওয়াজ।

নড়ল না ও। কানে আসা ওদের কথাগুলো নাড়াচাড়া করছে, ওগুলোর অন্যরকম কোন অর্থ আছে কি না বোঝার চেষ্টা করছে। পরশু রাত দুটো থেকে চারটে পর্যন্ত উলফ থাকবে ট্রিক্‌কালার হুইলের দায়িত্বে! কেন? ক্যাপ্টেন দূরে থাক, সেকেন্ড এমনকি থার্ড অফিসারও নয়। কারণ কি? ওরা তখন কি করবে? পরশু রাত এমনকি বিশেষ রাত যে ওরা কেউ থাকবে না হুইলের দায়িত্বে? কোন কাজটা সহজ হবে উলফ সে কাজ নিলে?

আছে হয়তো নিজেদের কোন কাজ ভেবে চিন্তাটা সরিয়ে দিতে চাইল ও মন থেকে, কিন্তু হলো না। ভোলা তো গেলই না, উল্টে আরও জেঁকে বসল ওটা। কি নিয়ে আলাপ করছিল ওরা? একই প্রশ্ন বারবার উঁকি দিতে থাকল মনে, সন্তোষজনক একটা জবাবের আশায় রানা নিজেকে নিজে ব্যতিব্যস্ত, অস্থির করে তুলল। কোন লাভ হলো না। নিজের তৈরি একটা জবাবও মনমত হলো না।

ঘুরেফিরে কেবলই এক অশুভ আশঙ্কা উঁকি দিতে লাগল মনে। যদিও প্রতিবারই সেটা বাতিল করে দিল মাসুদ রানা। হতে পারে না,

অসম্ভব, ইত্যাদি বলে নিজেকে প্রবোধ দিতে চাইল। তাতেও লাভ হলো না।

সেদিন লাঞ্চের সময় নিজের গরজেই একটু আগেভাগে গ্যালিতে এল ও। বেশিরভাগ সীম্যান খাচ্ছে তখন। ওর নিচু কণ্ঠের প্রশ্নের জবাবে দূর থেকে উলফ আর ইভানসকে চিনিয়ে দিল কুক। লম্বা টেবিলের এক মাথায় বসে খাচ্ছে তারা পাশাপাশি।

প্রথমজন ছোটখাট মানুষ। মুখটা সরু। চোখের নিচে মাংসের প্যাড ঝুলছে। নেশাগ্রস্তের মত ভেজা ভেজা চাউনি। কটা রঙের তেলতেলে চুল। নোংরা, নীল এক ওভারল পরে আছে সে। ইভানস প্রকাণ্ডদেহী মানুষ। মুখটাও তেমনি। নাক বাঁকা, ডান কানের লতি নেই। এক মনে খেয়ে চলেছে লোক দুটো, মাঝেমধ্যে চাপা স্বরে কথা বলছে নিজেদের মধ্যে। আর কোনদিকে খেয়াল নেই।

দিনটা আকাশ-পাতাল ভেবে পার করল রানা। পাঁচ-দশ মিনিট এদিক-ওদিক হলেও দু'ঘণ্টা পর পর রাউন্ডে এল নাইফ। দু'চার মিনিট ব্যয় করে গেল প্রতিবার। তার সহজ-স্বাভাবিক আচরণের আড়ালে অন্য কিছু খুঁজল রানা। পেল না। তেমন কিছুর আভাস পর্যন্ত নেই। আমারই ভুল, নিজেকে বোঝানোর চেষ্টা করল ও, তবু মন শান্ত হয় না। থেকে থেকে একই অশুভ আশঙ্কা জাগতে থাকল মনে। হিম শীতল এক আতঙ্কের অদৃশ্য বলয় ঘিরে থাকল ওকে।

বিকেলের আগে রুদ্র চেহারা নিল সাগর, শুরু হয়ে গেল প্রচণ্ড ঝড়-বৃষ্টি। মহা আক্রোশে ট্রিক্‌কালাকে তুলে আছাড় মারতে শুরু করল ক্রুদ্ধ সাগর। বাতাসের তোড়ে খোলা ডেকে দাঁড়ানো দায়, তবু ডিউটি চালিয়ে গেল রানা। বমি করতে করতে ততক্ষণে অচল হয়ে পড়েছে দুই আরব, মাথা তোলারও ক্ষমতা নেই। তাতে বরং খুশিই হলো রানা। চারজনের কাজ দু'জনে চালিয়ে গেল পাশাকে নিয়ে। এবং সেই

জন্যেই ব্যাপারটা চোখে পড়ল। রাত তখন দেড়টা।

বিদ্যুৎ চমকের আলোয় ফরোয়ার্ড ডেকের স্টার সাইডে পলকের জন্যে দুটো মানুষের কাঠামোর ওপর চোখ পড়ল রানার হঠাৎ করে। ডেরিকে ঝোলানো ট্রিক্‌কালার দু'নম্বর লাইফবোটের ভেতর বসে ঝুঁকে কি যেন করছে তারা। ভুল দেখেছে ভেবে টহলের প্রান্তে পৌঁছার জন্যে পা বাড়াল রানা, সঙ্গে সঙ্গে থেমে গেল। ফের একই দৃশ্য।

পিছিয়ে গেল ও, মেসরুমের দেয়ালের অপেক্ষাকৃত অন্ধকার কোণ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে পড়ল। অপেক্ষায় থাকল পরবর্তী বিদ্যুৎ চমকের। হ্যাঁ, আছে ওখানে কারা যেন, ভুল দেখেনি রানা। একজনকে ইভানস বলে মনে হলো, অন্যজন খুব সম্ভব হেন্ডরিক। করছে কি ব্যাটারা ওখানে? আধঘণ্টা পর কাজ শেষ করে ডেকে উঠে পড়ল লোক দুটো। ইভানস্ আর হেন্ডরিক। এই দুর্যোগে খোলা ডেকে কেউ থাকতে পারে, হয়তো ভাবেনি। তাই বেশ নিশ্চিন্তে এক নম্বর বোটে গিয়ে উঠল লোক দুটো। ঘণ্টা খানেক পর কাজ সেরে নেমে পড়ল, কথা বলতে বলতে ব্রিজ সুপারস্ট্রাকচারের ওপাশে চলে গেল।

জায়গা ছেড়ে নড়ল না রানা। গভীর চিন্তায় ডুবে আছে, বোঝার চেষ্টা করছে কি ঘটিয়ে গেল ব্যাটারা ও দুটোয়। বহু কষ্টে ঘণ্টাখানেক অপেক্ষা করল। যখন মনে হলো ওরা আর আসছে না, ট্রিক্‌কালার দুলুনির সাথে ভারসাম্য রেখে দু'নম্বর বোটের দিকে এগোল। কাছে গিয়ে ওটা ঢেকে রাখা ত্রিপলের এক প্রান্ত টেনে ওপরে তুলল। ওপরে এরমধ্যে জমে ওঠা বৃষ্টির পানি হড়হড় করে সাগরে গড়িয়ে পড়ল।

বোটের দিকে নজর দিল রানা, অন্ধকারে দেখা গেল না কিছু। দ্রুত চারদিকে নজর বুলিয়ে উঠে পড়ল ও বোটে, মাথার ওপর খানিকটা ফাঁক রেখে বাকিটা বুজে দিল ত্রিপল দিয়ে। ফাঁকে একটা চোখ রেখে বোটের

মেঝে হাতড়াতে শুরু করল ব্যস্ত হাতে। প্রথমে কিছু রেখে যাওয়া হয়েছে কি না খুঁজল। না। কিছু নেই। তাহলে?

আচমকা চিন্তাটা এল মাথায়। মেঝের তক্তাগুলো টিপে টিপে পরীক্ষা করে দেখতে গিয়ে থমকে গেল ও। ক্রমে ভয়ঙ্কর হয়ে উঠল চেহারা। বেরিয়ে এসে এক নম্বর বোটও পরীক্ষা করে দেখল। হ্যাঁ, একই কারিগরী ফলানো হয়েছে এটাতেও। মেঝের তক্তার জোড়া খুলে ঢিলে করে রেখে গেছে হেন্ডরিক আর ইভানস। একটাও পানিতে ভাসার উপযুক্ত নেই এখন।

আহাম্মকের মত দাঁড়িয়ে থাকল রানা। ভিজে একাকার, খেয়াল নেই। সারাদেহ মৃদু মৃদু কাঁপছে প্রচণ্ড উত্তেজনায়।

চার

উদ্দেশ্য যা-ই হোক, কাজটা যে ভালর জন্যে করা হয়নি, সেটা বুঝতে দেরি হওয়ার কথা নয়। কিছু একটা ঘোঁট পাকিয়ে উঠছে বুঝে ফেলল মাসুদ রানা। মন যে এমনি এমনি অশুভ আশঙ্কা করেনি, বুঝতে পেরে দীর্ঘ সময় পাথর হয়ে থাকল।

দুপুরে ক্যাপ্টেন হ্যালসি আর হেন্ডরিকের রহস্যময় কথাবার্তা এবং লাইফবোটের তলার তক্তা ঢিল করে রাখার বিষয়টা যে একই সুতোয় বাঁধা, বুঝে ফেলেছে ও। এর একটাই কারণ হতে পারে, তা হচ্ছে মুখ

খুলেছে ক্যাপ্টেন নাইফ। লোভে পড়ে হাত মিলিয়েছে সে ডাকাত হ্যালসির সাথে। ফাঁস করে দিয়েছে একান্ত গোপন খবর। ক্রেটের ভেতরে আসলে কি আছে, জেনে গেছে হ্যালসি। এবং তা লোপাট করার প্রক্রিয়া চলছে এখন।

রাগে মাথায় খুন চড়ে গেল ওর। ইচ্ছে হলো ছুটে গিয়ে গলাটা দু'ফাঁক করে দিয়ে আসে হারামীর বাচ্চা ক্যাপ্টেনের। লোভের খেসারত পৌঁছে দিয়ে আসে জন্মের মত। অনেক কষ্টে নিজেকে ঠেকাল ও, কারণ তাতে স্রেফ নরহত্যা করাই হবে, কাজের কাজ হবে না কিছু। বরং তেমন কিছু ঘটলে সতর্ক হয়ে যাবে হ্যালসি, তার পরবর্তী পদক্ষেপ আগে থেকে টের পাওয়া কঠিন হয়ে পড়বে।

এখন প্রথম কাজ হচ্ছে মাথা ঠাণ্ডা রাখা। কি ভাবে কি করা যায়, তা ভেবে বের করা। পর পর তিনটে সিগারেট ধ্বংস করল রানা জায়গায় দাঁড়িয়ে। তুমুল বেগে মাথা খাটাল খানিক। অনেক ভেবে একটা পরিকল্পনা পছন্দ হলো ওর, সেটাকে ঘসেমেজে চোখা করল। অবশেষে মন খানিকটা শান্ত হলো। এখন পাশা আর অন্য দু'জনকে নিয়ে আলোচনা করতে হবে, তারপর···

অবশিষ্ট রাতটুকু প্রচণ্ড অস্থিরতার মধ্যে কাটল ওর। কোথাও আর কোন তৎপরতা দেখা যায় কি না, কড়া নজর রাখল সেদিকে। কিন্তু তেমন কিছু চোখে পড়ল না, কেবিনের আশ্রয় ছেড়ে বেরই হলো না কেউ। ভোরের দিকে পাশাকে জাগাল রানা। ঝড়-বৃষ্টি কমা দূরে থাক, আরও মনে হলো বেড়েছে। নিজের আশঙ্কার কথা জানাল তাকে রানা, দুই লাইফবোটের কথাও বলল।

'তাহলে?' শান্ত গলায় প্রশ্ন করল সে। ভয় পাওয়া দূরে থাক, সামান্য চমকাল না পর্যন্ত।

'কাল দুপুরের আগে এডেন পোর্টে ইন করবে ট্রিক্‌কালা। পোর্ট

ছাড়ামাত্র যে করে হোক, নাইফ আর হ্যালসিকে অস্ত্রের মুখে জিম্মি করব আমরা। তুমি নাইফকে, আমি হ্যালসিকে।'

'তারপর?'

'তারপর হ্যালসির ঘাড়ে পিস্তল ধরে ভদ্রলোকের মত জাহাজ চালাতে বাধ্য করব।'

'কিন্তু মাল পাহারা দেবে কে তখন?' মাথা চুলকাল পাশা।

'তুমিই দেবে। পিস্তল ঠেকিয়ে এখানে নিয়ে আসবে তুমি হারামজাদাকে। হাত-পা বেঁধে ফেলে রেখে দেবে চিৎ করে, তারপর নিশ্চিন্তে দরজা বন্ধ করে পাহারা দেবে।'

'কিন্তু···' ঘুমন্ত ওয়ারেন্ট অফিসার আর সার্জেন্টকে দেখাল সে। 'এ দুটোর কি করা যায়?'

'নাওয়াফ আশা করি আমাদের সাহায্য করবে এ কাজে। আমাকে যা যা বলেছে লোকটা, তাতে মনে হয় ক্রেট খোলার অপরাধ থেকে মুক্তি পাওয়ার একটা সুযোগ পেলে দু'জনেই লুফে নেবে ওরা। আর···যদি তা না হয়, এদেরও বেঁধে ফেলে রাখতে হবে। একেক-জনের যা অবস্থা, তাতে তেমন প্রয়োজন দেখা দিলে বিশেষ কোন প্রতিরোধ করতে পারবে না এরা।'

'মাসুদ ভাই, এডেনেই কাজটা কেন করি না আমরা? ওখানে পুলিসের সহযোগিতা···' ওকে মাথা দোলাতে দেখে থেমে গেল সে।

'তাতে ব্যাপারটা ফাঁস হয়ে যাবে, আমি তা একেবারেই চাই না। তখন এসব নিয়ে নড়াই যাবে না। মাল অন্য কোন জাহাজে স্থানান্তর করা বা এ ধরনের কিছু চিন্তাই করা যায় না। সবচে' বড় কথা, খবরটা দাবানলের মত খুব দ্রুত ছড়িয়ে যাবে সারা পৃথিবীতে।'

'আপনার পরিকল্পনা ভাল, তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে এই দু'জন যদি শেষ পর্যন্ত আমাদের সাহায্য না-ই করে, এতগুলো মানুষকে

আমরা মাত্র দু'জন সামাল দিতে পারব কি না।'

'সবাইকে সামাল দেয়ার প্রয়োজন নেই আমাদের, পাশা। মাত্র পাঁচ, বড়জোর সাত জনকে সামাল দিতে হবে, তাহলেই নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসতে পারব ট্রিক্‌কালাকে।'

'সে-ও তো কম নয়।'

'জানি। তবু পারব। মনে সাহস রাখো। সাহস ধরে রাখতে পারলে বহু কঠিন কঠিন সমস্যাও পানি হয়ে যায়। বিশেষ অসুবিধে যদি দেখি, এ দুটো, আর উলফ-ইভানসকে লাইফবোটে তুলে নামিয়ে দেব সাগরে। প্রয়োজনে হারামজাদা নাইফ আর হেন্ডরিককেও ওদের সঙ্গে দিয়ে দেব। ডুবে মরুকগে শালারা। তারপর যতদূর পারা যায় এগিয়ে এস ও এস পাঠাতে শুরু করব। ইংল্যান্ড থেকে প্রচুর ডেস্ট্রয়ার, গানবোট যাচ্ছে এখন উপসাগরের দিকে, ওদের সাহায্য চাইব।'

নিঃশব্দে হেসে উঠল গোলাম পাশা। 'চমৎকার আইডিয়া, মাসুদ ভাই। মাই গড! আপনি দেখছি সমস্ত চিন্তা ভাবনা করেই রেখেছেন। আমার জন্যে কিছুই রাখেননি।'

চুপ করে থাকল মাসুদ রানা। গুরুত্বপূর্ণ কোন পয়েন্ট বাদ পড়ে গেল কি না ভাবছে।

'কিন্তু, যদি এমন হয় যে আমাদের ধারণা সঠিক নয়? আমাদের সন্দেহ অমূলক, তখন...'

'বেশ তো!' সিগারেট ধরাল ও। 'ঘটনা-পরিস্থিতি সবই তুমি জানো। এখন তুমি নিজেই নিজেকে বোঝাও এসবের অন্য কি উদ্দেশ্য থাকতে পারে।'

চুপ করে আরেকদিকে তাকিয়ে থাকল পাশা। কিছুক্ষণ পর বলল রানা, 'পেলে খুঁজে অন্য কিছু?'

এদিক-ওদিক মাথা দোলাল সে। 'না।'

ওয়ারেন্ট অফিসার নাওয়াফের মরণ ঘুম ভাঙাতে সময় লাগল অনেক। কলার ধরে ঝোলাতে ঝোলাতে তাকে নিজেদের বাঙ্কে এনে বসাল রানা। ওর গম্ভীর, কঠিন চেহারা দেখে ঘাবড়ে গেল লোকটা। অসুস্থতার লক্ষণ, ঘুম, সব উধাও হয়ে গেল পলকে। 'কি হয়েছে, স্যার!' শক্ত হয়ে গেল সে।

'তোমরা দুই হারামজাদা চরম সর্বনাশ ডেকে এনেছ আমাদের সবার জন্যে। ডাকাতি হতে যাচ্ছে ট্রিককালায়, আমাদের সবাইকে সাগরে ডুবিয়ে মারার আয়োজন করেছে ক্যাপ্টেন মিশা আল নাইফ।'

একটু একটু করে বিস্ফারিত হয়ে উঠল লোকটার দু'চোখ। হাঁ করে রানার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল। 'স্যার! স্যার, বিশ্বাস করুন...'

'শাট আপ্!' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে দাবড়ি লাগাল ও। 'একটাও ফালতু কথা নয়। আমি যা জিজ্ঞেস করি, শুধু তার উত্তর দাও।'

'জ্বি।'

'প্রাণ বাঁচাতে চাও?'

'জ্বি, জ্বি!' দ্রুত মাথা ঝাঁকাল নাওয়াফ।

'তোমার ওপর এসব,' ক্রেটগুলো দেখাল রানা, 'রক্ষার দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে, ঠিক?'

'একশোবার, স্যার! হাজারবার!'

'এখন তা করে দেখানোর সময় এসেছে, নাওয়াফ।'

'কি করতে হবে আপনি কেবল অর্ডার করুন, স্যার। যে ভুল করে বসেছি, তা শোধরাতে এখন প্রাণ দিতেও প্রস্তুত আমি। আপনি আমাকে বিশ্বাস করতে পারেন, স্যার। আল্লার কসম, আমার বউ-বাচ্চার কসম, আপনি সাগরে ঝাঁপ দিতে বললেও...'

'রাখো! তেমন কিছু করতে বলছি না। সবাই প্রাণে বাঁচার, আর এগুলোর নিরাপত্তা রক্ষার একটা উপায় ঠিক করেছি আমি। এখন

তোমাদের সাহায্য চাই।'

দ্বিধাগ্রস্ত দেখাল লোকটাকে। 'আমি প্রস্তুত, স্যার। কিন্তু···'

'কিন্তু কি?'

'আপনি কি মন থেকে আস্থা রাখতে পারবেন আমার ওপর? সেদিন আমি সেধে গুলি সারেন্ডার করতে চেয়েছিলাম, স্যার, আপনি নেননি। কিন্তু এখন যা শুনছি, তাতে আমার কাছে অস্ত্র তো বটেই, গুলিও থাকা চাই। এই পরিস্থিতিতে আপনি নিজে নিরাপদ বোধ করবেন কি না তাই ভাবছি আমি।'

'সেদিন যা-ই করে থাকো, নাওয়াফ, সে জন্যে যে তুমি মনে মনে অনুতপ্ত, তা আমি তখনই বুঝেছি। বুঝেছি বলেই তোমার অনুরোধে কান দেইনি। এর অর্থ হচ্ছে, আমি তোমাকে অবিশ্বাস করিনি। এখনও করি না।'

কথাগুলো অন্তর ছুঁয়ে গেল লোকটার, পানির আভাস দেখা দিল চোখে। 'ধন্যবাদ, স্যার। এবার অর্ডার করুন।'

'আহমাদকে জাগাও। ওকেও প্রয়োজন আমাদের।'

এক ঘণ্টা ধরে নিজের পরিকল্পনা ওদের ব্যাখ্যা করল রানা। কাকে কি করতে হবে ভাল করে বুঝিয়ে দিল। ভুলেও ভাবেনি, এসব কাজে লাগানোর সময় না-ও পেতে পারে। কল্পনাও করতে পারেনি কতবড় এক চমক অপেক্ষা করছে ওদের সবার জন্যে।

সারাদিনে আবহাওয়ার কোন পরিবর্তন ঘটল না, ঝড় আর প্রচণ্ড বৃষ্টি আঁধার করে রাখল চারদিক। একবারের জন্যেও চেহারা দেখা গেল না ক্যাপ্টেন নাইফের। এদিকে সী-সিকনেসের ধাক্কা একটু একটু করে কাটিয়ে উঠতে শুরু করল ওয়ারেন্ট অফিসার ও সার্জেন্ট। যে-কোনও পরিস্থিতি সামাল দেয়ার জন্যে মানসিকভাবে প্রস্তুত এখন। আর মাত্র কয়েক ঘণ্টা. তারপর ট্রিক্‌কালার ভার নিজেদের হাতে তুলে নেবে

ওরা।

কিন্তু সময় দিল না ক্যাপ্টেন হ্যালসি, এডেন পৌঁছা পর্যন্ত অপেক্ষা করল না। ওই রাতেই ঘটিয়ে বসল অঘটন।

সেই ভয়াবহ মুহূর্তটির কথা স্পষ্ট মনে আছে মাসুদ রানার। রাত তখন দুটো বিশ বেজে কয়েক সেকেন্ড—আচমকা প্রচণ্ড এক বিস্ফোরণের ধাক্কায় ভীষণভাবে কেঁপে উঠল ট্রিক্‌কালার বো থেকে স্টার্ন পর্যন্ত, মাথার দিকটা কম করেও দু'তিন ফুট দেবে গেল পানির নিচে, যেন চলতে চলতে হাঁটু ভেঙে বসে পড়ল ক্লান্ত, শ্রান্ত ট্রিক্‌কালা।

রানা ও সার্জেন্ট আহমাদ তখন অ্যামিডশিপে। এর মধ্যে ডিউটিতে কিছু পরিবর্তন ঘটিয়েছে ও, গোলাম পাশা আর নাওয়াফকে এক গ্রুপে দিয়ে নিজের সাথে আহমাদকে নিয়ে এসেছে। আর চল্লিশ মিনিট পর ওদের রিলিভ করার কথা পাশা-নাওয়াফের।

কি জন্যে যেন ওপরে তাকিয়েছিল রানা, তখনই ঘটে বিস্ফোরণ। ব্রিজ অ্যাকোমোডেশনের আরেক পাশের ফানেল দিয়ে এক ঝলক আলো ছিটকে বেরিয়ে এল, পিছন পিছন বের হলো আগুনের ফুল্‌কি। একই সাথে দুটো মানুষের কাঠামোও দেখতে পেল ও, আগুন আর ফুল্‌কির দিকে পিঠ দিয়ে জোর পায়ে চলে গেল ফরোয়ার্ড ডেকের দিকে।

এর পরপরই এল বিস্ফোরণ পরবর্তী প্রতিক্রিয়া।

মুহূর্তের জন্যে সামনে ঝুঁকেই বাঁয়ে কাৎ হয়ে পড়ল ট্রিক্‌কালা, রানা উড়ে গিয়ে পড়ল রেলিঙের ওপর। এর মধ্যেও বিস্ফোরণের আওয়াজ ও প্রকৃতি, দুটোই কেমন যেন সন্দেহজনক মনে হয়েছে। অনেকটা ডেপথ চার্জের মত, অথচ তেমন ভরাট ছিল না আওয়াজ। বরং কিছুটা হালকা, অগভীর লেগেছে ওর কানে।

চোখ তুলেই প্রকাণ্ড এক ঢেউ দেখতে পেল রানা, স্থির হয়ে আছে ট্রিক্‌কালার প্রায় ব্রিজ সমান উঁচুতে। পলক ফেলার সময়ও পেল না, বিশাল এক ব্যাঙের ছাতার মত সরাসরি ওর মাথার ওপর ভেঙে পড়ল ওটা। প্রাণপণে রেলিঙ আঁকড়ে ধরে কোনরকমে ঝুলে থাকল কেবল রানা। কয়েকশো টন পানির চাপে কোমর বাঁকা হয়ে গেল যেন ট্রিক্‌কালার, গুঙিয়ে উঠল ওটা, গা ঝাড়া দিল আচমকা পানিতে পড়ে যাওয়া কুকুরের মত।

যেমন আচমকা ভেঙে পড়েছিল ঢেউ, তেমনি মুহূর্তে গড়িয়ে ওপাশে চলে গেল, হড়-হড় ছর-ছর করে সাগরে গিয়ে পড়ছে। আওয়াজটা ছাড়া আর কোন আলামত দেখা গেল না ঢেউয়ের, চারদিকে তাকিয়ে মনে হচ্ছে যেন কিছু ঘটেইনি। এঞ্জিন স্বাভাবিকভাবেই চলছে, সুপারস্ট্রাকচারের গা ঘেঁষে নানান আওয়াজ তুলে ছুটে যাচ্ছে জোরাল বাতাস, বড় বড় ঢেউয়ের মাথায় চড়ে নাচছে জাহাজ।

ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গিয়েছিল রানা, সামলে ওঠার আগেই আরেকটা বিকট বিস্ফোরণ ঘটল। প্রায় একই প্রতিক্রিয়া হলো এবারও। ট্রিক্‌কালা সোজা হয়ে দাঁড়াবার আগেই দড়াম করে মেস রুমের দরজা খুলে ফেলল ওয়ারেন্ট অফিসার, আতঙ্কিত চোখে এদিক-ওদিক তাকাতে লাগল। লোকটাকে সতর্ক করার জন্যে মুখ খুলেছে সবে ও, তখনই ডেকের ওপর সবেগে আছড়ে পড়ল দ্বিতীয় ঢেউ, আগেরটার থেকে বেশ বড় ছিল এটা।

এক পা বের করে দিয়েছিল নাওয়াফ, পানির বাড়ি খেয়ে সাঁৎ করে শূন্যে উঠে গেল পাটা। কাৎ হয়ে ডেকে আছড়ে পড়ল লোকটা, দরজার ফ্রেম আঁকড়ে ধরে নিজেকে ঠেকানোর চেষ্টা করল প্রাণপণে, কিন্তু পারল না। এক টানে তাকে ছুটিয়ে নিয়ে গেল পানি। দু'পা শূন্যে ছুঁড়তে ছুঁড়তে তীরবেগে ওপাশের রেলিঙের দিকে ছুটে গেল লোকটা।

বুকের মধ্যে ছাঁৎ করে উঠেছিল রানার, কিন্তু শেষ পর্যন্ত নিজেকে ঠেকিয়ে দিল নাওয়াফ। ওপর দিয়ে ভেসে যাওয়ার সময় চট্ করে দু'হাতে রেলিঙ ধরে ফেলল, ভেসে থাকল দাঁতে দাঁত কামড়ে। এই সময় আহমাদের কথা খেয়াল হলো রানার। প্রাণ রক্ষার সংগ্রামে এতই ব্যস্ত ছিল যে সঙ্গীর কথা ভুলেই গিয়েছিল বেমালুম।

কোথাও দেখা গেল না লোকটাকে। অথচ কয়েক মুহূর্ত আগেও ওর দু'হাতের মধ্যে ছিল সে। এখন নেই। হন্যে হয়ে ডানে-বাঁয়ে, সামনে-পিছনে তাকাতে লাগল ও। না, নেই আহমাদ। নেই তো নেই-ই। নিশ্চয়ই ভেসে গেছে প্রথম ঢেউয়ের তোড়ে।

এদিকে দ্বিতীয় বিস্ফোরণের পর পরই বন্ধ হয়ে গেছে ট্রিক্কালার এঞ্জিন। পুরো এক মিনিট পানি আর বাতাসের শব্দ ছাড়া আর কোন আওয়াজ শোনা গেল না। মনে হলো নিজেকে ফিরে পাওয়ার জন্যে নীরবে অদৃশ্য কারও সাথে যুঝছে ট্রিক্কালা।

কেউ চেঁচিয়ে উঠল দূরে কোথাও। এক মুহূর্ত পর এঞ্জিনরুমের টেলিগ্রাফিক বেল বেজে উঠল দু'বার, তীক্ষ্ণ, আর্তকণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠল যেন লোহা লক্কড়ের স্তূপটা। সাড়া দিল না এঞ্জিন। আবার বেজে উঠল বেল। নিচ থেকে ভেসে এল একাধিক কণ্ঠের চিৎকার, ক্রমেই বাড়তে লাগল তা। দুদ্দাড় ছোটাছুটি শুরু হয়ে গেল চারদিকে, তখনই দপ্ করে নিভে গেল ডেকের সমস্ত লাইট।

প্রায় একই মুহূর্তে মেগাফোনে ক্যাপ্টেন হ্যালসির বাজখাঁই গলা ভেসে এল। 'বোট স্টেশনস্!' ব্রিজ থেকে চেঁচিয়ে উঠল লোকটা। 'যে যার বোটের কাছে অবস্থান নিন। পরবর্তী নির্দেশের অপেক্ষায় থাকুন। বোট স্টেশনস! যে যার…'

অন্ধকারে চারদিকে তুমুল বিশৃঙ্খলা চলছে। অন্ধের মত দু'হাত সামনে বাড়িয়ে দ্রুত মেসরুমের দিকে এগোল মাসুদ রানা। সেই সাথে

পাশা আর নাওয়াফের নাম ধরে ডাকছে। কয়েক পা এগোতেই আবার আলো জ্বলে উঠল, তবে জোর নেই তাতে। কোনমতে দেখা যায়। নিজের আশেপাশে বেশ কয়েকজনকে দেখতে পেল ও, অনুমানের ওপর নির্ভর করে হুড়মুড় করে ছুটছিল লাইফবোটের দিকে। আলো জ্বলে উঠতে থেমে পড়ল, ঘুম ঘুম চোখে এদিক ওদিক তাকাতে লাগল। বেশিরভাগের পরনেই শোয়ার পোশাক—হাফ প্যান্ট আর আন্ডার শার্ট।

'আপনারা ভয় পাবেন না!' আবার বলে উঠল হ্যালসি। 'আতঙ্কিত হবেন না। ধীরেসুস্থে এক ও দুই নম্বর লাইফবোটের কাছে অবস্থান নিন, সবাই। পরবর্তী নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করুন। মিস্টার হেন্ডরিক! নিচে যান। কোথায় কি ঘটল দেখে আসুন, রান!'

চারদিকে নানান গুঞ্জন উঠল। ততক্ষণে মেসরুমের খোলা দরজার কাছে পৌঁছে গেছে রানা। ওদিকে এক ক্রুর সহায়তায় নাওয়াফও এসে দাঁড়িয়েছে সেখানে। চেহারায় তীব্র আতঙ্ক তার, কাঁপছে বলির পাঁঠার মত।

'কি ঘটেছে, মাসুদ ভাই?' এগিয়ে এল পাশা। 'কিভাবে ঘটল এক্সপ্লোশন?'

'জানি না। কিছুই বুঝতে পারছি না।'

'আহমাদ?'

'ভেসে গেছে ঢেউয়ের তোড়ে। নাওয়াফও যাচ্ছিল, ভাগ্যের জোরে বেঁচে গেছে। তাড়াতাড়ি লাইফ জ্যাকেট পরে তৈরি হয়ে নাও তোমরা।'

'জাহাজ ডুবে যাচ্ছে?' জানতে চাইল ওয়ারেন্ট অফিসার। চেহারা দেখে মনে হলো এখনই কেঁদে উঠবে বুঝি।

সামনে তাকাল রানা। বাঁ দিকে দ্বিতীয় ধাক্কায় সেই যে কাৎ হয়ে পড়েছে ট্রিক্‌কালা, এখনও সেভাবেই আছে। 'মনে হয়। তোমরা জ্যাকেট পরো, কুইক! অস্ত্র হাতে তৈরি থাকো। আমি দেখি কি ক্ষতি

হলো।'

'আপনার স্টেন?'

'নেই। ভেসে গেছে। ভেবো না, পিস্তল আছে সাথে।'

রানাকে ব্যস্ত পায়ে এগোতে দেখে ডেকে উঠল পাশা। 'জ্যাকেট পরে যান অন্তত।'

কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল ও, এমন সময় হুড়মুড় করে ওপরে উঠে এল সেকেন্ড অফিসার হেন্ডরিক। মুখ দেখে মনে হয় নিচে নির্ঘাত ভূতের তাড়া খেয়েছে। তার পিছনে মোটা কুককেও দেখা গেল, সারাদেহ ঝাঁকিয়ে কাঁপিয়ে বোটের দিকে ছুটল সে ওপরে এসেই। কোনও দিকে খেয়ালই নেই। ব্রিজ থেকে হেন্ডরিককে দেখে মুখের সামনে মেগাফোন তুলল হ্যালসি, চোখ কুঁচকে লোকটাকে দেখার চেষ্টা করল রানা। কিন্তু অন্ধকারে দেখা গেল না।

'মিস্টার হেন্ডরিক! নিচের কি অবস্থা, কি ঘটেছে?'

'ক্যাপিটান! এক নম্বর কার্গো হোল্ডে বিস্ফোরণ ঘটেছে, ফার্টিলাইজারের স্ট্যাক এক্সপ্লোড করেছে কি করে যেন। জাহাজের প্লেটিঙে বড় এক গর্ত হয়ে গেছে, পানি ঢুকছে প্রবল বেগে। খুব বেশি হলে আর দশ মিনিট টিকবে জাহাজ।'

'ওকে। ওপরে আসুন।'

'সর্বনাশ!' ফিস্ ফিস্ করে বলে উঠল পাশা। অসহায় চোখে পিছনের ক্রেটগুলোর দিকে তাকাল। 'এখন কি হবে?'

'অ্যাটেনশন!' হ্যালসির হাঁক শোনা গেল একটু পরই। 'অ্যাটেনশন, প্লীজ!'

ওদিকে বেকুবের মত ব্রিজের দিকে তাকিয়ে আছে রানা। কি করবে বুঝতে পারছে না। ক্যাপ্টেনের খোঁজে ওপরে যাবে কি না ভাবল একবার। পরক্ষণে বাতিল করে দিল চিন্তাটা। ট্রিক্‌কালা একটু একটু

করে দেবে চলেছে, এ মুহূর্তে নিজের কথা ভাবা জরুরী। কি থেকে কি ঘটে গেল ভেবে তল পাচ্ছে না ও।

যা ঘটে গেল তা সত্যিই কোন দুর্ঘটনা, না ইচ্ছেকৃত, তাই নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে রানা। একবার মনে হচ্ছে সত্যি, পরক্ষণে মনে হচ্ছে সাজানো। কিন্তু চোখের সামনে জাহাজের একটু একটু করে তলিয়ে যাওয়া কি করে সাজানো হতে পারে? তাছাড়া হ্যালসির পরিকল্পনা যা-ই হোক, তা আরও চব্বিশ ঘণ্টা পর, এডেন ছাড়ার পর ঘটানোর কথা ছিল। ও নিজ কানে শুনেছে। চব্বিশ ঘণ্টা আগে তা ঘটে কি করে?

আমারই ভুল, সিদ্ধান্তে পৌঁছল রানা। নিশ্চয়ই তাই। এ ঘটনার পিছনে হ্যালসির হাত থাকতে পারে না। ও চায় সোনা, জাহাজ যদি ডুবিয়েই দিল, ওগুলো পাবে কি করে সে?

দুই সঙ্গীকে বাইরে চলে আসার হুকুম দিল ও। তারপর লাগিয়ে দিল কেবিনের ভারী স্টীলের দরজা। লক করে দিল ওটা, চাবির গোছা পকেটে ভরে রাখল। এর মধ্যেও ক্যাপ্টেনের অনুপস্থিতির ব্যাপারে খট্‌কা কিছুতেই দূর হলো না। কোথায় গেল সে ভেবে পেল না রানা। এরকম সময় তার একেবারেই পাত্তা নেই, কেন? একবার কি অন্তত আসা উচিত ছিল না তার এদিকের খবর জানতে?

না কি···দূর! তা কি করে হয়? অসম্ভব!

'···অ্যাটেনশন, প্লীজ! আপনারা এক আর দুই নম্বর বোটের কাছে যান। মিস্টার ইভানস, বোট দুটোয় এখনই তুলে দিন সবাইকে। হারি আপ! মিস সোরেলকেও তুলে দেবেন।'

এতক্ষণে মেয়েটির কথা খেয়াল হলো রানার, এদিক ওদিক তাকিয়ে ওর ঠিক পিছনে তাকে দেখতে পেল। ফ্যাকাসে মুখে দাঁড়িয়ে আছে। চোখাচোখি হতে হাসির আভাস ফুটল মেয়েটির মুখে। আরেক ঘোষণায় মনোযোগ ছিন্ন হলো রানার।

'কুক, মিস্টার কাজিনস!' বলে উঠল হ্যালসি। 'কুক, মিস্টার কাজিনস, আপনি ব্রিজে রিপোর্ট করুন। বাকি সবাই বোটে উঠে পড়ুন।' কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকল সে।

'লেফটেন্যান্ট মাসুদ রানা! সঙ্গীদের নিয়ে আপনিও বোটে উঠুন। আপনাদের ক্যাপ্টেন গুরুতর অসুস্থ; তাঁকে স্ট্রেচারে করে অন্য বোটে তোলা হবে। আমি দেখছি ব্যাপারটা। আপনারা দয়া করে উঠে পড়ুন।'

রানার সাথে চোখাচোখি হলো গোলাম পাশার। মাথা দুলিয়ে নীরবে প্রশ্ন করল কিছু যুবক, জবাবে ঠোঁট উল্টে কাঁধ ঝাঁকাল রানা। এক আর দুই নম্বর বোট ততক্ষণে নামানোর জন্যে প্রস্তুত। লোকজন প্রায় সবাই উঠে পড়েছে, বাকি কেবল ওরা তিনজন, মিস সোরেল আর বৃদ্ধ কুক। এইমাত্র ওপরে গেছে কুক। সেকেন্ড অফিসার হেন্ডরিক নেমে এল ব্রিজ থেকে, রানার সামনে এসে দাঁড়াল। 'চলুন, অফিসার। আপনারা দু'নম্বর বোটে...'

'আমি ক্যাপ্টেনের সাথে দেখা করব,' বলল ও।

'ক্যাপ্টেন?'

'ক্যাপ্টেন নাইফ, আমাদের কমান্ডিঙ অফিসার।'

'শুনলেন না তিনি অসুস্থ?'

'সেই জন্যেই তো দেখা করতে চাইছি। হয়েছে কি তাঁর?'

'সী সিকনেস্। কাল থেকে ভদ্রলোক প্রায় অজ্ঞান, বালিশ থেকে মাথা তোলারও ক্ষমতা নেই।'

'ওকে, তাঁর কাছে নিয়ে চলুন আমাকে। আমি...'

'আপনি ক্যাপ্টেন হ্যালসির নির্দেশ শুনেছেন?' গম্ভীর হয়ে গেল সেকেন্ড অফিসার।

'হ্যাঁ, কিন্তু জাহাজ ত্যাগ করার আগে তার অর্ডার...'

'শুনুন,' রানার বুকে ডান হাত রাখল। 'এটা আপনার ব্যারাক নয়,

যুদ্ধের মাঠও নয়। এটা জাহাজ, এবং এখানে ক্যাপ্টেন হ্যালসির অর্ডারই আইন। এমনকি আপনার ক্যাপ্টেনও তাঁর অর্ডার বিনা ওজরে মানতে বাধ্য। গট দ্যাট? চলুন, বোটে উঠুন।'

লোকটার চোখের দিকে তাকিয়ে থাকল ও, কিছু অনুমান করার চেষ্টা করছে। 'কই, চলুন!' তাড়া লাগাল হেন্ডরিক।

'বোটে উঠছি না আমরা কেউ,' শান্ত অথচ দৃঢ় কণ্ঠে বলল রানা। 'মিস সোরেলও না।'

'তার মানে?'

'মানে একটাই। আমরা কেউ বোটে উঠছি না।'

চাউনি সরু হয়ে উঠল লোকটার। 'কেন!'

'কারণ ওর একটাও দু'ঘণ্টার বেশি টিকবে না সাগরে।'

'কি বলতে চান?' পলকের দশ ভাগের এক ভাগ সময়ের জন্যে ভীতি ফুটতে দেখা গেল হেন্ডরিকের চেহারায়।

'কি বলতে চাই, তা তুমি খুব ভালই জানো, হেন্ডরিক,' থমথমে গলায় বলল রানা। 'ওই দুই বোটের প্ল্যাঙ্ক লুজ করে রাখা হয়েছে কাল রাতে, আমি নিজের চোখে দেখেছি। বুঝলে কিছু?'

'কি যা-তা বলছেন!' চাপা কণ্ঠে গর্জে উঠল সে। 'আমি নিজে চেক্ করেছি ওগুলো। সব ঠিক আছে।'

'ছিল, কাল পর্যন্ত। তারপর তুমিই ওগুলো বরবাদ করেছ নিজ হাতে। ওগুলোয় যে উঠবে, সেই মরবে।'

ডান হাত মুঠো পাকাল হেন্ডরিক, এক পা এগোল, এমন সময় ওপর থেকে চেঁচিয়ে উঠল হ্যালসি। 'মিস্টার হেন্ডরিক! এত দেরি কিসের? ওঁদের তুলে দিচ্ছেন না কেন?'

'লেফটেন্যান্ট বোটে উঠতে অস্বীকার করছেন, ক্যাপিটান!'

'তার মানে! লেফটেন্যান্ট মাসদ রানা, আপনাকে আমি অর্ডার করছি

এই মুহূর্তে বোটে উঠে পড়ুন। আমাদের আরও অনেক কাজ আছে, সময় নষ্ট করবেন না দয়া করে। যান, উঠে পড়ুন।'

নড়ল না ও। হেন্ডরিকের চোখে চোখ রেখে বলল, 'আমি বরং একটা র‍্যাফট নিয়ে সাগরে নেমে পড়ি, মিস্টার হেন্ডরিক, কি বলেন? বাধা দেবেন আপনি?'

'দেখুন, অফিসার, আপনি ধৈর্যের সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছেন।'

পাত্তা দিল না রানা। 'পাশা, র‍্যাফট নামাও পানিতে। মিস সোরেলকে নিয়ে উঠে পড়ো তোমরা।'

'উলফ! ইভানস!' চেঁচিয়ে উঠল হেন্ডরিক। 'এদিকে এসো! ধরো এই ব্যাটাকে।'

চট্ করে ওয়ালথার বের করল মাসুদ রানা, ঠেসে ধরল লোকটার নাকের নিচে। 'আমাকে কেউ স্পর্শ করার আগেই তোমার কপাল ফুটো করে দেব, হারামজাদা!'

চোখ কপালে উঠল সেকেন্ড অফিসারের। ওদিকে ওপর থেকে হুড়মুড় করে নেমে এল ক্যাপ্টেন হ্যালসি। 'পিস্তল!' আঁতকে উঠল সে। 'এ কি, লেফটেন্যান্ট? আপনি সরাসরি বিদ্রোহ করছেন! আপনি জানেন, এর কি শাস্তি?'

'জানি,' মাথা ঝাঁকাল ও। নজর হেন্ডরিকের ওপর। 'তবে প্রাণ বাঁচানোর জন্যে বিদ্রোহ করলে শাস্তি হয় না, আপনি তা জানেন?'

থমকে গেল হ্যালসি। রেগে উঠলেও চেপে গেল। 'এ কি চায়, মিস্টার হেন্ডরিক?'

'র‍্যাফট নিয়ে পানিতে নামতে চায়। বোটে উঠবে না।'

'র‍্যাফট নিয়ে! অসম্ভব! দেখুন, লেফটেন্যান্ট, অহেতুক ঝামেলা বাধাচ্ছেন আপনি। আমাকে আরও সমস্যা মোকাবেলা করতে হবে এখন। প্লীজ, বোটে উঠুন।'

'আমার যা বলার বলেছি, ক্যাপ্টেন। বোটে আমি উঠছি না।' অন্যদেরকেও উঠতে দেব না।

'আমি শেষবারের মত নির্দেশ দিচ্ছি আপনাকে, বোটে উঠুন।'

কানে তুলল না মাসুদ রানা। 'পাশা!' হাঁক ছাড়ল গম্ভীর কণ্ঠে। 'র‍্যাফট নামানো হয়েছে?'

'এই যাচ্ছি।'

মেয়েটির দিকে ঘুরল ক্যাপ্টেন। 'মিস্ সোরেল, আপনি কেন দাঁড়িয়ে আছেন এখনও? কেন উঠছেন না বোটে?'

'আমিও র‍্যাফটে উঠব ঠিক করেছি, ক্যাপ্টেন। আমি ভেবে অবাক হচ্ছি,' রানাকে দেখাল সে, 'অফিসার বারবার অভিযোগ করছেন দুটো বোটেরই তলার প্ল্যাঙ্কিং লুজ, অথচ সেদিকে কেউ নজর দিচ্ছে না, কেন? বিষয়টা তদন্ত করার নির্দেশ কেন দিচ্ছেন না আপনি, ক্যাপ্টেন?'

'কোন প্রয়োজন দেখি না আমি তার, সেই জন্যে,' চিবিয়ে চিবিয়ে বলল হ্যালসি। 'কারণ অভিযোগটা ফালতু। বোট ঠিকই আছে। আপনি যান, বোটে উঠুন।'

'না। আমি যাব না।'

আগুন চোখে রানা এবং ওর দুই সঙ্গীকে দেখল হ্যালসি। 'এ জন্যে ভুগতে হবে তোমাদের, মনে রেখো। মিস্টার হেন্ডরিক! বোট দুটো ক্লিয়ার করুন, অ্যাট ওয়ানস্!'

এক পাশে সরে গেল লোকটা, ইভানস্ আর উলফকে সাথে আসার ইঙ্গিত করে নির্দেশ পালন করতে যাওয়ার জন্যে পা বাড়াল। এদিকে হ্যালসির উদ্দেশে কিছু বলার জন্যে মুখ খুলেছিল রানা, ঠিক তখনই মাথায় শক্ত কিছুর আঘাত খেয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল। জ্ঞান হারাবার আগ মুহূর্তে পাশার অস্পষ্ট, ক্ষীণ কণ্ঠ শুনতে পেল ও, তারপর আঁধার হয়ে গেল চারদিক।

জ্ঞান যখন ফিরল, নিকষ কালো অন্ধকারে পানির ক্রুদ্ধ গর্জন শুনতে পেল কেবল রানা। মাথার পিছনটা দপ্ দপ্ করছে। কয়েকটা দোল খেতে সচকিত হলো ও। 'ওহ্, গড!' সোরেলের উল্লসিত কণ্ঠ শোনা গেল। 'থ্যাঙ্ক গড, অফিসারের জ্ঞান ফিরেছে।'

'মাসুদ ভাই! মাসুদ ভাই!!'

'কে?' বহু কষ্টে বলল ও।

'আমি পাশা, মাসুদ ভাই। এখন কেমন লাগছে?'

'আমরা কোথায়? কি হয়েছিল?'

'আমরা র‍্যাফটে। পিছন থেকে আপনাকে আঘাত করেছিল হেন্ডরিক। অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলেন আপনি।'

'তারপর?'

'ওর পায়ে গুলি করেছি আমি।'

ঘোর কাটিয়ে ধীরে ধীরে উঠে বসল রানা। 'গুলি না করলে ও হয়তো মেরেই ফেলত আপনাকে,' বলে উঠল মেয়েটি।

যেন হঠাৎ পারিপার্শ্বিকতা সম্পর্কে সচেতন হলো ও, উঠে বসল ধড়মড় করে। 'জাহাজ? ট্রিক্কালা?'

'নেই। ডুবে গেছে।'

'বোট দুটো?'

'পাত্তা নেই।'

চুপ করে থাকল রানা। 'আমরা র‍্যাফটে কি করে এলাম?'

'সার্জেন্ট গুলি করায় ঘাবড়ে যায় ক্যাপ্টেন হ্যালসি,' বলল সোরেল। 'সবাইকে নির্দেশ দেয় যেন বাধা না দেয়া হয় এদের কাজে। তারপর সার্জেন্ট আর ওয়ারেন্ট অফিসার মিলে র‍্যাফট...'

'নাওয়াফ? কোথায় ও?'

'এই যে, স্যার,' বিমর্ষ গলায় বলে উঠল লোকটা। 'আপনার পেছনে

বসে আছি।'

এদিক ওদিক তাকাল রানা। অন্ধকার ফিকে হয়ে আসতে শুরু করেছে। 'ট্রিক্‌কালা ডুবে গেছে?'

'তাই তো মনে হয়,' অনিশ্চিত কণ্ঠে বলল গোলাম পাশা। 'গাঢ় অন্ধকারে পরিষ্কার কিছু বোঝা যায়নি, তবে মনে হয়েছে ডুবেই গেছে। হঠাৎ করে সব আলো অদৃশ্য হয়ে গেল, তারপর...'

'ওরা? ক্যাপ্টেন হ্যালসি?'

'বলতে পারি না, মাসুদ ভাই। দেখতে পাইনি। আপনাকে আর র‍্যাফট সামলাতে ব্যস্ত ছিলাম।'

দেখতে দেখতে আলো হয়ে উঠল চারদিক। পাশার কাঁধে ভর রেখে উঠে দাঁড়াল মাসুদ রানা, অনেকক্ষণ ধরে নজর বোলাল চার দিগন্তে। নাহ, দেখা নেই ট্রিক্‌কালার। উত্তাল কালো পানি ছাড়া কিচ্ছু নেই কোথাও। হঠাৎ কিছু একটার ওপর চোখ পড়ল ওর, ভাসতে ভাসতে এদিকে আসছে। একটু পর কাছে পেয়ে হাত বাড়িয়ে ওটাকে ধরল—কাঠের চেয়ারের একটা অংশ। তার এক জায়গায় লেখা আছে : ট্রিক্‌কালা।

ঘণ্টা খানেক পর একটা ভাসমান বৈঠা পাওয়া গেল, ওটাতেও লেখা একই নাম। তার নিচে ছোট্ট করে লেখা : লাইফবোট, টু।

নীরবে পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করল রানা ও পাশা।

গভীর চিন্তায় ডুবে গেল রানা। ঘটনাটা আসলে কি, সাজানো, নাকি বাস্তবিক, ভেবে পেল না। অবচেতন মন যদিও বলছে সাজানো, কিন্তু কি করে তা হতে পারে, নিজেকে বোঝাতে ব্যর্থ হলো।

দুপুরের দিকে দিগন্তে কালো ধোঁয়া দেখতে পেল ওরা। উদ্ধার পাওয়ার আশায় ব্যস্ত হয়ে উঠল। বিন্দু থেকে ক্রমে বড় হতে লাগল

ধোঁয়ার উৎস—একটা জাহাজ। যার যার গায়ের শার্ট খুলে পাগলের মত নাড়তে শুরু করল পাশা ও নাওয়াফ। দুটোর দিকে ওদের পানি থেকে তুলল জাহাজটা।

এক ব্রিটিশ বাণিজ্য জাহাজ ওটা, স্করপিয়ন। জানা গেল ভোরের অনেক আগেই ডুবে গেছে ট্রিক্‌কালা। তার আগে চারদিকে এস. ও. এস. পাঠিয়ে গেছে ক্যাপ্টেন হ্যালসি, লাইফবোট আর র‍্যাফটে ট্রিক্‌কালার যাত্রীরা সাগরে ভাসছে জানিয়ে তাদের উদ্ধার করার অনুরোধ জানিয়েছে সে আশেপাশের সমস্ত জাহাজকে। তাদের সন্ধানেই ছিল স্করপিয়ন।

'হ্যালসিকে উদ্ধার করা গেছে?' ক্যাপ্টেনকে প্রশ্ন করল রানা।

'আমরা তার সন্ধান পাইনি,' বলল সে। 'আর কোন জাহাজ পেয়েছে কি না, এখনও পাইনি সে খবর।'

১২ মার্চ ফলমাউথ পোর্টে নোঙর ফেলল স্করপিয়ন। সঙ্গে সঙ্গে ডেকে হাজির এক মিলিটারি পুলিস সার্জেন্ট। লোকটাকে দেখেই মাসুদ রানার সন্দেহ হলো, কোন বড়রকম বিপদে পড়তে যাচ্ছে ওরা। হলোও তাই। লেফটেন্যান্ট মাসুদ রানা, ওয়ারেন্ট অফিসার নাওয়াফ ও সার্জেন্ট গোলাম পাশা, তিনজনকেই গ্রেফতার করা হলো।

'আমাদের অপরাধ?' শান্ত গলায় জানতে চাইল রানা।

ওকে এক পলক দেখল পাথরমুখো অফিসার। 'বিদ্রোহ।'

'কে অভিযোগ করেছে আমাদের বিরুদ্ধে?'

'ট্রিক্‌কালার সেকেন্ড অফিসার, হেন্ডরিক।'

'তার মানে বেঁচে আছে ওরা?'

'জাহাজডুবীর দিন ওয়্যারলেসে এ অভিযোগ পেয়েছি আমরা। তারপর থেকে তাদের কোন খোঁজ নেই।'

হ্যান্ডকাফ পরিয়ে জেটিতে অপেক্ষমাণ মিলিটারি লরিতে তোলা

হলো ওদের, ফলমাউথ আর্মি ব্যারাকের উদ্দেশে ছুটল ওটা।

হতভম্ব জেনিফার সোরেল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখল ওদের চলে যাওয়া। যতক্ষণ দেখা গেল লরি, স্থির হয়ে দাঁড়িয়েই থাকল সে।

পাঁচ

পরদিন দুপুরে ব্যারাক অ্যাডজুটেন্টের অর্ডারলি এসে জানান দিল, লেফটেন্যান্ট মাসুদ রানার সাথে দেখা করতে চান দুই ভিজিটর। অ্যাডজুটেন্টের অফিসে অপেক্ষা করছেন তাঁরা। লোকটাকে অনুসরণ করে অফিসে এল ও। এক বৃদ্ধ, আর এক যুবক, এদিকে পিছন ফিরে অ্যাডজুটেন্টের মুখোমুখি বসা। পিছনে পায়ের শব্দ শুনে ঘুরে তাকাল দু'জনই।

একজন ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিস প্রধান, মারভিন লংফেলো। অন্যজন লন্ডন রানা এজেন্সি প্রধান, আরিফুর রহমান।

রানাকে দেখে ফ্যাকাসে হাসি দিলেন বৃদ্ধ, আরিফের কোন প্রতিক্রিয়া হলো না। চোখে নীরব কৌতূহল নিয়ে দেখছে সে রানাকে। উঠে এলেন লংফেলো। তাঁর বাঁ হাতে একগাদা খবরের কাগজ।

'হ্যালো, রানা! কেমন আছ?'

'ভাল। ধন্যবাদ।'

'এসব কি শুনছি, রানা?'

'কি সব?' পাল্টা প্রশ্ন করল ও।

'এই যে, পত্রিকায় লিখেছে! তোমার নাম আর ছবি দেখে তো ঘাবড়ে গিয়েছি আমি। তোমার এজেন্সির ছেলেরা প্রত্যেকে চিন্তায় অস্থির।'

'পড়েছেনই তো, স্যার। আমি আর কি বলব?'

'এসো তো,' ওর হাত ধরে রুমের এক কোণে পাতা সোফা সেট ইঙ্গিত করলেন বৃদ্ধ। 'বসে কথা বলি।'

বসল দু'জনে, আরিফও এসে যোগ দিল। 'তুমি এর সাথে জড়ালে কি করে, রানা? তাও ভুয়া লেফটেন্যান্ট সেজে? কি ছিল ট্রিক্‌কালায়?'

'সোনা।'

'হোয়াট!' চমকে উঠলেন বৃদ্ধ। 'কিসের সোনা! কার?'

অল্প কথায় ঘটনাটা জানাল রানা। 'কত সোনা ছিল, মাসুদ ভাই?' প্রশ্ন করল আরিফ।

'বারো টন।'

'ও মাই লর্ড!' আঁতকে উঠলেন লংফেলো।

'ক্যাশও ছিল কয়েক মিলিয়ন।'

'সর্বনাশ!' রুদ্ধশ্বাসে বলল আরিফ। 'তার মানে ব্যাপারটা স্যাবোটাজ? জানাজানি...'

'স্যাবোটাজ কি না নিশ্চিত নই আমি,' ক্লান্ত কণ্ঠে বলল ও। 'তবে জানাজানি হয়ে গিয়েছিল।'

'আর বলতে হবে না,' বলে উঠলেন বিএসএস চীফ। 'কিন্তু হলো কি করে?'

বলল ও। মাথা ঝাঁকাল আরিফ রানার বলা শেষ হলে। 'ঠিকই আছে। হারামজাদা নাইফ লীক করেছে খবরটা। লোভে পড়ে...'

বাধা দিল রানা। 'আমিও সে ব্যাপারে শিওর ছিলাম। কিন্তু প্রমাণ

করার কোন উপায় তো দেখছি না। ট্রিক্‌কালার খবর নেই, ডুবে গেছে। ক্যাপ্টেন হ্যালসিসহ অন্যরাও হয়তো ডুবেই গেছে। তাই যদি হয়, আমার পাল্টা অভিযোগ কানেই তুলবে না কোর্ট। বিদ্রোহের দায়ে তো ফাঁসবই, উল্টে বদনামও হবে।'

'তা ঠিক,' বললেন লংফেলো। 'পরিস্থিতি বেশ জটিল। হ্যালসির খোঁজ চলছে বটে এখনও, কিন্তু···অনেকদিন তো হয়ে গেল। খাবার নেই, পানি নেই, এসব ছাড়া এতদিন বাঁচে কি করে মানুষ?'

চোখ কুঁচকে মেঝের দিকে তাকিয়ে ছিল আরিফ। বিড় বিড় করে বলল 'কী মুশকিলের কথা হলো!'

'আমি ভাবছি শেখ রহমানের কথা,' বলল রানা। 'তার যা ছিল, সবই গেছে। মানুষটা উন্মাদ না হয়ে যায়।'

বেশ কয়েক মিনিট কেটে গেল নীরবে। সবাই চিন্তায় মগ্ন। 'রানা, যদি বলো আমি তোমার মুক্তির চেষ্টা করতে পারি। ফল কি হবে ঠিক জানি না। তবে প্রয়োজন হলে প্রধানমন্ত্রী···'

'ধন্যবাদ, স্যার। এখনই তার প্রয়োজন নেই। আমিও এখনও পর্যন্ত পুরো বিশ্বাস করতে পারছি না যে ওটা স্রেফ দুর্ঘটনাই ছিল। আমার মন বলছে এরমধ্যে গভীর কোন ষড়যন্ত্র আছে। আরও কিছুদিন অপেক্ষা করতে চাই আমি।'

'কেন?'

'তাও ঠিক জানি না। ট্রিক্‌কালা শেষ পর্যন্ত উদ্ধার হয় কি না, বা হ্যালসি,' কাঁধ ঝাঁকাল ও। 'হয়তো সেই আশায়।'

'অর্থাৎ?'

'তেমন কিছু ঘটলে নিশ্চিত বোঝা যাবে···'

'বুঝেছি। কিন্তু তা আদৌ ঘটবে কি না সেই আশায় অপেক্ষা করা কি ঠিক হবে? এরা তোমাদের বিরুদ্ধে চার্জ ফাইল করতে শুরু করে

দিয়েছে, যে কোনদিন শুরু হয়ে যাবে মামলা।'

'হতে দিন।'

'কিন্তু বিচারে জেল হয়ে যেতে পারে তোমার।'

মুচকে হাসল ও। 'হোক না।'

'বলছেন কি আপনি!' বিস্মিত চোখে ওকে দেখতে লাগল আরিফ। 'কত বছর জেল হয়ে যাবে, তার ঠিক কি?'

'জেল থেকে পালানো খুব কঠিন কিছু নয়, আরিফ।'

'কি যা তা বলছ, রানা! জেল থেকে পালিয়ে ব্রিটিশ পুলিসের হাত থেকে রেহাই পাবে ভেবেছ তুমি?'

'হ্যাঁ, ঠিকই তো,' বৃদ্ধকে সমর্থন জানাল আরিফ।

'আমার রেহাই পাওয়া না পাওয়ার প্রশ্ন আসে কিসে? ব্রিটিশ পুলিস কি বাংলাদেশী এক্স মেজর মাসুদ রানাকে খুঁজবে, না সৌদী ইন সার্ভিস লেফটেন্যান্ট মাসুদ রানাকে খুঁজবে?'

'আরে, তাই তো!' হঠাৎ যেন অন্ধকারে আলোর দিশা পেলেন লংফেলো। 'এ কথা তো ভেবে দেখিনি!'

'কিন্তু ওরা যদি বলে এ নামে ওদের কোন অফিসার ছিল না, নেই? তখন?' বলল আরিফ।

'বললেও এরা যাতে তার সাথে আমাকে জড়াতে না পারে, সে ব্যবস্থা করা যাবে। পাসপোর্ট যেটা ব্যবহার করেছি সৌদী আরব যাওয়ার সময়, সেটা কিছুদিনের জন্যে সরিয়ে আরেকটা ব্যবহার করব, যাতে আমার হিথ্রো হয়ে লন্ডন প্রবেশ করার প্রমাণ থাকবে।' খানিক বিরতি দিল ও। 'কিন্তু এ সমস্যা আসলে সমস্যা নয়, আমি আমার বন্ধুর কথা ভাবছি। মাল এখানে পৌঁছে দেয়ার দায়িত্ব আমিই সেধে নিয়েছিলাম, এরপর ওকে আমি মুখ দেখাব কি করে?'

এর উত্তর কারও জানা নেই।

চারদিন পর রয়্যাল ম্যারিটাইম কোর্টে শুরু হলো বিচার। মাত্র তিনদিনের মধ্যে সোজা সাপ্টা বিচার কাজ সারা হয়ে গেল। ক্যাপ্টেন হ্যালসির নির্দেশ অমান্য করা এবং সে কাজে দুই অধস্তনকে উস্কানী দেয়ার জন্যে অভিযুক্ত ঘোষণা করে তিন বছরের সশ্রম কারাদণ্ড দেয়া হলো রানাকে। গোলাম পাশাকে একই অভিযোগের সাথে গুলি চালানোর জন্যেও অভিযুক্ত করা হলো, তার হলো সাত বছরের সশ্রম কারাদণ্ড। নাওয়ার্ফের এক বছর।

ট্রিক্কালায় কি ছিল, সে প্রসঙ্গে কোন কথাই উঠল না। বিচার চলার সময় প্রতিদিনই কোর্টে হাজির ছিলেন মারভিন লংফেলো, আরিফ এবং আরও কয়েকজন। রায় শুনে কালো হয়ে গেল সবার চেহারা। রানা না দেখার ভান করল।

আত্মপক্ষ সমর্থনের কোন চেষ্টাই করল না ও। কেন হ্যালসি নির্দেশ দেয়ার পরও বোটে ওঠেনি, সে ব্যাপারে সাফাই গাওয়ার প্রয়োজন বোধ করল না। করলে লাভও হত না, জটিলতাই শুধু বাড়ত। কোর্টকে হয়তো বলে বোঝানো যেত হেন্ডরিক কি কুকীর্তি ঘটিয়েছিল। বলা যেত সেই কারণেই দুটো বোটের একটারও হদিশ পাওয়া যায়নি। বিশ্বাস হয়তো করত কোর্ট।

কিন্তু এরপরই, স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠত কেন সে বা তারা করবে এ কাজ? কিসের আশায়? সোনার কথা উল্লেখ না করে তখন যদি অন্য কোন দামী জিনিসের কথা বলে দাবি করা হত যে ওগুলো আত্মসাৎ করার জন্যে ইচ্ছে করেই জাহাজে বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে হ্যালসি এবং তার সঙ্গীরা, আমলেই আনত না কোর্ট। কারণ সোজা, নিজের বেঁচে থাকার ব্যবস্থা না করে ওরকম আত্মধ্বংসী কাজ কেউ করে না। হ্যালসির সন্ধান পাওয়া গেছে, অন্তত এই খবরটাও যদি পাওয়া যেত, একটা চেষ্টা অবশ্যই করত রানা। বিচারের রায় যেদিন হয়, সেদিন জাহাজডুবীর

চোদ্দতম দিন। খাবার-পানি ছাড়া এতদিন মানুষ বাঁচে কি করে?

শাস্তি মেনে নিলেও খটকা গেল না রানার। সেদিনের হ্যালসি -হেন্ডরিকের আলাপ, বোটের প্যাঙ্ক ঢিলা করে রাখা, তারপর আচমকা বিস্ফোরণ এবং সবাইকে ওই বোটেই তোলার জন্যে পীড়াপীড়ি, তারও আগে ক্যাপ্টেন নাইফের গায়েব হয়ে যাওয়া, বিস্ফোরণ ঘটার পরও তার অসুস্থতার নামে আড়ালে থেকে যাওয়া, সব ছায়াছবির মত চোখের সামনে ভাসছে ওর।

নিজেকে খুব ক্লান্ত, পরাজিত মনে হলো। চারদিকে হতাশার অন্ধকার ছাড়া চোখে দেখছে না কিছু। অপরাধ না করেও আইনের চোখে অপরাধী হতে হয়েছে, সাজা ভোগ করতে হচ্ছে। তাতে যত কষ্ট পাচ্ছে রানা, তার হাজারগুণ বেশি পাচ্ছে প্রিন্স আবদ-আর-রহমানের কথা ভেবে, তার পথে বসার দৃশ্য কল্পনা করে।

পরদিন সকালে সেই একই লরি ওদের তিনজনকে নিয়ে ব্যারাক ত্যাগ করল। ক্রেট খুলে আহাম্মক বনে যাওয়ার পর থেকে নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছে ওয়ারেন্ট অফিসার নাওয়াফ, তার আর পরিবর্তন হয়নি। সারাক্ষণ মনমরা, গম্ভীর সে। সার্জেন্ট আহমাদের মৃত্যু, আর মাসুদ রানা, গোলাম পাশার কারাদণ্ড ইত্যাদির জন্যেও সে নিজেকেই মনে মনে দায়ী করে।

প্লাইমাউথ পাশ কাটিয়ে ইয়েলভার্টন হয়ে গাড়ি দক্ষিণমুখো হতেই একটা ভয় ভয় ভাব ঘিরে ধরল মাসুদ রানাকে। কোন জেলে রাখা হবে ওদের জানা ছিল না এতক্ষণ, গাড়ির বাঁক ঘোরা দেখে তা বুঝে ফেলল। প্রিন্সটাউনের দিকে চলেছে ওরা, তার মানে কুখ্যাত ডার্টমূর জেলের দিকে।

ওর আশঙ্কাই সত্যি হলো। ইংল্যান্ডের সবচেয়ে দুর্ভেদ্য এবং কুখ্যাত

ডার্টমূর কারাগারে নিয়ে আসা হলো ওদের। খুব বাজে পরিবেশ এখানকার। পাথরের তৈরি পায়রার খোপের মত সেলে বারো মাসই থাকে হাড় কাঁপানো শীত। এই জেলের নাম শুনলে এ-দেশের যে-কোন ভয়ঙ্কর অপরাধীর বুকও কেঁপে ওঠে ভয়ে। ত্রিশ ফুট উঁচু কংক্রিটের দেয়াল দিয়ে ঘেরা জায়গাটা। ভেতরে আছে 'T' আকৃতির জেলখানা, ওয়ার্ডারদের ছোট ছোট কোয়ার্টার, অফিস বিল্ডিং আর বিশাল এক স্টোর রুম।

গাড়ির হর্ন শুনে ভেতর থেকে বেরিয়ে এল সশস্ত্র, স্মার্ট এক গার্ড। ড্রাইভারের পাশে বসা এক লেফটেন্যান্টের কাগজপত্র চেক করল যথেষ্ট সময় নিয়ে, তারপর হাত তুলে ভেতরে অপেক্ষমাণ সঙ্গীকে বুড়ো আঙুল দেখাল। বিকট ঘড়-ঘড় শব্দে খুলে গেল বিদ্যুৎচালিত ভারী গেট। এগোল লরি, কয়েক সেকেন্ড পর থেমে দাঁড়াল আবার। খটাং করে খুলে গেল পিছনের দরজা। মোটা হান্টার হাতে এক ওয়ার্ডার দাঁড়িয়ে রয়েছে দরজার কাছে।

লোকটার প্রকাণ্ড দেহ আর বিকট চেহারাই যথেষ্ট যে-কারও বুকে কাঁপন ধরিয়ে দিতে। শুধু শুধু হান্টার রেখেছে সে হাতে, কোন প্রয়োজন নেই ওটার। নিচু হয়ে ভেতরে তাকাল লোকটা। 'ইউ থ্রী, আউট ইউ গেট!'

নেমে পড়ল ওরা, নীরবে অনুসরণ করল ওয়ার্ডারকে। দু'মিনিট পর পাশাপাশি নিরেট গ্র্যানিট পাথরের তৈরি তিনটি হিম শীতল সেলে ঢুকিয়ে দেয়া হলো ওদের, গোটা সেল ব্লক কাঁপিয়ে লেগে গেল পুরু লোহার বারওয়ালা দরজা। পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল ওরা সবকিছু থেকে। নিজেদের মুখ দেখাদেখিরও উপায় রইল না। একটু পরই সঙ্গে আরেকজন নিয়ে ফিরে এল ওয়ার্ডার লোকটা। ওদের জন্যে নতুন কম্বল, বিছানার চাদর, আর বালিশের কভার দিয়ে গেল।

প্রথম রাতটা প্রায় নির্ঘুম কাটল রানার। মাথার মধ্যে নানান আবোল তাবোল চিন্তা ঘুরপাক খেলো রাতভর। ট্রিককালায় বিস্ফোরণ সাজানো কি না, ক্যাপ্টেন হ্যালসি, ক্যাপ্টেন নাইফ বেঁচে আছে কি না, রানা তাদের ভুল বুঝেছে কি না, ইত্যাদি অসংখ্য চিন্তা ধারাল ছুরির মত খোঁচাল। তবে এতকিছুর পরও একটা কথা ভেবে সান্ত্বনা পেল রানা, বিবেক ওকে দংশাচ্ছে না। ও যে কোন অন্যায় করেছে, তেমন অনুভূতি ভুলেও জাগছে না। বরং যা করেছে ঠিকই করেছে বলে মনে হচ্ছে।

ভোরের দিকে সামান্য তন্দ্রা লেগে এসেছিল, আচমকা কেটে গেল তা নিচু কণ্ঠের কান্না শুনে। উঠে বসল রানা। পাশের সেলে ওয়ারেন্ট অফিসার নাওয়াফ কাঁদছে খুব করুণ সুরে। বেচারী!

পরদিন সকাল থেকে শুরু হলো কাজ। ভোরে এক ঘণ্টা এক্সারসাইজ, তারপর ব্রেকফাস্ট। আধঘণ্টা বিশ্রাম, এরপর আসল কাজ। সব্জি বাগানের টুকটাক এটা ওটা, সাথে পুরো সেল ব্লক পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার কাজ। বারোটায় লাঞ্চ—এক ঘণ্টা বিশ্রাম; তারপর আবার কাজ।

দ্বিতীয় দিন দুপুরে রানার সাথে দেখা করতে এলেন মারভিন লংফেলো। সাথে আরিফও ছিল। দু'জনের চেহারাই বিমর্ষ, চিন্তিত। বিশেষ কথাবার্তা হলো না। যাওয়ার সময় লংফেলো জেলারকে কি বলে গেছেন জানে না রানা, তবে সেদিন থেকে ওর প্রতি যথেষ্ট নমনীয় ভাব দেখাতে শুরু করল লোকটা। দুপুরে রেস্টের সময় নিয়মিত টহলে আসার পথে ওর জন্যে গোপনে খবরের কাগজ নিয়ে আসতে লাগল। বাইরের পৃথিবী সম্পর্কে জানার সুযোগটা পেয়ে খুশি হলো রানা।

পঞ্চম দিনও এল সে। পত্রিকা হাতে ধরিয়ে দিয়ে মুচকে হাসল। 'এক মেয়ে এসেছে তোমার সাথে দেখা করতে।'

অবাক হলো ও। 'মেয়ে! আমার সাথে দেখা করতে?'

'হ্যাঁ,' জেলারও হাসল। 'অল্পবয়সী এবং সুন্দরী।'

'আমার সাথে!'

'বুঝেছি, ওকে না দেখলে বিশ্বাস হবে না তোমার। আমি পাঠিয়ে দিচ্ছি গিয়ে।'

মাথা দোলাল রানা। ভেবে পেল না এখানে কোন্ মেয়ে এল ওর সাথে দেখা করতে। পাঁচ মিনিট পর ব্লকের দীর্ঘ করিডরে দু'জোড়া পায়ের আওয়াজ উঠল—একটা ভারী, অন্যটা হালকা, হাই হীলের খুট খুট শব্দ তুলে এগিয়ে আসছে। পত্রিকা বালিশের তলায় গুঁজে দরজার দিকে তাকিয়ে থাকল রানা চোখ কুঁচকে।

একেবারে আকাশ থেকে পড়ল ও জেনিফার সোরেলকে দেখে। তাকে ভেতরে ঢুকিয়ে তালা মেরে দিয়ে চলে গেল সেদিনের সেই ওয়ার্ডার। চোখে বিস্ময় নিয়ে মেয়েটির দিকে তাকিয়েই থাকল রানা। মেয়েটি যে সত্যিই খুবই সুন্দরী, এই প্রথম উপলব্ধি করল ও। মিঙ্ক কোট আর বেরেট পরে আছে জেনিফার। কাছে এসে রানার দু'হাত নিজের মুঠোয় পুরে নিল সে। 'হ্যালো, রানা, কেমন আছ তুমি?'

'ধন্যবাদ, ভাল। কিন্তু তুমি কি মনে করে?'

'তোমাকে দেখতে এলাম। আরও আগেই আসতাম, কিন্তু জরুরী কিছু কাজে আটকে গিয়েছিলাম বলে আসতে পারিনি।'

'কোন ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই, জেনিফার। তুমি যে এসেছ সেটাই এখনও আমার বিশ্বাস হচ্ছে না। অনেক ধন্যবাদ তোমাকে। বোসো।'

সেলের একমাত্র চেয়ারটায় বসল জেনিফার, রানা বসল নিজের কটে। 'ধন্যবাদ তোমার প্রাপ্য মাসুদ রানা। সেদিন যদি তোমার কথা না শুনতাম, বোটে উঠে পড়তাম...'

'বাদ দাও। দেশের কথা বলো। তোমার বাবা কেমন আছেন? আর

সব?'

'ভাল। রানা, তোমাকে একটা বিশেষ খবর দেয়ার আছে।'

'বিশেষ খবর? কি?'

'ব্যারেন্ট সাগরে গতকাল উদ্ধার করা হয়েছে ক্যাপ্টেন হ্যালসি আর...'

'কি বললে!' শক্ত হয়ে গেল ও।

হাসল মেয়েটি। 'হ্যাঁ। একুশ দিন পর অবশেষে পাওয়া গেল ওদের। আজকের পত্রিকায় আছে সে খবর।'

রক্ত চলাচলের গতি দ্রুত বেড়ে গেল রানার, বুকের খাঁচায় ঢপ্ ঢপ্ বাড়ি খাচ্ছে হৃৎপিণ্ড। দুই কানে অবিরাম হাতুড়ির বাড়ি পড়তে শুরু করেছে। 'ট্রিক্‌কালার খোঁজ পাওয়া গেছে?'

'না। ওটা ডুবে গেছে। একই লাইফবোটে ছিল ওরা পাঁচজন। ক্যাপ্টেন হ্যালসি, তোমাদের কমান্ডিং অফিসার, সেকেন্ড অফিসার হেন্ডরিক...'

'এবং ক্রু উলফ আর ইভানস।'

চোখ কোঁচকাল জেনিফার। 'তুমি জানলে কি করে?'

'অনুমান।' অস্থির হয়ে উঠল মাসুদ রানা। 'এতদিন...এতদিন বোটে ছিল ওরা?'

'তাইতো পড়েছি কাগজে।'

'না খেয়ে এতদিন...'

'বোটে ওঠার সময় ক্যাপ্টেন নাকি সঙ্গে কিছুদিন চলার মত খাদ্য আর পানি নিয়েই উঠেছিল। শেষদিকে অবশ্য কয়েকদিন আধপেটা খেয়ে, না খেয়ে থাকতে হয়েছে।'

'জেনি, একটু বসবে, প্লীজ! আমি খবরটায় একবার চোখ বুলিয়ে নিই, কেমন?'

'পত্রিকা আমি এনেছিলাম তোমার জন্যে, কিন্তু জেলার রেখে চরম বিস্ময় ফুটল তার চেহারায় বালিশের তলা থেকে ওকে পত্রিকা বের করতে দেখে। 'সে কি! তোমার কাছে পত্রিকা!'

রানার খেয়াল নেই কোনদিকে, খবরটা খুঁজছে পাগলের মত। 'ওটা কি, লন্ডন টাইমস?' জানতে চাইল জেনিফার।

'হ্যাঁ।'

'তাহলে শেষ পৃষ্ঠায় দেখো।'

দ্রুত পত্রিকা ঘোরাল ও, এবং প্রথমেই ট্রিক্‌কালা শব্দটার ওপর চোখ পড়ল। শেষ কলামে ইঞ্চি ছয়েক জুড়ে ছাপা হয়েছে খবরটা। গোগ্রাসে পড়ল। স্কটল্যান্ড উপকূলের ফ্যারো দ্বীপপুঞ্জের পঞ্চাশ মাইল উত্তর-পুবের খোলা সাগর থেকে গতকাল এক গ্রীক্ জাহাজ তাদের উদ্ধার করেছে বলে লিখেছে পত্রিকা।

উদ্ধারকারী জাহাজের ক্যাপ্টেন তাদের ঘটনাস্থল থেকে অতদূর সরে আসা সম্পর্কে বিস্ময় প্রকাশ করেছেন বলেও বলা হয়েছে। তাঁর মতে, ট্রিক্‌কালা ডুবে যাওয়ার দিন বাতাসের গতি ছিল পশ্চিমমুখী। পরদিন দুপুরের আগে ঝড় থেমে যাওয়ার পর তা দিক পরিবর্তন করে দক্ষিণমুখো হয়। সেই অনুযায়ী তাদের ডগার ব্যাঙ্কের দিকে সরে যাওয়া উচিত ছিল—সেটাই স্বাভাবিক হত। বদলে উত্তর-পুবে ভেসে গেছে তারা। ব্যাপারটা বেশ বিস্ময়কর।

অবশ্য তাঁর অভিমত প্রত্যাখ্যান করেছে ট্রিক্‌কালার ক্যাপ্টেন। তার মতে বাতাস টানা দক্ষিণমুখো ছিল না, বরং বেশির ভাগ সময়ই উত্তরমুখো ছিল। উদ্ধার করার সময় হ্যালসি এবং তার সঙ্গীরা প্রত্যেকে ক্ষুৎপিপাসায় পর্যুদস্ত ছিল। দু'তিন দিনের মধ্যে তাদের লন্ডনে আশা করা হচ্ছে।

পত্রিকা ভাঁজ করে কোলের ওপর রাখল ও। শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে

থাকল সামনের দেয়ালের দিকে, বুকের মধ্যে চাপা উল্লাস। মন বলছে, ঘটনাস্থল থেকে বাতাস হ্যালসিকে ঠেলে নিয়ে যায়নি উল্টোদিকে, সে ইচ্ছে করেই গেছে বিশেষ উদ্দেশ্যে।

'কি হলো, রানা?' বলল জেনিফার সোরেল।

'কিছু না। তুমি এখন আছ কোথায়?'

'লন্ডনে। তিনদিন হলো কাজে যোগ দিয়েছি। আজ রোববার, ভাবলাম তোমার সাথে দেখা করে যাই। দেশ থেকে ফেরার সময় বাবাও বার বার বলে দিয়েছেন আসতে। উনি তোমাদের বিচারের সব খবরই পড়েছেন খুব মন দিয়ে। সুস্থ থাকলে নিজেই হয়তো আসতেন তোমাকে ধন্যবাদ জানাতে।'

'তুমি যে আমাকে মনে রেখেছ, সে জন্যে আমি কৃতজ্ঞ, জেনি।'

'কি যে বলো! তোমার জন্যেই তো আজও বেঁচে আছি।'

বিশ্রামের পুরোটা সময় ওর সাথে কাটাল জেনিফার সোরেল তারপর আবার আসবে বলে বিদায় নিল। সে যাওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে এল আরিফ। একই খবর জানাতে এসেছে রানাকে। সাক্ষাতের জন্যে ওকে দশ মিনিট অতিরিক্ত বরাদ্দ করল জেলার। প্রতিটি সেকেন্ড কাজে লাগাল রানা। নিচু কণ্ঠে একনাগাড়ে অনেকগুলো নির্দেশ দিল ও আরিফকে।

আশা-নিরাশার দোলায় দুলতে দুলতে চলে গেল যুবক।

বিকেলে খবরটা পাশা-নাওয়াফকে জানাবার জন্যে অস্থির হয়ে থাকল রানা, কিন্তু সুযোগ পাওয়া গেল না। ধারেকাছে দেখতে পেল না ও তাদের, আর কোথাও কাজ পড়েছে নিশ্চই।

অনেক রাতে, সবাই ঘুমিয়ে পড়তে উঠল রানা বিছানা ছেড়ে। পাশের সেল নাওয়াফের, তার পরেরটা পাশার। নাওয়াফের সেলের দিকে এগোল ও, পাথরের দেয়ালে আঙুলের গাঁট দিয়ে টোকা মারতে

শুরু করল। এক মিনিট থেমে থেমে সঙ্কেত দিল, তারপর দেয়ালে কান পাতল। জবাব নেই। ফের শুরু করল। আঙুলের গাঁট লাল হয়ে ফুলে উঠল, তবু সাড়া নেই। হতাশ হয়ে পড়তে যাচ্ছিল রানা, অবশেষে নবম দফায় পাল্টা সঙ্কেত শোনা গেল।

এবার আসল সাঙ্কেতিক বার্তা পাঠাতে শুরু করল ও। একটু পর দেয়ালে ক্ষীণ ঠুক্-ঠুক্ আওয়াজে আকৃষ্ট হয়ে পাশাও নিজের উপস্থিতি জানান দিল। মোর্স সঙ্কেতের সাহায্যে বহু আকাঙ্খিত খবরটা জানিয়ে দিল ওদের রানা।

প্রতিটি মুহূর্ত এক অস্থির প্রতীক্ষায় কাটতে লাগল রানার। দিনে রুটিন বাঁধা ছক অনুযায়ী কাজ করে যায় মুখ বুজে, রাতের বেশির ভাগ সময় কাটে ছোট্ট সেলে পায়চারি করে। জায়গা নেই, ছয় পা গেলেই ফুরিয়ে যায়, তবু ওর মধ্যেই ঘণ্টার পর ঘণ্টা হাঁটে ও। চিন্তায় কুঁচকে থাকে কপাল, চোখে জ্বল-জ্বল করে অজানা এক আশার আলো।

ডার্টমূরের সমস্ত কাজ বেশ শৃঙ্খলার সাথে চলে। উনিশ শতকের শুরুতে ফরাসী ও আমেরিকান বন্দীদের জন্যে তৈরি করা হয় এই কারাগার। বর্তমানে এটা বিশেষ করে কিশোর অপরাধীদের সংশোধনাগার হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। চুরি-ছিনতাই ইত্যাদি অপরাধে প্রায় তিনশো কিশোর রয়েছে এখানে। বেশিরভাগ শুধু নামেই কিশোর। বাইশ-তেইশ বছরের তাগড়া জোয়ানরাও সরকারের খাতায় কিশোর এখানে। অনেক দাগী আসামী আছে তার মধ্যে।

নিজের গরজেই তাদের আনঅফিশিয়াল নেতা, আধা আইরিশ আধা স্কট, জিমের সাথে ভাব জমিয়ে ফেলল মাসুদ রানা। যেমন বিশালদেহী তেমনি খেপাটে স্বভাব তার। ভোরে এক্সারসাইজের সময় সেধে একদিন তাকে জুডোর দুটো প্যাঁচ শেখাল ও। এতই খুশি হলো

সে যে বিনা দ্বিধায় ওস্তাদ মেনে নিল রানাকে। কয়েকদিনের মধ্যে অনেকগুলো প্যাঁচ আয়ত্ত করতে পেরে খুশি আর ধরে না তার। এরপর সে নিজে ওগুলো শেখাতে শুরু করল নিজের শিষ্যদের। পুঁজিটা ভবিষ্যতের জন্যে তুলে রাখল রানা।

এক এক করে আরও সাতদিন কেটে গেল। রোজই খবরের কাগজ হাতে পায় রানা, কিন্তু ট্রিক্‌কালা বা হ্যালসির কোন খবর চোখে পড়ে না। দিন যত যায়, তত একটু একটু স্তিমিত হয়ে আসে আশার আলো। কিছুই আর ভাল লাগে না।

অবশেষে এক পানসে দুপুরে মারভিন লংফেলো স্বয়ং নিয়ে এলেন হ্যালসির খবর। জানালেন, লোকটা নাকি 'ট্রিক্‌কালা উদ্ধার অভিযানে' যাওয়ার জন্যে সরকারের অনুমতির আশায় দেন দরবার শুরু করেছে গোপনে। তার বিশ্বাস, চেষ্টা করলে সে জাহাজটাকে উদ্ধার করতে সক্ষম হবে, হয়তো। পরিবেশগত পরিণামের কথা ভেবে এ অভিযানে যেতে চায় হ্যালসি। জাহাজে পারমাণবিক প্ল্যান্টের যন্ত্রাংশই কেবল ছিল না, বিপজ্জনক কিছু রাসায়নিকও ছিল। ওগুলো সাগরের পরিবেশ নষ্ট করবে বলে মানবিক কারণে জাহাজটা উদ্ধার করা জরুরী। ওটা কোথায় ডুবেছে সে ব্যাপারে তার মোটামুটি ধারণা আছে। অনুমতি পেলে সে সরকারকে সাহায্য করতে প্রস্তুত।

'পাচ্ছে তো অনুমতি?' নির্বিকার গলায় জানতে চাইল রানা।

'অবশ্যই! যাতে পায়, সে ব্যবস্থা আমিই করব।'

'মনে হয় খবরটা শেষ পর্যন্ত গোপনই রাখবে হারামজাদা।'

'তাই করবে,' বললেন বিএসএস প্রধান। 'ও বোঝে, জানাজানি হলে সৌদী সরকার কূটনৈতিক পর্যায়ে মুখ খুলবে। ভেবো না, ওটা গোপন রাখার ব্যবস্থা যদি করতে হয়, তাও করব আমি সরকারীভাবে। এবার তুমি কি করতে চাইছ, বলো।'

'একটু ভাবতে হবে, স্যার। পরে জানাব।'

'ও কে, রানা।'

'এরমধ্যে আপনাদের কারও আসার দরকার নেই এখানে, আরিফকেও বলে দেবেন যেন না আসে।'

'বেশ।'

'হ্যালসির অভিযান শুরু হওয়ার বিষয়টা পাকা হলে জানাবেন। এর মধ্যে ভেবে ঠিক করছি আমি কি ভাবে কি করব।'

'তাই করো।'

'অভিযানে ক্যাপ্টেন নাইফ যাচ্ছে?'

'সে-সব এখনও ঠিক হয়নি। তবে লন্ডনেই আছে লোকটা, দেশে ফেরার নাম করছে না। আর, তোমার কথামত প্রিন্স রহমানের খোঁজ নিয়েছি আমি, রানা।'

প্রশ্ন করল না ও, নীরবে তাকিয়ে থাকল বৃদ্ধের দিকে।

মাথা দোলালেন তিনি এপাশ-ওপাশ। 'খবর খুব খারাপ। মেডিক্যাল বোর্ডের তত্ত্বাবধানে আছেন। আধা উন্মাদ হয়ে গেছেন। খাওয়া নেই, ঘুম নেই, এমনকি স্ত্রীর সাথে পর্যন্ত একটা কথা বলেননি খবর শোনার পর থেকে।'

একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল মাসুদ রানা।

সে রাতটাও একেবারেই নির্ঘুম কাটল। সন্দেহ শেষ পর্যন্ত সত্যি হয়ে দেখা দেয়ায় মনে মনে অসম্ভবরকম খুশি। এবার বের হতে হবে ওকে ডার্টমূর থেকে। পালাতে হবে। গভীর রাতে হ্যালসির তৎপরতার খবর গোলাম পাশা আর নাওয়াফকে জানাল রানা মোর্স সঙ্কেতের সাহায্যে। অপ্রত্যাশিত কোন পরিস্থিতি মোকাবেলা করার জন্যে মানসিক প্রস্তুতি নেয়ারও নির্দেশ দিল।

তারপর জেল থেকে পালানোর উপায় নিয়ে ভাবতে শুরু করল।

ছয়

পরদিন রবিবার। জেনিফার সোরেল আবার এল রানার সাথে দেখা করতে। দুপুরের রেস্টের সময়টা তার সাথে নানান গল্পে কাটিয়ে দিল ও। মেয়েটি একবার বলেছিল ওদের সমুদ্রগামী একটা বোট আছে, ভোলেনি রানা। ওটার ব্যাপারে বিস্তারিত জেনে নিল এই সুযোগে। ওর গ্রামের বাড়ির ঠিকানাও।

'এসব জেনে কি হবে এখন?' হেসে জানতে চেয়েছে জেনিফার। 'মাসও তো পুরো হয়নি তোমার মেয়াদের।'

'পুরো হলে যাব তোমাদের ওখানে বেড়াতে।'

মেয়েটি বিদায় নেয়ার আগেই মনে মনে ঠিক করল রানা, ওই বোট নিয়েই অভিযানে যাবে ও সম্ভব হলে। লংফেলো বা রানা এজেন্সিকে জড়াবে না। যেটুকু সাহায্য একান্ত প্রয়োজন, সেটুকু ছাড়া।

যা করতে যাচ্ছে, তা নিয়েও কম মাথা ঘামায়নি রানা। ডার্টমূর কারাগারের ইতিহাস মোটামুটি জানে ও। বোঝে, এখান থেকে বের হওয়া আর পালিয়ে যেতে পারার মধ্যে বিস্তর ফারাক। কষ্টেসৃষ্টে বের হতে পেরেছে কেউ কেউ, কিন্তু পালাতে পারেনি, ধরা পড়তে হয়েছে আবার। এতবছরের মধ্যে মাত্র চার কি পাঁচজন, সম্ভবত, সত্যি সত্যি পেরেছে পালাতে।

তাই নিজেদের ভবিষ্যৎ নিয়ে উদ্বিগ্ন ও। যখন জেল ছেড়ে পালাবে ও, একেবারেই পালাবে। ধরা পড়া চলবে না। আসল উদ্দেশ্যই বরবাদ হয়ে যাবে তাহলে, রানা তা হতে দেবে না প্রাণ থাকতে।

পরদিন সকালে ভাগ্য ওর পক্ষ নিল। ডজনখানেক আসামীর সাথে ওকে নতুন এক কাজে লাগিয়ে দেয়া হলো। কারাগারের বাউন্ডারি ওয়াল রং করার কাজ। স্টোর থেকে রঙের কৌটা, ব্রাশ এবং লম্বা লম্বা মই নিয়ে কাজে লেগে পড়ল ওরা। এই সুযোগে মইয়ের দৈর্ঘ্যও মাপা হয়ে গেল রানার। চব্বিশ ফুটী মইয়ের মাথায় দাঁড়ালে দেয়ালের কিনারা অনায়াসেই হাতে পাওয়া যায়।

প্রথমদিন কাজের ফাঁকে সামান্য পুটি সরিয়ে ফেলল রানা। সেলে ফিরে জিনিসটা সিগারেট প্যাকেটের সেলোফেন মোড়ক দিয়ে ভাল করে মুড়ে ম্যাট্রেসের তলায় গুঁজে রাখল। সেলোফেন জিনিসটাকে বাতাসের আর্দ্রতা থেকে রক্ষা করবে, জমাট বেঁধে যাওয়াটা ঠেকাবে।

দুই দিন পর বিকেলে এল আরেক সুযোগ। কাজ করতে করতে তারপিন ফুরিয়ে গেল ওর। মইয়ের মাথা থেকে ব্যাপারটা স্ক্রু ইন-চার্জকে জানাতে হাত ইশারায় ওকে নেমে পড়তে বলল সে। এক সহকর্মীর সাথে গল্পে ব্যস্ত তখন লোকটা। রানার হাতে চাবির গোছা তুলে দিয়ে স্টোর থেকে তারপিন নিয়ে আসার নির্দেশ দিল। স্টোর কাছেই, ভয়ের কিছু নেই জেনেই দিয়েছে সে চাবি।

এরকম এক সুযোগের অপেক্ষাতেই ছিল রানা। পাঁচ মিনিট পর যখন তারপিন নিয়ে ফিরে এল, স্টোর রুমের তালার চাবির ছাপ তখন ওর পকেটে, নরম পুটির গায়ে গভীর দাগ কেটে বসে আছে।

দু'দিন পর আরিফ এল দেখা করতে। জানাল হ্যালসি অভিযান চালানোর অনুমতি পেয়েছে। সরকার তাকে জাহাজ এবং প্রয়োজনীয়

অন্য সব ইকুইপমেন্টস দিয়ে সাহায্য করতে রাজি হয়েছে খুশি মনে। হ্যালসির গতিবিধির ওপর কড়া নজর রাখার নির্দেশ দিল রানা তাকে।

'ক্যাপ্টেন নাইফকে সবার আগে চাই আমার। ও কোথায় আছে, কি করছে, সব খবর চাই আমি।'

'জ্বি, লক্ষ রেখেছি।'

পুটির দলাটা আলগোছে আরিফের হাতে তুলে দিল মাসুদ রানা। 'সাবধানে রেখো। চারি নিখুঁত হওয়া চাই। এর ওপর অনেক কিছু নির্ভর করছে।'

'কবে বের হওয়ার প্ল্যান করেছেন, মাসুদ ভাই? যদি বলেন, বাইরে থেকে সাহায্য করার ব্যবস্থা করতে পারব আমি।'

'সময় হোক, জানাব। তোমার সাহায্য প্রয়োজন হবে। চাবিটা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব দিয়ে যেয়ো, পরীক্ষা করে দেখতে হবে।'

'জ্বি।'

মিনিট দশেক নিচু কণ্ঠে আলাপ করল ওরা খুব গুরুত্বপূর্ণ এক বিষয় নিয়ে। রানাই বলল বেশিরভাগ কথা, আরিফ শুনে গেল, থেকে থেকে মাথা ঝাঁকাল। কথা এতই নিচু কণ্ঠে বলল রানা যে সেলের দেয়ালও শুনতে পেল না কিছু।

পরদিন পাশা আর নাওয়াফও জুটে গেল পেইন্টিঙের কাজে। এখানে আসার পর এই প্রথম সামনাসামনি দেখা ওদের। এই ক'দিনেই শুকিয়ে অর্ধেক হয়ে গেছে ওয়ারেন্ট অফিসার। সারা গালে গিজগিজে দাড়ি, চোখ বসে গেছে গর্তে। রানার সাথে চোখাচোখি হতে ফ্যাকাসে হাসি দিয়ে নজর নামিয়ে নিল সে।

'এত হতাশ হলে কাজ করবে কি ভাবে, নাওয়াফ?' চাপা কণ্ঠে বলল

রানা।

স্ক্রু ইন চার্জের নির্দেশে তারপিনে পুটি গোলাচ্ছিল লোকটা, ওর নরম কথায় চোখে পানি এসে গেল। 'জীবনে কোন জেলখানার ধারেকাছেও যাইনি, স্যার। মনে মনে করুণা করেছি কয়েদীদের, সেই জন্যে বোধহয় কপালে এই ভোগান্তি জুটল।'

'মনে সাহস রাখো। নিশ্চিন্তে কাজ করে যাও। খুব শিগগিরি বেরিয়ে যাব আমরা এখান থেকে।'

'কিন্তু, স্যার...'

'সব সময় খেয়াল রাখবে, আমরা কোন অন্যায় করিনি। তাহলে মনের জোর বজায় থাকবে।'

'আমরা কি পারব হ্যালসিকে ধরতে?'

চোখের কোণ দিয়ে স্ক্রুকে এদিকেই আসতে দেখে হাতের কাজে মন দিল ও। ঠোঁট না নাড়িয়ে বিড় বিড় করে বলল, 'অবশ্যই পারব। পারতেই হবে আমাদের।'

'কাম অন, মাসুদ রানা,' হাঁক ছাড়ল স্ক্রু লোকটা। 'তুমি নিয়ম ভঙ্গ করছ কথা বলে।'

'দুঃখিত, মেট,' হাসল ও দাঁত বের করে। 'ভুলে দেশলাই ফেলে এসেছি সেলে। ওর কাছে...'

'কাম, কাম! কয়েদী চরিয়ে চুল পাকিয়েছি আমি। কাজে মন দাও।'

সে রাতেই ডিনারের পর এক প্যাকেট তাস নিয়ে জিমকে কাছে ডাকল রানা। 'এসো, তোমাকে কয়েকটা ট্রিক শিখিয়ে দেই। ভবিষ্যতে কাজে লাগবে।'

এক টেবিলে মুখোমুখি বসল ওরা। রানা তাস বাটতে শুরু করল। চোখ হাতের ওপর। রিক্রিয়েশন হল একেবারে গিজ গিজ করছে। 'কিশোর সংশোধনাগার' হওয়ায় কিছু কিছু সুবিধে পেয়ে থাকে ডার্টমূর,

তার মধ্যে টিভি, কার্ড ইত্যাদি আছে। অন্য কয়েদীরাও এসব সুবিধে ভোগ করতে পারে। টিভি সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয় এসবের মধ্যে। প্রায় সবাই বসে আছে টিভি ঘিরে।

ধারেকাছে কোন ওয়ার্ডার নেই দেখে মুখ খুলল ও। 'জিম, বিশেষ এক কাজে সাহায্য চাই তোমার।'

'পালাতে চান?' জিম নির্বিকার।

অবাক হলো ও। চোখ তুলে দেখল যুবককে। 'কি করে বুঝলে?'

'কি করে জানি না, ওস্তাদ, মনে হলো আর কি! এটা একেবারেই আলাদা এক জগৎ, জানেন! এখানে কাউকে সাহায্য করার বা কারও সাহায্য চাওয়ার মত বিষয় এ-ছাড়া তেমন একটা নেই। আপনি নিশ্চিন্তে বলুন, ওস্তাদ। আমি আমার যথাসাধ্য করব। আগেও করেছি কয়েকজনকে। বুদ্ধু সব একেকটা, একজন বাদে প্রত্যেকে ফের ধরা খেয়েছে দু'চার ঘণ্টার মধ্যেই।'

কার্ডের ওপর দিয়ে ওকে দেখল আধা-আইরিশ-আধা-স্কট। হাসল মুখ টিপে। 'ইউ নো, ওস্তাদ, সাহায্যের মর্যাদা রক্ষার ক্ষমতা যার আছে, তাকে সাহায্য করেও মজা পাওয়া যায়। আমার বিশ্বাস আপনার তা আছে।'

'ধন্যবাদ। বিনিময়ে কি চাও তুমি, কত হলে করবে কাজটা?'

'টাকা!' চাউনি বিস্ফারিত হলো তার। 'বলেন কি, ওস্তাদ! টাকা দিয়ে কি করব আমি?'

'মানে?'

'টাকা খরচ করতে হলে তো এখান থেকে বের হতে হবে আমাকে, তাই না? কিন্তু আমার সে ইচ্ছে নেই।'

'কেন?'

'বের হয়ে করব কি? গায়ে ছাপ পড়ে গেছে আমার, কেউ চাকরি

দেবে না। সেই চুরি-রাহাজানি করে ফিরে আসতেই হবে এখানে, কিন্তু অহেতুক ওই ঝামেলায় আমি আর যেতে চাই না। আগে দু'বার ছাড়া পেয়েছিলাম, পরিণতি কি হয়েছে বুঝতেই পারছেন। এখানে দলে-বলে আছি, ভালই আছি, ওস্তাদ। এ জীবনে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি।'

'তাই বলে পুরো জীবনটাই এখানে কাটাবে নাকি তুমি?' বিস্ময় চেপে রাখতে পারল না ও।

'এখন পর্যন্ত সেই রকমই ইচ্ছে আছে। অন্তত খাওয়া-পরার চিন্তা তো করতে হয় না। বাইরে গেলে করতে হবে।'

'তোমার আর কেউ নেই?'

'নাহ্! কেউ নেই, সেদিক থেকেও হাত-পা ঝাড়া আমি।' কিছু সময় চুপ করে থাকল জিম। 'আমার চিন্তা বাদ দিন, ওস্তাদ, নিজের কথা ভাবুন। কি ভাবে পালাবেন, সেই পরিকল্পনা করুন।'

'ভেবেছি।'

'আরও ভাবুন। এখান থেকে বের হওয়া খুব একটা কঠিন নয়, কঠিন তার পরেরটা। জানাজানি হওয়ামাত্র চারদিকের সব পথ সীল করে দেবে পুলিস, কুকুর লেলিয়ে দেবে। বাই চান্স ধরা পড়ে গেলে কম করেও তিন বছর বাড়বে সাজা।'

ওপর-নিচে মাথা দোলাল রানা। 'জানি। সবদিক ভেবেই সিদ্ধান্ত নিয়েছি।'

'ওকে। আপনার সাফল্য কামনা করি। তাহলে আমার পরিশ্রম সার্থক হবে। আমি আপনাকে একটামাত্র উপায়ে সাহায্য করতে পারি, ওস্তাদ। অন্যদেরও সেভাবেই করেছি।'

'কি উপায়ে?'

'আগে আপনি বলুন কি সাহায্য আশা করছেন। যদি বুঝি তাতে কাজ হবে, সেভাবেই চেষ্টা করব।'

'তোমার দলে কত কিশোর আছে?'

'তিনশোর কিছু কম।'

'সবাই তোমার বাধ্য?'

'পুরোপুরি।'

'সময়মত ওদের দিয়ে যদি দাঙ্গা বাধিয়ে দেয়া যায়, গার্ডরা সবাই ব্যস্ত হয়ে পড়বে, সেই সুযোগে...' জিমকে হাসতে দেখে থেমে গেল রানা। 'হাসছ যে?'

'কারণ আমার খুশি লাগছে। বুঝে গিয়েছি আপনি সফল হবেন, আমার পরিশ্রম মাঠে মারা যাবে না।'

'বুঝলাম না।'

'এ কাজ আমি যতবার করেছি, ওস্তাদ, দাঙ্গা বাধিয়েই করেছি। আমি অবাক হচ্ছি ঠিক এই চিন্তাটাই আপনার মাথায় কি করে এল ভেবে।'

'কাজ হবে বলছ?'

'হবে মানে! হতেই হবে। শুধু আপনাকে একটু ফাস্ট হতে হবে।'

'পনেরো মিনিট সময় হলেই চলবে আমার।'

তর্জনী দেখাল জিম। 'আমি এক ঘণ্টা ব্যস্ত রাখব গার্ডদের।'

'সবাইকে অর্গানাইজ করতে কত সময় লাগবে তোমার?'

'দশ মিনিটও না। আমি একবার মুখ দিয়ে বললেই বাতাসের আগে ছড়িয়ে যাবে তা।'

'কিন্তু কেউ যদি...'

'নট আ চান্স, ওস্তাদ। ওরা প্রত্যেকে যেমন ভালবাসে আমাকে, তেমনি ভয়ও করে যমের মত।'

অনেকটা আশ্বস্ত হলো রানা। ছেলেরা শুধুই ভয় করে জিমকে, ব্যাপারটা এরকম হলে চিন্তার বিষয় ছিল। ভয় আর ঘৃণা, হিংসা ইত্যাদি

পাশাপাশি বাস করে। তেমন হলে ভয় থেকে জন্ম নেয়া হিংসা চরিতার্থ করার জন্যে সময়মত কারও মুখ খোলা সম্ভব ছিল। কিন্তু ভালবাসাও যখন রয়েছে, তখন ভরসা করা যায় সেরকম কিছু ঘটবে না।

অবশ্য শেষ মুহূর্তে কিছু একটা অঘটন ঘটার আশঙ্কা একেবারে দূর করা গেল না মন থেকে। কিন্তু উপায় নেই, জিমের দাবির সত্যতা যাচাই করার সময়ও নেই। বাধ্য হয়েই ঝুঁকিটা নিতে হবে ওকে।

'যেদিনই সটকান দিতে চান,' বলল জিম। 'কাছাকাছি হওয়া যদি সম্ভব না-ও হয় সেদিন, সঙ্কেত দেবেন আমাকে অন্তত আধ ঘণ্টা আগে। কানের লতি চুলকাবেন পরপর তিনবার। আমি বুঝে নেব।'

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকল ও। 'বিনিময়ে কিছু একটা যদি দিতে পারতাম তোমাকে, খুশি হতাম।'

পরোক্ষ ইঙ্গিতটা ধরতে বিন্দুমাত্র সময় লাগল না জিমের। 'দুশ্চিন্তা ছাড়ুন, ওস্তাদ। কিছু পেলেই কাজটা ঠিক করব, না পেলে হেলাফেলায় করব, সে চিন্তা ভুলেও ঠাঁই দেবেন না মনে। নিশ্চিন্ত থাকুন।'

'সন্ধের পর পরই অ্যাটেম্পট নেব আমি যে কোনদিন।'

'অবশ্যই! কাজ সেরে ফিরে ডিনারের আগে যে রোল কল হয়, তারপর হলে সবচে' ভাল হবে।'

'অল রাইট, জিম। থ্যাঙ্কস। এখন একটা ঠিকানা বলছি আমি, মুখস্থ করে ফেলো। যদি কোনদিন মুক্তি পাও, সোজা লন্ডনের এই ঠিকানায় গিয়ে যোগাযোগ করবে।'

আরও দশ মিনিট একান্ত আলোচনা করল ওরা, তারপর নিজের সেলে চলে গেল মাসুদ রানা।

আরও পাঁচদিন পর অপেক্ষার পালা শেষ হলো। সেদিন বৃহস্পতিবার। চাবি আগেই দিয়ে গেছে আরিফ, ওটা পরীক্ষার কাজও সারা। অপেক্ষা

ছিল হ্যালসি কবে যাত্রা করে, সেই খবরের।

পাকা খবর সেদিন দুপুরে জানিয়ে গেলেন মারভিন লংফেলো। আগামী রবিবার, আর দশ দিন পর শুরু হবে তার অভিযান। লন্ডনের টিলবেরি বন্দরে প্রস্তুতি নিচ্ছে সে এ-মুহূর্তে। সরকারের তরফ থেকে জাহাজ, অত্যাধুনিক ডীপ সী ডাইভিং ইকুইপমেন্ট ইত্যাদি সবই সরবরাহ করা হয়েছে তাকে।

দিনের বেলা খবরটা পাশা আর নাওয়াফকে জানাবার অনেক চেষ্টা করল রানা, কিন্তু সুযোগ হলো না। কাজেই গভীর রাতে টোকার সাহায্যে জানাতে হলো।

পরদিন সময় আর কাটতে চায় না। তবু এক সময় দুপুর হলো, তারপর বিকেল। অন্ধকার হয়ে আসতে বাঁশী বাজিয়ে কাজের সমাপ্তি ঘোষণা করল গার্ড, জিনিসপত্র-মই ইত্যাদি গোছগাছ করে স্টোরের দিকে এগোল রানা। বেরিয়ে এসেই জিমের সাথে দেখা, একদল কিশোর নিয়ে ব্যারাকের দিকে চলেছে সে।

চোখাচোখি হতে হাসল রানা, কানের লতি চুলকাল তিনবার। একটা ভুরু তুলে হাসল যুবক, চাপা কণ্ঠে বলল, 'গুড লাক।' হাঁটতে হাঁটতে যথাসম্ভব ওর কাছে চলে এল সে। 'পিছিয়ে পড়ুন। লাইনের শেষে গিয়ে দাঁড়ান। ঠিক আটটায় শুরু করব আমি। তার অন্তত পনেরো মিনিট আগে অ্যাকশনে নামতে হবে আপনাকে।'

'ঠিক আছে।'

জিমের সঙ্গীদের কয়েকজন চোখ তুলে দেখল রানাকে, কিন্তু কথা বলার চেষ্টা কারও মধ্যে দেখা গেল না।

একটু একটু করে পিছিয়ে পড়তে শুরু করল ও, দেখাদেখি নাওয়াফ আর পাশাও। রোল কলের সময় লাইনের একেবারে পিছনে দাঁড়াল তিনজনই। ততক্ষণে বেশ আঁধার হয়ে গেছে। সামনে দাঁড়ানো এক

ওয়ার্ডার রোল কল শুরু করল।

ঠিক তখনই শুরু হলো ঝিরঝিরে বৃষ্টি। দেখতে দেখতে হালকা কুয়াশা ঘিরে ধরল ওদের। এক সময় হাঁক-ডাক শেষ হলো, কয়েদীদের প্রায় সবাই ঢুকে পড়ল সেল ব্লকে। এরপর জিম যা বলে দিয়েছিল তাই ঘটল, সারির শেষ দিকের বিশজনকে ঠেকিয়ে দিল ওয়ার্ডার। 'তোমরা ওদিকে,' হাত তুলে একটু দূরের কয়লার ডিপো দেখাল সে। 'ওখানে রিপোর্ট করো গিয়ে।'

রোজ সন্ধের সময় বিশ কয়েদীকে এই বেগার খাটতে হয়, ডিপোয় গিয়ে ট্রলিতে কয়লা বোঝাই করে নিয়ে আসতে হয়। রাতটা পুরো সেল ব্লক গরম রাখার জন্যে ব্যবহার হয় সেগুলো।

অন্য সতেরোজনের সাথে ওরা তিনজনও এগোল ডিপোর দিকে। ব্যাপারটা তখনই খেয়াল করল রানা। দলে আর যারা আছে, তারা প্রত্যেকে কিশোর। মনে মনে জিমের দূরদর্শিতার প্রশংসা না করে পারল না ও। একজন সংগঠক হিসেবে দারুণ চৌকস ছেলেটা।

বৃষ্টি আর কুয়াশা বেশ অন্ধকার করে ফেলেছে চারদিক। ঘড়ির লিউমিনাস ডায়ালে চোখ বোলাল ও হাঁটতে হাঁটতে। সোয়া পাঁচটা।

'এখনও অনেক দেরি আছে,' পাশ থেকে বলে উঠল আঠারো-উনিশ বছরের এক 'কিশোর'। 'ব্যস্ত হবেন না। সময় হলে আমি বলব।'

নীরবে মাথা ঝাঁকাল ও। কয়লা ওজন করে দেয়ার জন্যে ডিপোয় একজন ওয়ার্ডার আছে, বড় এক প্ল্যাটফর্ম ওয়েইং স্কেলে ট্রলিসহ মাল ওজন করে দেয় সে। উঁচু স্ট্যাক থেকে বেলচা মেরে ট্রলি ভরে একদল। আরেক দল ভর্তি ট্রলি ঠেলে নিয়ে পৌঁছে দেয় স্কেল প্ল্যাটফর্মে, শেষের দলকে ট্রলি ঠেলে নিয়ে যেতে হয় সেল ব্লকের ফার্নেস রুম পর্যন্ত।

ওদের তিনজনকে তিন নম্বর দলে ফেলে দিল কিশোররা। সময় যত ঘনিয়ে আসছে, ততই উত্তেজিত হয়ে পড়তে লাগল রানা। মিনিটে

মিনিটে ঘড়ি দেখছে। গলা শুকিয়ে কাঠ। ধড়াশ ধড়াশ করছে বুকের মধ্যে। সবচেয়ে শোচনীয় অবস্থা নাওয়াফের, ভয়ে আধমরা হয়ে আছে সে। শুকনো মুখটা আরও শুকিয়ে গেছে।

সুযোগ পেলেই তাকে সাহস জোগাতে থাকল রানা। বোঝাল, সময়মত যদি কোনরকম উল্টোপাল্টা কিছু করে বসে সে, ওরা দু'জনও ফেঁসে যাবে। সব ভণ্ডুল হয়ে যাবে। ওর আশ্বাস আর পাশার ধমক-ধামক খেয়ে একসময় ভয় অনেকটা কেটে গেল নাওয়াফের, মোটামুটি স্বাভাবিক হয়ে এল সে।

শেষবার যখন ট্রলি নিয়ে রওনা হলো ওরা, তখন সাতটা চল্লিশ বেজে গেছে। হাত ঝাড়তে ঝাড়তে রানার কাছে চলে এল সেই কিশোর। নিচু কণ্ঠে বলল, 'ট্রলি পথে ফেলে চলে যান। ব্লকের কাছে যাবেন না যেন। গুড লাক।'

লম্বা দম নিয়ে পা বাড়াল ও। পথে নেমে হাঁটার গতি কমিয়ে পাশা ও নওয়াফকে কাছে চলে আসার সুযোগ দিল।

পাঁচ মিনিট পর, আবছা কুয়াশার পর্দা ঠেলে ঝড়ের বেগে স্টোর রুমের দিকে ছুটল ওরা তিনজন। তালা খুলে অন্ধকারে কাজ সারতে অসুবিধে সামান্য হলো বটে, তবে বিশেষ কিছু এল-গেল না। দেয়ালে মই সেট করে প্রথমে নাওয়াফকে উঠে যেতে বলল মাসুদ রানা, ও না পৌঁছানো পর্যন্ত ওপরে টান টান হয়ে শুয়ে থাকার নির্দেশ দিল। রানা উঠল শেষে।

দেয়ালের মাথায় উঠে দু'পা দু'দিকে ঝুলিয়ে বসল ও, পাশার সাহায্যে মই তুলে এনে বাইরের দেয়ালের গায়ে সেট করল অনেক কষ্টে। আর ঠিক তখনই থেমে গেল বৃষ্টি, দেখতে দেখতে কুয়াশাও কেটে গেল, পরিষ্কার হয়ে উঠল চারদিক।

প্রমাদ গুনল মাসুদ রানা। সেল ব্লকের মাথায়, চারদিকে বসানো

জোরাল ফ্লাড লাইটের আলোয় ওদের পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে বুঝতে পেরে ভয় হলো। এখন যদি কেউ এসে দাঁড়ায় ব্লকের এ মাথায়, চোখ তুললেই ধরা পড়ে যাবে ওরা। শেষ পর্যন্ত ঘটল না তেমন কিছু। এবারও শেষে নামল রানা। ও যখন মাটিতে পা রেখে দাঁড়াল, আটটা বাজতে ছয় মিনিট বাকি তখন।

মইটা দেয়ালের কাছেই লম্বা লম্বা ঘাসের আড়ালে লুকিয়ে ফেলল ওরা, তারপর জিমের নির্দেশ মত দক্ষিণ-পুবে ছুটল জানপ্রাণ বাজী রেখে। মাঝের দূরত্ব পেরিয়ে ওরা যখন এক্সিটারমুখী টাভিস্টক রোডে উঠল, ঠিক সেই মুহূর্তে একযোগে অনেকগুলো কণ্ঠের হৈ-হৈ রৈ-রৈ ভেসে এল জেলখানার ভেতর থেকে।

এর একটু পরই শোনা গেল হাঁক-ডাক, অনেকগুলো বাঁশির তীক্ষ্ণ, টানা আওয়াজ। বোধহয় ত্রিশ সেকেন্ডও পুরো হয়নি, বিকট শব্দে বেজে উঠল সাইরেন।

ডার্টমূরের আকাশ-বাতাস কেঁপে উঠল তার ক্রুদ্ধ গর্জনে। সব ছাপিয়েও কয়েকশো কিশোরের তীব্র হুল্লোড় স্পষ্ট কানে এল ওদের। একযোগে আরও অসংখ্য ফ্লাড লাইট জ্বলে উঠল ভেতরে, আলোয় আলোয় দিন হয়ে উঠল জেলখানা।

'আমার পিছন পিছন এসো,' বলেই ছুটতে শুরু করল রানা। ভেতরের হুল্লোড় আরও জোরাল হয়ে উঠেছে তখন। চিৎকার চেঁচামেচি আর লাঠিপেটার পটাপট্ আওয়াজ শোনা যাচ্ছে পরিষ্কার। পিটিয়ে জিমের শিস্যদের হাড়-মাংস আলাদা করছে ওয়ার্ডাররা।

কিছু একটার সাথে হোঁচট খেয়ে হুড়মুড় করে আছড়ে পড়ল নাওয়াফ। ব্যথা পেলেও হজম করে মুহূর্তে স্প্রিঙের মত লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল, ভেতরের দৃশ্য কল্পনা করে তীব্র আতঙ্কে ঘাম ছুটে গেছে তার।

প্রয়োজন ছিল না, তবু ডানে-বাঁয়ে দেখে নিয়ে রাস্তা পার হলো

রানা। দ্রুত পা চালাবার ফাঁকে কাঁধের ওপর দিয়ে পিছনে তাকাল, একই মুহূর্তে উজ্জ্বল কমলা রঙের আগুনের শিখা 'হুপ্' করে লাফিয়ে উঠল আকাশে। মনে হলো সেল ব্লকের ছাদেই কোথাও ধরেছে আগুন।

'আগুন!' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল পাশা। 'আগুন লেগে গেছে।'

'আগুন নেভাতে ওদের মইয়ের প্রয়োজন না পড়লেই বাঁচি,' নিজের মনে বলল রানা। 'পা চালাও!'

যেন ওরা আশা-ভরসার মূলে কুঠারাঘাত করার জন্যেই আরেকটা সাইরেন হুঙ্কার ছেড়ে উঠল ভেতরে। এটার আওয়াজ প্রথমটার চেয়ে অনেক গম্ভীর, ভরাট। চমকে উঠল ওরা।

'কাজ বোধহয় হয়ে গেছে,' বলল ও। 'জলদি, জলদি!'

কিন্তু এগোন খুব কঠিন হয়ে উঠল। একে চড়াই ভাঙতে হচ্ছে, তারওপর অন্ধকারে দেখা যায় না কিছুই। বারবার হোঁচট খেয়ে কয়েক মিনিটের মধ্যে অবস্থা কাহিল হয়ে পড়ল সবার। শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়ে জন্তুর মত চার হাত-পায়ে এগোতে শুরু করল ওরা। অনেক পথ ঘুরে প্রিন্সটাউন-এক্সিটার রোডে উঠল।

পিছনে তাকাল রানা। এরমধ্যে মাইলদুয়েক মত সরে আসতে পেরেছে ওরা। পিছনের আকাশ জ্বল জ্বল করছে ফ্লাড লাইটের আলোর বন্যায়। সে আলোয় পাহাড়ের মাথায় দাঁড়িয়ে থাকা কুখ্যাত ডার্টমূর জেলখানার কাঠামোটাকে নাম না জানা কোন প্রাগৈতিহাসিক দানবের মত ভীতিকর দেখাচ্ছে।

ভীত, কাঁপা গলায় প্রায় চেঁচিয়ে উঠল ওয়ারেন্ট অফিসার নাওয়াফ, 'স্যার! শুনতে পাচ্ছেন? কিসের শব্দ?'

কান পাতল রানা। দূর থেকে অনেকগুলো কুকুরের ডাক ভেসে এল, আওয়াজ ক্ষীণ। একই সাথে চার-পাঁচ জোড়া হেডলাইটও চোখে পড়ল, বেরিয়ে আসছে জেলখানা থেকে। তার মানে আর বড়জোর দশ

মিনিট সময় আছে, তারপরই রোড ব্লক বসে যাবে জায়গায় জায়গায়। এক পা এগোনও মুশকিল হয়ে পড়বে তখন।

'এখন কি হবে?' কাঁদো কাঁদো গলায় বলল নাওয়াফ।

'ঘাবড়াবার কিছু নেই,' তার পিঠ চাপড়ে দিল রানা। 'সামনে আমাদের গাড়ি আছে। ওরা আমাদের ছুঁতেও পারবে না।'

'গাড়ি!' দু'চোখে আশার আলো জ্বলে উঠল লোকটার। 'গাড়ি কোত্থেকে এল, স্যার?'

'লন্ডন থেকে। এগোও!'

হাইওয়ের কিনারা ধরে দৌড় শুরু করল রানা। ওর পিছনে নাওয়াফ, সবশেষে গোলাম পাশা। একে ঘুটঘুটে অন্ধকার, তারওপর এদিকে গাড়িঘোড়ার চলাচলতিও কম, কাজেই নিশ্চিন্তে এগোতে থাকল ওরা। সারা পথে একটা গাড়ির দেখা পাওয়া গেল মাত্র, ওদের পাশ কাটিয়ে প্রিন্সটাউনের দিকে চলে গেল। সময়মত ঝোপের আড়ালে গা ঢাকা দিল ওরা, গাড়ি পাশ কাটাবার পর আবার শুরু হলো ছোটা।

পাঁচ মিনিট একনাগাড়ে দৌড়ে ডার্ট নদীর দেখা পেল রানা। তিন-চারশো গজ সামনে দিয়ে বয়ে চলেছে ওটা। তার ওপারে খুদে ডার্টমীট শহরের আলো। নদী পারাপারের ব্রিজের ও মাথায় একটা মাইক্রোবাস দেখতে পেয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ল ও, জায়গামতই আছে আরিফ। পিছনের আলোগুলো বেশ কাছে এসে পড়েছে তখন। অনেকগুলো কুকুরের সম্মিলিত হুঙ্কারে কলজে হিম হয়ে আসার জোগাড়।

'ওই যে গাড়ি,' পিছনে এক পলক চকিত নজর বুলিয়ে নিয়ে বলল রানা। 'যে যত জোরে পারো ছোটো।'

তুফান বেগে ছুটল ওরা। মাঝের দূরত্ব চোখের পলকে অতিক্রম করে ব্রিজে উঠে পড়ল। তিন জোড়া ভারী বুটের ক্রমাগত আঘাতে কেঁপে উঠল ব্রিজ, এত জোর আওয়াজ উঠল, মনে হলো বুঝি লন্ডন

থেকেও পরিষ্কার শোনা যাচ্ছে।

গাড়ির গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল আরিফুর রহমান, উদ্বিগ্ন চোখে ঘড়ি দেখছিল মিনিটে দশবার করে। পিছনে আলো আর কুকুরের ডাক শুনে হতাশ হয়ে পড়েছিল, এমনসময় দুদ্দাড় আওয়াজে বিদ্যুৎ খেলে গেল দেহে। পিছনের স্লাইডিং ডোর পুরো মেলে দিল সে এক ঝট্‌কায়, পরক্ষণে বাঁদরের মত লাফ মেরে উঠে বসল ড্রাইভিং সীটে। স্টার্ট দিয়ে পিছনে তাকাল।

তখনই ঝোড়ো গতিতে ছুটন্ত তিনটে কাঠামো দেখতে পেল সে। পর পর তিনটা জোরাল ঝাঁকি খেয়ে দুলে উঠল মাইক্রোবাস, দরজা লেগে গেল দড়াম করে। গিয়ার দেয়াই ছিল, ক্লাচ্ ছেড়ে একসেলারেটর ফ্লোর বোর্ডের সাথে দাবিয়ে ধরল আরিফ। আহত চিতার মত লাফ দিল মাইক্রোবাস, ছুটল উল্‌কার বেগে।

'পিছনে কাপড়-জুতো সব আছে, মাসুদ ভাই,' বলল আরিফ। 'পাল্টে ফেলুন।'

পরম স্বস্তির সাথে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল ও। 'থ্যাঙ্ক ইউ, আরিফ।'

'মোস্ট ওয়েলকাম, স্যার।'

সাত

লন্ডন। পরদিনের ঘটনা। টটনেস হয়ে দুপুরের খানিক আগে এখানে পৌঁছেছে ওরা। এখানকার প্রতিটি খবরের কাগজে ছাপা হয়েছে গতরাতের ডার্টমূর জেলখানার দাঙ্গা, রানাদের পালানোর বিস্তারিত খবর। নাম-বর্ণনা ছাপা হয়েছে। ভাগ্য ভাল ছবি ছিল না খবরের সাথে।

রানা এজেন্সির এক সেফ হাউসে দিনটা কাটিয়ে সন্ধের পর তৈরি হয়ে নিল ও আর গোলাম পাশা, টিলবেরি পোর্ট যেতে হবে। প্রয়োজনীয় তথ্য বিকেলেই রানাকে জানিয়ে গেছে আরিফ।

বের হওয়ার সময় ওয়ারেন্ট অফিসার নাওয়াফও সঙ্গে আসতে চেয়েছিল, না করে দিয়েছে রানা। খেয়ে-ঘুমিয়ে শক্তি সঞ্চয় করার পরামর্শ দিয়েছে, সময় হলে কাজে লাগবে। বৃষ্টির ভেতর বেরিয়ে পড়ল ওরা, ড্রাইভ করছে রানা। ভেজা রাস্তার ধীরগতি ট্রাফিকের সাথে তাল রেখে এগিয়ে চলেছে, কোন ব্যস্ততা নেই। দৃষ্টিতে স্থির প্রতিজ্ঞার ছায়া, বুকের ভেতর ক্যাপ্টেন নাইফের প্রতি ফুটন্ত লাভার মত টগবগে ঘৃণা। জায়গামতই পাওয়া গেল খুদে জাহাজটাকে।

পোর্টের এক প্রান্তে টাইনেসাইড হোয়ার্ফে দাঁড়িয়ে আছে ওটা, নাম টেমপেস্ট। ট্রিক্‌কালার 'উদ্ধার অভিযানের জন্যে' সরকারের তরফ থেকে দেয়া হয়েছে ওটা হ্যালসিকে। হোয়ার্ফের প্রবেশ পথের কয়েক

গজ তফাতে গাড়ি পার্ক করল রানা, তাকিয়ে থাকল জেটির দিকে। কয়েকটা ক্রেনের দণ্ডের মধ্যে দিয়ে দেখা যাচ্ছে টেমপেস্টকে। তিন-চারটে কেবিনে আলো জ্বলছে, আর সব অন্ধকার। হোয়ার্ফও প্রায় অন্ধকার। কাঠের পাইলের গায়ে বাড়ি খেয়ে ছলাৎ ছলাৎ আওয়াজ তুলছে টেমসের পানি।

হোয়ার্ফে ঢুকতে বাঁ হাতে কয়েকটা ওয়্যারহাউস। একটার সামনে বিশ কিছু ক্রেট সাজিয়ে রাখা আছে, দেখে মনে হয় বাচ্চাদের 'বিল্ডিং কন্সট্রাকশন সেট' দিয়ে তৈরি কিছু বুঝি। মৃদু বাতাসে ভেজা গন্ধ। সাথে পৃথিবীর সমস্ত নদী বন্দরে যেমন থাকে, তেমনি তাজা ও পোড়া তেল মবিলের সুবাস।

সারাদিন ধরে রাখা ধৈর্যের বাঁধ একটু একটু করে ভেঙে পড়তে লাগল মাসুদ রানার। ইচ্ছে করছে এক ছুটে গিয়ে টেমপেস্টে উঠে পড়ে। কিন্তু তাতে পরিস্থিতি জটিল হয়ে উঠতে পারে। প্রচণ্ড ঠাণ্ডা সত্ত্বেও জানালার কাঁচ ইঞ্চি দুয়েক নামিয়ে সিগারেট ধরাল। এদিক-ওদিক তাকাল বিশেষ একজনের খোঁজে। ঠিক তখনই মৃদু টোকা পড়ল জানালায়।

কাঁচ আরও নামাল রানা। খাটোমত একজন দাঁড়িয়ে আছে ছাতা মাথায় দিয়ে, রানা এজেন্সির ইনফর্মার। 'খবর কি, রিচার্ড?' জানতে চাইল ও।

'ক্যাপ্টেন হ্যালসি আর হেন্ডরিক সন্ধের আগে কোথায় যেন গেছে, স্যার,' বলল রিচার্ড। 'চুল-খাড়া লোকটা আছে শিপে।'

'আরও অন্তত দু'জনের থাকার কথা।'

'হ্যাঁ, তারাও আছে। দুপুরে ওই হোয়ার্ফে মাছ ধরার ছলে তাদের সঙ্গে গল্পও করেছি।'

'আচ্ছা! আসলজনকে কেমন দেখলে?'

'চুলখাড়া? ব্যাটা দিন-রাত মদে চুর হয়ে থাকে, স্যার। আজ দুপুরেই কয়েক বাক্স মদ-বিয়ার তোলা হয়েছে জাহাজে।'

'আই সী! হ্যালসি?'

'সারাক্ষণ টগবগ করে উত্তেজনায় ফুটছে। যখনই দেখি, দূর থেকে মনে হয় কি যেন বলে লোকটা বিড় বিড় করে। সব সময়।'

এখন কি ও, ভাবল রানা, ফ্যালকনব্রিজ? 'ধন্যবাদ, রিচার্ড। আরও কয়েকদিন ডিউটি করে যেতে হবে তোমাকে।'

'নিশ্চই, স্যার।'

'এদের প্রত্যেকটা মুভমেন্টের খবর চাই আমি।'

নীরবে মাথা দোলাল লোকটা, রানাকে দরজা খোলার উদ্যোগ নিতে দেখে সরে দাঁড়াল এক পা। 'পাশা, নামো।'

নেমে পড়ল দু'জনে। বৃষ্টি পড়ছে ছিটেফোঁটা। 'হ্যালসিকে আসতে দেখলে সঙ্কেত দিয়ো,' রিচার্ডের উদ্দেশে বলে হোয়ার্ফের দিকে পা বাড়াল রানা। গোলাম পাশা অনুসরণ করল ওকে। হোয়ার্ফে উঠে ধীরে ধীরে সামনে এগোল দুজনে।

'নাইফকে একা জেরা করতে চাই আমি,' বলে উঠল রানা।

'জ্বি।'

'প্রয়োজন দেখা দিলে বাকি দুটোকে অস্ত্রের মাথায় বসিয়ে রাখবে তুমি আর কোথাও।'

ওপর-নিচে মাথা দোলাল পাশা।

'চলো, আগে দেখা যাক তেনারা কে কোথায় আছেন।'

একটা প্ল্যাঙ্ক বিছানো রয়েছে হোয়ার্ফ আর টেমপেস্টের মাঝে। সিঁড়িপথ আলোকিত রাখার জন্যে একটা নগ্ন বালব্ জ্বলছে তার মাঝামাঝি জায়গায়। ফো'ক্যাসলের কোথাও রেডিওর জোর খড়মড় আওয়াজ উঠতে দাঁড়িয়ে পড়ল ওরা। একটা ছায়া দেখা গেল ডেকে, আফটার

ডেক থেকে এদিকেই আসছে। চেহারা দেখার উপায় নেই, তবে কাঠামোর আকারে মনে হয় প্রকাণ্ডদেহী ইভানস হবে মানুষটা। ছোটখাটো উলফও রয়েছে পিছনে।

হুইল হাউসে ঢুকল ওরা, খুব সম্ভব রেডিও অ্যাটেন্ড করার জন্যে। ধৈর্যের সাথে অপেক্ষায় থাকল রানা।

মিনিট খানেক ধরে রেডিওতে ঘেউ ঘেউ করল ইভানস, তারপর উলফের সাথে ঝগড়া করতে করতে বেরিয়ে এল। 'আমি কি করব, বলো?' বলল সে। 'ক্যাপিটানের হুকুম, ওই লোক যেন কিছুতেই তীরে যেতে না পারে। কাল রাতে ওকে আমি গার্ড দিয়েছি, আজ দেবে তুমি। এখানে আমার কি করার আছে?'

'কি জন্যে পাহারা দিতে হবে ওকে?' খেঁকিয়ে উঠল উলফ। 'লোকটা বাঘ, না ভালুক যে তীরে গেলে মানুষজন খেয়ে সাফ করে ফেলবে?'

'সে কথা ক্যাপিটান ফিরলে তাকেই জিজ্ঞেস কোরো। আমাকে যা হুকুম করা হয়েছে তাই জানিয়েছি তোমাকে।'

'বুঝলাম। কিন্তু হেন্ডরিক ব্যাটা কেন হাওয়া খেয়ে বেড়াচ্ছে ক্যাপিটানের সাথে? সে এসে গার্ড দিতে পারে না?'

'সেটাও ক্যাপিটানকেই জিজ্ঞেস কোরো। এখন চলো, খেয়ে নেই। আমার খুব ঘুম পাচ্ছে। কাল সারারাত জাগতে হয়েছে। তারওপর দিনে দু'ঘণ্টাও ঘুমাতে পারিনি। চলো, চলো।' উলফকে ঠেলতে ঠেলতে আফটার ডেকের দিকে নিয়ে চলল ইভানস।

লম্বা করে দম নিল রানা। 'দেশের সাথে বিশ্বাসঘাতকতার মূল্য ভালই দিতে হচ্ছে তাহলে নাইফকে।'

'আমার মনে হয় প্রয়োজনের খাতিরে এখনও ব্যাটাকে বাঁচিয়ে রেখেছে হ্যালসি। সময় হলে ঠিকই একটা চিরস্থায়ী ব্যবস্থা করা হবে

ওর।'

'ঠিক বলেছ,' মাথা ঝাঁকাল ও। 'ওকে বাঁচিয়ে রাখলে মালের ভাগ দিতে হবে, হ্যালসি তা বোঝে। চলো এবার। ভালই হলো ক্যাপ্টেন না থাকায়।'

সাবধানে ভেজা প্ল্যাঙ্কে পা রাখল রানা, সন্তর্পণে এগোল। কয়েক পা এগিয়ে দাঁড়াল টেমপেস্টের ডেকে। গ্যালি সযত্নে এড়িয়ে গেল ওরা, উলফ আর ইভানস খাচ্ছে ওখানে। প্রথমজন এখনও ঘোঁৎ ঘোঁৎ করছে। প্রায় অন্ধকার বোটটা এক চক্কর দিল ওরা নিঃশব্দ প্রেতের মত। অবশেষে আপার ডেকের মাঝামাঝি এক কেবিনে পাওয়া গেল ক্যাপ্টেন নাইফকে।

ধ্যানমগ্নের মত বাঙ্কে বসে আছে পা ঝুলিয়ে। চোখ টকটকে লাল, দুলছে অল্প অল্প। পাশেই একটা শর্ট ওয়েভ ট্রানজিস্টর বাজছে। বিশেষ প্রয়োজন ছিল না, তবু সাবধানে ভেতরে পা রাখল ও, আস্তে করে লাগিয়ে দিল দরজা। বোল্ট টেনে দিল। মৃদু শব্দ উঠল বোল্টের। ঘুরে তাকাল ক্যাপ্টেন, কাঁপা চোখে দেখল রানাকে। কিন্তু চিনতে পারল না।

'এসো,' বলল সে। 'কি চাই?' হাঁটুর কাছে নিচু এক টেবিলে এক জগ পানি ও আধ বোতল হুইস্কি খোলা পড়ে আছে। পাশে এক গ্লাসে রয়েছে আরও খানিক রঙীন তরল পদার্থ। ওটা তুলে চুমুক দিল ক্যাপ্টেন। 'কি হলো? কথা বলছ না যে! কি চাই?'

ধীরেসুস্থে পোর্ট হোল বন্ধ করে দিল ও। রেডিওর ভল্যুম কিছুটা চড়িয়ে পানির জগ তুলে নিল। পুরো পানি ছুড়ে দিল নাইফের নাকেমুখে। থতমত খেয়ে গেল লোকটা, হাত থেকে ছুটে গেল গ্লাস, সময় থাকতে চট্ করে ওটা লুফে নিল রানা অন্য হাতে।

খক্-খক্ করে কেশে উঠল ক্যাপ্টেন, ব্যস্ত হাতে মুখ মুছে সামনে

তাকাল। ক্রমে বিস্ময় ফুটল চেহারায়। তারপর ভয়। বিস্ফারিত হয়ে উঠল চোখ। 'তু-তুমি!'

'চিনতে পেরেছ তাহলে?'

'কি চাও এখানে?'

'সত্যি কথাটা জানতে চাই,' কঠিন কণ্ঠে বলল রানা।

'জে-জেল থেকে পালিয়েছ!'

'হ্যাঁ। যখন জানলাম তোমরা বেঁচে রয়েছ, "ট্রিক্‌কালা উদ্ধার" করতে চলেছ, তখনই পালাবার সিদ্ধান্ত নিই আমরা। সন্তুষ্ট? এবার বলো। সত্যি কথা বলবে, নইলে জানে মেরে ফেলব আজ তোমাকে।'

একটা ঢোক গিলল নাইফ। 'আমি···আমি জানি না কিছু।'

এত জোরে আর দ্রুত চড়টা কষাল রানা যে মাথা ঘুরে পড়েই গেল সে। ককিয়ে উঠল। জ্যাকেটের কলার ধরে হ্যাঁচকা টানে তুলে বসাল ও ক্যাপ্টেনকে। 'মুখ খোলো, নাইফ। আজ তোমার রেহাই নেই আমার হাত থেকে। যতক্ষণ না মুখ খুলবে, একটা একটা করে হাড় ভাঙব তোমার পাটকাঠির মত। বলো···'

'আমি জানি না।'

নির্দয় হয়ে গেল রানা, দড়াম করে মেরে বসল লোকটার সোলার প্লেক্সাসে। জায়গাটা দু'হাতে চেপে ধরে কয়েক মুহূর্ত হাঁ করে থাকল সে, চোখ কোটর ছেড়ে লাফিয়ে বের হয়ে পড়ার অবস্থা। সামলে নেয়ার জন্যে সামান্য সময় দিয়ে দু'হাতে দমাদম মারতে শুরু করল ও। নাকেমুখে আর মারল না, তাতে দাগ হয়ে যাবে। চোখে পড়ে যাবে হ্যালসির। রানা তা চায় না।

পেট, তলপেট আর ঘাড়, এই তিন জায়গায় বেছে বেছে মারল মনের সুখে। পাঁচ মিনিটের মধ্যেই আধমরা হয়ে গেল ক্যাপ্টেন ব্যথা আর ভয়ে। কয়েক বার ছুটে পালাবার চেষ্টা করেছে সে এর মধ্যে, কিন্তু

দরজা পর্যন্ত পৌঁছার সুযোগ পায়নি একবারও। পা ধরে হিড়-হিড় করে টেনে এনেছে রানা, সমানে চালিয়েছে কিল, চড়, ঘুসি আর কনুই। মাঝেমধ্যে এক-আধটা হালকা ওজনের জুডো চপ তো ছিলই।

প্রথম রাউন্ড হিসেবে যথেষ্ট হয়েছে ভেবে এক সময় ক্ষান্ত দিল ও, দাঁড়িয়ে হাঁপাতে লাগল সশব্দে। ক্যাপ্টেন মেঝেতে মুখ থুবড়ে পড়ে থাকল, গোঙানোর ক্ষমতাও নেই।

অনেক সময় লাগল তার নিজেকে ফিরে পেতে। সাবধানে উঠে বসল। ঘামে ভেজা মুখ নীল হয়ে আছে। ভয়ে ভয়ে দেখছে রানাকে। 'এবার নিশ্চই বুঝেছ, আমি তোমার সাথে খোশ-গল্পে সময় নষ্ট করতে আসিনি?' কপালের ঘাম মুছল ও। 'ওঠো! বাঙ্কে বোসো।'

নীরবে নির্দেশ পালন করল লোকটা। কয়েক দফা কসরৎ করে অনেক কষ্টে উঠে বসল। চেহারা বিকৃত। ব্যথা হজম করার চেষ্টা করছে। চোখে নগ্ন ভীতি। সারা দেহ কাঁপছে থর থর করে।

'সেদিন তুমি মোটেই অসুস্থ ছিলে না ক্যাপ্টেন,' মন্তব্য করল রানা। 'কেন ভান করেছিলে?'

'ছিলাম!' দ্রুত বলল লোকটা। 'সত্যি সত্যি...'

চট্ করে তার বাঁ হাত মুচড়ে ধরল ও, এক পাক ঘুরে যেতে বাধ্য হলো সে। ছাড়ল না রানা, কব্জি ধরে মোচড়ানো হাতটা ওপরদিকে ঠেলতে লাগল একটু একটু করে, যন্ত্রণায় ফের ঘাম ছুটে গেল নাইফের, হাতে চাপ যত বাড়ছে ততই সামনে ঝুঁকতে বাধ্য হচ্ছে সে। 'আর কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে হাতটা ভেঙে যেতে পারে তোমার,' অমায়িক কণ্ঠে বলল রানা। 'ঝুঁকিটা নিতে চাও?'

'না!' চেঁচিয়ে উঠল সে। 'চাই না। ছাড়ো!'

'যা যা প্রশ্ন করব, তার সত্যি জবাব দেবে?'

'হ্যাঁ, দেব।'

ছেড়ে দিল রানা। আস্তে আস্তে হাতটা সামনে নিয়ে এল সে, অন্য হাত দিয়ে ডলতে লাগল। ফুঁসছে অসহায় রাগে।

'বুঝে-শুনে জবাব দিয়ো, ক্যাপ্টেন। এরপর যদি ধরি, দশ মিনিটের আগে রেহাই দেব না মনে রেখো।'

কাঁধ ঝুলে পড়ল লোকটার। ধপ্ করে বসে পড়ল চূড়ান্ত পরাজয় স্বীকার করার ভঙ্গিতে। মেঝের দিকে চেয়ে আছে দুঃখ পাওয়া চেহারা করে। 'তুমি কে আসলে, মাসুদ রানা?'

'তুমি যা জানতে, তা অন্তত নই।'

মনে হলো ঠিকমত শোনেনি সে কথাটা। 'যদি একবার দেশে ফিরতে পারি, তোমার কি অবস্থা করব আমি অনুমান করতে পারো?'

ঠোঁট বেঁকে গেল ওর। 'তুমি কেন, তোমার বাপ-দাদা চোদ্দ গুষ্ঠি মিলেও কিচ্ছু করতে পারবে না আমার। কিন্তু সে তো পরের কথা, আগে দেশে ফিরতে পারবে, তারপর না সে সব। কি করে ভাবলে হ্যালসি তোমাকে প্রাণে বাঁচিয়ে রাখবে?'

স্থির চোখে রানাকে দেখল লোকটা। 'তার মানে?'

'তোমার মত থার্ড ক্লাস এক গাধা কি করে ক্যাপ্টেন হয়, আমার মাথায় খেলে না।'

'কি বলতে চাও?' চোখমুখ কুঁচকে রাগ রাগ গলায় বলল সে।

'তুমি ভাবছ হ্যালসি তোমাকে সোনার ভাগ দেবে?' হাসল মাসুদ রানা। 'কেন দেবে, ভেবে বলো দেখি! ওর কি দায় পড়েছে?'

চুপ করে থাকল ক্যাপ্টেন। কি বলবে ভাবছে হয়তো।

'তুমি কি জানো, এই শিপে তুমি একরকম বন্দী? হ্যালসির নির্দেশে ডুলফ আর ইভানস তোমাকে পাহারা দিচ্ছে যাতে তুমি তীরে যেতে না পারো?'

নাইফ নিরুত্তর। চেহারা দেখে রানা বুঝল, ওর একটা কথাও বিশ্বাস করছে না সে।

শ্রাগ করল ও। 'বিশ্বাস না হলে আমি চলে যাওয়ার পর একবার দেখো চেষ্টা করে। সে যাক, এবার বলো, ট্রিক্‌কালার সোনার চালানের খবর তুমি হ্যালসিকে জানিয়েছিলে?'

'না!'

ধীরেসুস্থে হোলস্টার থেকে ওয়ালথার বের করল ও। কোটের সাইড পকেট থেকে সাইলেন্সার বের করে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে লাগাল ওটার নলে। কাজের ফাঁকে সতর্ক নজর রেখেছে লোকটার ওপর। 'আমার যেটা ছিল,' বলল ও গল্পচ্ছলে। 'সেটা ডার্টমূর জেল কর্তৃপক্ষের কাছে রয়ে গেছে। এটা নতুন পিস্তল, বুঝলে? ট্রায়াল শূট করারও সময় পাইনি। সেটা তোমার ওপর দিয়েই চালাব ভাবছি।'

দু'চোখ ছানাবড়া হয়ে উঠল ক্যাপ্টেনের। ভয়ে ভয়ে একবার ওকে, একবার ওর অস্ত্রটাকে দেখছে। সেফটি ক্যাচ অফ করল রানা, সাইলেন্সার ঠেকাল ক্যাপ্টেনের কপালে। ধাতব জিনিসটার হিম স্পর্শে শিউরে উঠল সে। দুই জুলফি বেয়ে মোটা ধারার দু'ফোঁটা ঘাম ঝরে পড়ল টপ্ টপ্ করে। 'বলছি!' ফিস্ ফিস্ করে বলল ক্যাপ্টেন। 'বলছি!'

'বলো।'

ঢোক গিলল সে। 'হ্যাঁ, আমিই বলেছি।'

'দুই লাইফবোটে করে কতজনকে সাগরে নামিয়ে দেয়া হয় সে রাতে?'

'শুনেছি বাইশজনকে।'

তার মানে সার্জেন্ট আহমাদ সহ মোট তেইশজনের মৃত্যু হয়েছে এই হারামজাদা, লোভী মানুষটার জন্যে, ভাবল রানা। 'ইউ, ব্লাডি সোয়াইন! শুধু তোমার জন্যে এতগুলো মানুষের মৃত্যু হয়েছে সে রাতে।

তুমি একটা ঠাণ্ডা মাথার খুনী!'

'আমি বোটের কথা কিছুই জানতাম না, বিশ্বাস করো। হ্যালসি এ সব কিছুই বলেনি আমাকে।'

দাঁতে দাঁত চাপল ও। 'ওই জাহাজে যা ছিল, সব ছিল তোমারই দেশের সম্পদ, ক্যাপ্টেন। নিজের দেশের সাথে এতবড় বিশ্বাসঘাতকতা করতে একটুও দ্বিধা হলো না তোমার? একবারও মনে হলো না নিজের সামান্য লাভের আশায় কতবড় সর্বনেশে কাজ করতে যাচ্ছ তুমি?'

'আমি···আমি বুঝিনি হ্যালসি এ জন্যে এত খুন-খারাপি ঘটিয়ে বসবে।'

মিনিট খানেক চুপ করে থাকল রানা। 'র‍্যাফট নিয়ে আমরা ট্রিক্‌কালা ছেড়ে আসার পর কি ঘটেছিল?'

'আমরাও উঠে পড়ি ক্যাপ্টেনের লাইফবোটে। ভাসতে ভাসতে···'

চোখ দেখেই বুঝল রানা ডাহা মিথ্যে বলছে ক্যাপ্টেন। সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুৎ খেলে গেল ওর বাঁ হাতে, আরেক জবর ঘুসি মেরে বসল তার সোলার প্লেক্সাসে। দম নেয়ার জন্যে যেই হাঁ করল, অমনি প্রায় গোটা সাইলেন্সারটাই সেঁধিয়ে দিল তার মুখের মধ্যে। টাকরায় ভয়ঙ্কর এক গুঁতো মেরে বসল। তীব্র আতঙ্কে গাঁ-গাঁ শুরু করল লোকটা।

জিনিসটা বের করে নিল ও। যেন কিছুই ঘটেনি, এমন শান্ত-স্বাভাবিক কণ্ঠে বলল, 'ফের শুরু করো।'

'বলছি, বলছি!' ঝড়ের বেগে হাঁপাতে লাগল ক্যাপ্টেন, ফুটখানেক সরে বসল। 'বলছি!'

'আমিও শোনার অপেক্ষায় আছি।'

'তারপর আবার জাহাজ স্টার্ট দেয় হ্যালসি।'

'অর্থাৎ এঞ্জিন ইচ্ছে করেই অফ করে দেয়া হয়েছিল?'

'হ্যাঁ। কি কি করা হবে তা আগে থেকেই ঠিক করা ছিল।'

'বিস্ফোরণও নিশ্চই?'

চট্ করে চোখ তুলল নাইফ। 'তুমি জানতে?'

'অনুমান করেছিলাম।'

'একদিন পর কাজটা ঘটানোর কথা ছিল। কিন্তু হ্যালসি হঠাৎ সিদ্ধান্ত পাল্টে আগেই ঘটিয়ে বসল।'

'কেন?'

'তার মনে হয়েছে তুমি এডেন পৌঁছে হয়তো পুলিসী সাহায্য নেবে।'

তাজ্জব হয়ে গেল রানা। 'তার মনে হয়েছে? সে আমাকে কতটুকু চিনেছে—জেনেছে যে এমন মনে হবে তার?' থমকে গেল ও। 'বুঝেছি। কাজটা আসলে তোমার। ডিউটির বাইরেও আমি মেসরুমের পাহারায় আছি, তুমিই দেখেছিলে তা। ঠিক?'

ফোঁস করে দম ছাড়ল ক্যাপ্টেন। 'হ্যাঁ।'

'বেশ, তারপর?'

'যতটা মনে হয়েছে, ততটা ক্ষতি আসলে হয়নি ট্রিক্‌কালার। সবাইকে ঘাবড়ে দেয়ার জন্যে হেন্ডরিক ক্যাপ্টেনকে সাজানো রিপোর্ট করেছিল, যাতে প্রাণভয়ে তাড়াতাড়ি বোটে উঠে পড়ে সবাই।'

'কি দিয়ে বিস্ফোরণ ঘটানো হয়?'

'কয়েক টিন করডাইট দিয়ে।'

'জাহাজে ছিল ওগুলো?'

'হ্যাঁ, সব সময় ওসব মজুদ রাখে হ্যালসি।'

'হুঁম! তারপর ট্রিক্‌কালাকে নিরাপদ কোথাও নিয়ে রেখে এসেছ তোমরা পরে "উদ্ধার" করবে বলে, কেমন?'

নতমুখে ওপর-নিচে মাথা দোলাল লোকটা।

'বিস্ফোরণের ফলে ফুটো হয়ে গিয়েছিল জাহাজ; তাতে কোন

সন্দেহ নেই। সে ফুটো বন্ধ হলো কি ভাবে?'

'সীলিং করার ব্যবস্থা আগে থেকেই ছিল। অসুবিধে হয়েছে ঠিকই, তবে বেশি খারাপ কিছু ঘটার আগেই ফুটো বন্ধ করে দেয় ওরা।'

'এরপর ওটাকে কোথায় নিয়ে যাওয়া হলো?'

'আমি জানি না,' বলেই সভয়ে আঁতকে উঠল ক্যাপ্টেন ওকে আবার পিস্তল তুলতে দেখে। 'মানে, পজিশন জানি না।'

'পজিশন দরকার নেই। জায়গার নাম বলো।'

'ছোট্ট একটা দ্বীপ—ম্যাডডন'স রক নাম। বেয়ার আইল্যান্ডের খুব কাছে কোথাও।'

'ওখানে ডুবিয়ে...'

'না। বীচ করে রাখা হয়েছে এক খাঁড়ির মধ্যে। খোলা সাগর, মানে, সী লেন থেকে দেখা যায় না জায়গাটা।'

'এখন ওটাকে লোপাট করতে যাচ্ছে হ্যালসি,' প্রশ্ন নয়, মন্তব্য করল মাসুদ রানা।

ক্যাপ্টেন বলল না কিছু। দীর্ঘ সময় চুপ করে থাকল ও। 'যদি প্রাণে বাঁচতে চাও, নাইফ, আমি যে এসেছিলাম, সে কথা ভুলেও হ্যালসিকে বোলো না। মুখ একদম সীল করে রেখো। সে ক্ষেত্রে হয়তো তোমার সরকারকে অনুরোধ করে তোমার দণ্ড আমি ঠেকাতে পারব। অতি চালাকের গলায় কি ভাবে দড়ি পড়ে দেখলেই তো। আর চালাকি করতে যেয়ো না। আর যদি প্রাণের মায়া না থাকে...'

'তুমি জানলে কি করে আমরা কোথায় আছি, কোথায় যাচ্ছি?'

'সে তোমার না জানলেও চলবে। তুমি...'

'কিন্তু তুমি আসলে কে, সেটা অন্তত বলে যাও।'

'আগ্রহ থাকা ভাল, ক্যাপ্টেন, তবে বেশি থাকা খারাপ। যা বলে গেলাম মনে রেখো। নইলে তোমার মৃত্যু কেউ ঠেকাতে পারবে না।'

দরজা খুলে নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল ও। ছায়ায় দাঁড়িয়ে কান পেতে কোন আওয়াজ আসে কি না শুনল। না, সব নীরব। ডিউটির কথা ভুলে হয়তো উলফও ঘুমিয়ে পড়েছে।

আট

বিস্ময়ে দুই ভুরু চুলের সীমানায় পৌঁছে গেল জেনিফার সোরেলের। 'ও মাই গড! এত রাতে?' পাশে সরে দাঁড়াল সে, চট্ করে নজর বুলিয়ে নিল বাইরের প্যাসেজে। 'এসো, ঢুকে পড়ো।'

'ধন্যবাদ।' ভেতরে ঢুকল মাসুদ রানা। দরজা বন্ধ করে ঘুরে দাঁড়াল মেয়েটি। অদ্ভুত চোখে দেখতে লাগল ওকে।

'এত রাতে এসেছি বলে বেশি অবাক হয়েছ, না আমাকে দেখে?' জিজ্ঞেস করল ও।

মিষ্টি এক টুকরো হাসি ফুটল জেনির মুখে। 'এত রাতে বলে। তোমার খবর জানা আছে আমার। এ-ও জানতাম তুমি আসবে। কেউ দেখেনি তো তোমাকে ঢোকার সময়?'

'নাহ্!' বলে একটু থামল ও। 'হ্যালসির উদ্ধার পাওয়ার খবর তুমিই প্রথম দিয়েছিলে, তাই ভাবলাম তোমাকে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে যাওয়া উচিত।'

'ধন্যবাদ, রানা। বোসো।'

'ধন্যবাদ আমি তোমাকে জানাতে এসেছি, জেনি। তুমি যে আমার কথা মনে রেখেছ, সময়মত আমাকে সঠিক খবরটা জানাতে ছুটে গিয়েছ, সেজন্যে।'

'তার কোন প্রয়োজন নেই। বোসো। আমি কফি তৈরি করে নিয়ে আসছি।'

ও বেরিয়ে যেতে একটা সোফায় বসল রানা। রুমের চারদিকে তাকাল। জেনিফারের তিনরুমের ফ্ল্যাট এটা। জায়গাটা হাইড পার্কের কাছেই—মধ্যম শ্রেণীর অভিজাত আবাসিক এলাকা। পোর্ট থেকে সরাসরি এসেছে ও।

লিভিংরুমের সবকিছুতে জেনিফার সোরেলের সুন্দর রুচির ছোঁয়া দেখল রানা। আসবাব কোনটাই খুব বেশি দামী নয়, সাধারণের চাইতে সামান্য উন্নত। তাইতেই চমৎকার রূপ পেয়েছে রুমটা। দেয়ালের রঙ হালকা গোলাপী। হালকা নীল ড্রেপার। পিঙ্ক পার্শিয়ান কার্পেট, বেশ পুরু। মুগ্ধ চোখে এদিক ওদিক তাকাতে লাগল ও। ফায়ার প্লেসের ওপর ফ্রেমে বাঁধানো কয়েকটা ছবি দেখে সেদিকে এগোল।

বেশিরভাগই জেনিফারের, নানান বয়সের। একটায় ওকে এক বৃদ্ধের সাথে দেখে ফ্রেমটা তুলে নিল রানা। বৃদ্ধ ছোটখাট। মাথায় ধপধপে সাদা চুল। চেহারা দেখলেই বলে দেয়া যায় মেয়েটির বাবা।

পিছনে টুং-টাং শব্দ শুনে ঘুরে তাকাল ও। ট্রেতে কফির সরঞ্জাম সাজিয়ে ঘরে ঢুকেছে জেনিফার। এই প্রথম মেয়েটিকে পর্যবেক্ষকের দৃষ্টিতে দেখল ও। একেবারে আহামরি না হলেও চেহারা ভারী মিষ্টি। স্নিগ্ধ গোলাপের মত ত্বকের রঙ।

'কি দেখছ?' ওকে একভাবে তাকিয়ে থাকতে দেখে মুচকে হাসল মেয়েটি, ট্রে রাখল গ্লাসটপ সেন্টার টেবিলের ওপর।

ঘুরিয়ে জবাব দিল রানা। 'এত রাতে এসে তোমাকে কষ্টে...'

'মোটেও না!' জোরে জোরে মাথা ঝাঁকাল ও। 'বরং তুমি না এলেই কষ্টে পড়তাম।'

'মানে?' ভুরু কোঁচকাল রানা।

'মানে আমি তোমার অপেক্ষাতেই ছিলাম। জানতাম তুমি আসবে। না হলে অন্তত একটা ফোন করবে অবশ্যই।'

ওর হাত থেকে কফির কাপ নিল রানা। 'এত নিশ্চিত হলে কি করে?'

রহস্যময় হাসি ফুটল মেয়েটির মুখে। 'মন বলেছে।'

'আচ্ছা!' রানাও হাসল।

'হ্যাঁ। প্রথমে কয়েক ঘণ্টা ভয়ে ভয়ে ছিলাম। সারাদিন নজর রেখেছি টিভির ওপর, সন্ধের পরও যখন তোমাদের রিক্যাপচারের কোন খবর প্রচার হলো না, বুঝলাম নিরাপদেই আছ তোমরা। তখনই শিওর হয়েছি। আমার বাবাও শিওর ছিলেন।'

'তোমার বাবা?' বিস্মিত হলো ও।

মাথা ঘুরিয়ে ছবিটা দেখাল জেনি। 'উনি আমার বাবা।'

'দেখলেই বোঝা যায়।'

'বিকেলে ফোনে কথা বলেছি বাবার সাথে। ওঁরও একই বিশ্বাস ছিল।'

রীতিমত তাজ্জব হতে হলো রানাকে। 'তাই নাকি?'

'অবশ্যই! নাও, কফি ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে।'

কফি শেষ না হওয়া পর্যন্ত মুখ খুলল না কেউ। 'তারপর?' সিগারেট ধরিয়ে বলল ও। 'আর কি কি বিষয়ে শিওর তোমরা?'

'ক্যাপ্টেন হ্যালসির তৎপরতার ওপর নজর রাখতে জেল থেকে পালিয়েছ তুমি,' চওড়া হাসি হাসল জেনিফার। 'ঠিক?'

মাথা দোলাল ও।

'কি করছে লোকটা, জানতে পেরেছ কিছু?' গম্ভীর হয়ে গেল সে।

মেয়েটিকে কতটা বলা যায় এ ব্যাপারে, ভাবল রানা। একটু পর সিদ্ধান্ত নিল, সবই বলা যায়। তাতে কোন ক্ষতির আশঙ্কা নেই। ওকে চুপ করে থাকতে দেখে অন্য কিছু ভাবল জেনিফার।

'তোমার বলতে আপত্তি থাকলে বোলো না, রানা। আমি...'

'কোন আপত্তি নেই, জেনি।'

চেহারা উজ্জ্বল হয়ে উঠল তার। 'আমাকে অবিশ্বাস করোনি দেখে কৃতজ্ঞ বোধ করছি আমি।'

'তোমাকে অবিশ্বাসের প্রশ্নই আসে না। তুমিই আমাকে প্রথম খবর দিয়েছিলে হ্যালসির উদ্ধার পাওয়ার। সে জন্যে তোমাকে...'

'থাক্ থাক্, হয়েছে! বারবার এক কথা বলতে হবে না।' কি যেন ভাবল সে একটু। 'আমাদের বাপ-মেয়ের বিশ্বাস, তুমি ডুবে যাওয়া ট্রিক্‌কালার...' ওকে ডানে-বাঁয়ে মাথা দোলাতে দেখে থেমে গেল। 'কি হলো?'

'ট্রিক্‌কালা ডোবেইনি,' চিন্তিত গলায় বলল ও।

থমকে গেল জেনিফার। 'বুঝলাম না।'

'ট্রিক্‌কালা ডোবেনি, জেনি।'

বিস্ময়ে চোয়াল ঝুলে পড়ল তার একটু একটু করে। 'ডোবেনি!' হেসে উঠল সঙ্গে সঙ্গে। 'বুঝেছি, তুমি ঠাট্টা করছ।' কিন্তু রানার গাম্ভীর্যে কোন চিড় ধরল না দেখে সিরিয়াস হলো। বিভ্রান্ত চোখে তাকিয়ে থাকল। 'সত্যি, রানা? কথাটা কে বলল তোমাকে?'

'নাইফ।'

'অ্যাঁ! সেই অফিসার?'

'হ্যাঁ।'

সময় নিয়ে ঘটনা পুরোটা জেনিফারকে জানাল রানা। ওর কাহিনী

শেষ হওয়ার পরও দীর্ঘসময় একভাবে বসে থাকল সে। এত অবাক হয়েছে যে মুখ দিয়ে কথা বের হচ্ছে না। অনেকক্ষণ পর মুখ খুলতে পারল, প্রায় ফিস্ ফিস্ করে বলল, 'বিশ্বাস করা কঠিন, রানা। এতজন অসহায়, নিরীহ মানুষকে ঠাণ্ডা মাথায় মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেয়া···ও গড্! এইবার বুঝলাম। অনেকগুলো রহস্যের জট এইবার খুলল।'

কয়েক মুহূর্ত চোখ বুজে থাকল সে। 'রানা, এসব পুলিসকে জানালে হত না? ওরা হ্যালসিকে ধরে···'

'কোন লাভ হবে না পুলিসকে জানালে। ওরা বিশ্বাস করবে না। যা করার আমাকেই করতে হবে।'

'সে ক্ষেত্রে তোমাকে ম্যাডডন'স রক যেতে হবে।'

'নিশ্চই!'

'কোথায় দ্বীপটা?' প্রশ্ন করল জেনিফার।

'বেয়ার আইল্যান্ডের কাছে। স্পিটয্বার্জেনের সামান্য দক্ষিণে।'

চোখ কুঁচকে কিছু ভাবল মেয়েটি। ডান ভুরুর বাইরের প্রান্ত চুলকাল নখের ডগা দিয়ে। 'জায়গাটা ভাল না। রাফ সী।'

'তুমি চেনো ম্যাডডন'স রক?' বিস্মিত হয়ে সামনে ঝুঁকল রানা।

'না। তবে স্পিটয্বার্জেনের কাছাকাছি গিয়েছি কয়েকবার। তোমাকে বলিনি আমাদের একটা বোট আছে?'

মাথা ঝাঁকাল ও। 'হ্যাঁ। মনে আছে।'

'কবে রওনা হচ্ছে হ্যালসি?'

'আগামী বাইশ তারিখ,' বলল ও।

'আজ হচ্ছে সতেরো,' বিড়বিড় করে বলল জেনিফার। রানাকে পর্যবেক্ষণ করল চিন্তিত চেহারায়। 'একটা প্রশ্ন করি?'

নীরবে মাথা ঝাঁকাল রানা।

'এসব ভেতরের খবর তুমি জানলে কি করে? তাও মাত্র কয়েক ঘণ্টার মধ্যে?'

'কেন, বললাম না, নাইফ...'

'কাম অন, রানা! সে তো পরের কথা। ওকে খুঁজে বের করলে তুমি কিসের ওপর ভিত্তি করে, তাই জানতে চেয়েছি আমি।'

চোখ নামিয়ে নিল রানা। অযথা বেশি সময় নিয়ে শেষ হয়ে আসা সিগারেটটা পিষে ফেলে দিল অ্যাশট্রেতে। 'আমার কিছু বন্ধু ওদের তৎপরতার খবর সংগ্রহে সাহায্য করেছে আমাকে।'

ভুরুর কুঞ্চন আরেকটু বাড়ল মেয়েটির। 'খুব হাই লেভেলের বন্ধু নিশ্চই, রানা? কি বলো?'

'তা বলতে পারো।'

হ্যাঁ-সূচক মাথা ঝাঁকাল সে। 'তার মানে আমার অনুমানই সত্যি। তোমার যে পরিচয় ট্রিক্‌কালায় পেয়েছি, সেটা আসলে মিথ্যে! আর কোন পরিচয় আছে তোমার।'

চুপ করে থাকল ও।

'ট্রিক্‌কালায় কিছু কিছু ব্যাপার আমার সন্দেহজনক মনে হত, রানা। তার একটা ছিলে তুমি। যে কাজে নিয়োজিত ছিলে, আমি ভুলেও কখনও মনে ঠাঁই দেইনি যে তুমি আসলেই তাই। তোমার আচরণ, কথাবার্তা, সবই...আই মীন, তোমার ইউনিফর্ম আর ব্যাজের সাথে পুরোপুরি বেমানান লেগেছে আমার।'

মৃদু হাসি ফুটল ওর মুখে। 'খুব হিসেবী পর্যবেক্ষক,' মন্তব্য করল।

'তা বলতে পারো। আমার পেশাটাই পর্যবেক্ষণের।' চেহারা সিরিয়াস করে তুলল জেনিফার। 'রানা, আমি তোমাকে সাহায্য করতে পারি। আমার বোট নিয়েই ম্যাডড্রনস রক যেতে পারো তুমি।' ও মুখ খুলতে যাচ্ছে দেখে তাড়াতাড়ি হাত তুলে বাধা দিল।

'দাঁড়াও, শেষ করতে দাও আমাকে। আমার ভাগ্য ভাল যে সেদিন তোমার কথা শুনেছিলাম, হ্যালসির হুকুম মত বোটে উঠিনি। উঠলে আজ তোমার সাথে বসে কথা বলতে পারতাম না, কফিনে লাশ পচত আমার। সোজা কথায় তুমিই বাঁচিয়েছ আমাকে। কাজেই তোমাকে এটুকু সাহায্য করা আমি আমার কর্তব্য বলে মনে করছি। তোমাকে যেতেই হবে ম্যাডডন'স রকে, এবং সে-জন্যে বোটও প্রয়োজন। সে কাজে আমার বোট হলে ক্ষতি কি?

'বরং এ কাজে আমার বোট সম্পূর্ণ ফিট্। যাত্রার জন্যে তৈরি হতে বড়জোর আটচল্লিশ ঘণ্টা লাগবে। খাবার, ফুয়েল ইত্যাদি লোড করে আমরা যদি···'

ডান ভুরু ওপরে তুলল রানা। 'দাঁড়াও দাঁড়াও, আমরা মানে? শুধু বোট ধার দিতে চেয়েছিলে তুমি যদ্দূর মনে পড়ে। ওর মধ্যে "আমরা" কখন এলো?'

মিষ্টি সুরে হেসে উঠল মেয়েটি। 'এইমাত্র। আমিও তোমাদের সাথে যেতে চাই, রানা। কথাটা আরও পরে পাড়ব ভেবেছিলাম, কিন্তু মুখ ফসকে বেরিয়ে গেল।'

'তুমি যাবে ম্যাডডন'স রক, কি বলছ? একটু আগে নিজেই বললে ওখানকার সাগর খুব রাফ!'

মাথা ঝাঁকাল জেনিফার। 'বলেছি। এ-ও বলেছি, ওই ভ ঞ্চলে গিয়েছি আমি। আমি ওসব কেয়ার করি না, রানা। সাগর আমার রক্তে মিশে আছে।'

চুপ করে থাকল রানা। ভাবছে। ওর বোট ধার দিতে চাওয়ার ব্যাপারটা প্রায় গ্রহণ করেই ফেলেছিল মনে মনে, যদিও তা না করলেও চলত। মাত্র কয়েক ঘণ্টার নোটিশে অন্তত এক হালি বোট চার্টার করা লন্ডনের মত শহরে কারও জন্যেই অসম্ভব নয়। খরচ করলেই হলো।

তবু প্রস্তাবটা গ্রহণ করেছে রানা বিভিন্ন সম্ভাবনার কথা ভেবে। সেসবের মধ্যে প্রথম এবং মূল হচ্ছে অন্য জাহাজ চার্টার করতে যে সময় ব্যয় হবে, তা বাঁচবে। সে কাজে কালকের দিনটা ব্যয় হবে ধরেই রেখেছিল ও। কিন্তু মেয়েটি যদি সঙ্গে যাওয়ার···

'তুমি নিশ্চই সিরিয়াস নও, জেনি?'

'অবশ্যই সিরিয়াস। আমি···'

'তুমি অনুমান করতে পারো ওখানে কি ঘটতে পারে? হ্যালসিকে তুমি ভালই চেনো; যদি ওর মুখোমুখি পড়ে যাই আমরা, যদি সরাসরি লড়াই বেধে যায়, তখন কি হবে ভেবে দেখেছ?'

'হ্যাঁ,' মাথা দোলাল মেয়েটি। 'দেখেছি। সে নিয়ে অনর্থক দুশ্চিন্তা কোরো না। আমি আমার নিজ দায়িত্বে যাব।'

'কিন্তু, জেনি···'

'প্লীজ, রানা!' অনুনয় করল সে। 'হ্যালসির সাথে লড়াই যদি বাধেই, আমিও তাতে অংশ নিতে পারব। দেশ-বিদেশ ঘুরে বেড়ানোর অভিজ্ঞতা আছে আমার। অনেক সময় অনেক বাজে পরিস্থিতিতেও পড়তে হয়েছে, সে সব সামাল দিতেও জানি আমি।'

চুপ করে থাকল ও। কি করবে ভেবে পাচ্ছে না।

'কি ভাবছ, রানা?' ওর চিন্তায় বাধা দিল জেনিফার।

'অ্যাঁ! ভাবছি···'

'আমি "এ" ক্লাস নেভিগেটর, জানো? আমি সঙ্গে থাকলে কোন ক্ষতি তো নেইই, বরং লাভ, রানা। আমি মেয়ে, এ ধরনের কাজের উপযুক্ত নই, যদি তাই ভেবে থাকো, তাহলে বলব ভুল লাইনে ভাবছ তুমি।'

'অল রাইট, জেনি,' দু'হাত তুলে আত্মসমর্পণের ভঙ্গি করল রানা।

'এর মধ্যে অনেক লোকসান হয়ে গেছে, আর চাই না।'

চোখ কোঁচকাল মেয়েটি। 'অর্থাৎ এখন লাভ চাও?'

মাথা ঝাঁকাল ও।

'তার মানে আমাকে নিচ্ছ সাথে?'

'যদি তোমার বাবার আপত্তি না থাকে।'

'আবারও ভুল লাইনে ভাবছ তুমি,' হতাশ হওয়ার ভঙ্গি করল সে। 'তাঁর আপত্তির প্রশ্নই আসে না। নিজের মেয়েকে খুব ভাল করেই চেনেন বাবা।'

'কিন্তু তোমার চাকরি?' জানতে চাইল রানা।

'ওখানে কোন সমস্যা হবে না। অনেক ছুটি পাওনা আছে আমার।'

'বেশ।'

'তাহলে কাল সকালেই ওবান যাওয়ার ব্যবস্থা করতে হয়, কি বলো?'

'এই যে,' ম্যাপের গায়ে তর্জনী দিয়ে মৃদু টোকা দিল জেনিফার সোরেল। 'ম্যাডডন'স রক। অক্ষাংশ তেয়াত্তর পয়েন্ট পাঁচ ছয়, উত্তর, দ্রাঘিমাংশ শূন্য তিন পয়েন্ট শূন্য তিন, পুব।'

ম্যাপের তলা থেকে পুরু একটা বই বের করল সে। 'দ্বীপটা সম্পর্কে এতে কি লেখা আছে শুনবে?'

'পড়ো,' বলল রানা।

'"ম্যাডডন'স রক সাগরের বুকে এক নিঃসঙ্গ, পাথুরে দ্বীপ। বছরের বিশেষ একটা সময় পাখিরা ঝাঁক বেঁধে যায় ওখানে—অন্য কোন প্রাণীর অস্তিত্ব নেই। দ্বীপটার ব্যাপারে খুব অল্পই জানা গেছে এ পর্যন্ত। কয়েকজন দুঃসাহসী নাবিক ওখানে যেতে পেরেছিল বলে রেকর্ড আছে। সাধারণ জাহাজ দ্বীপটাকে অনেক দূর দিয়ে পাশ কাটিয়ে চলাচল

করে। বছরের প্রায় সব সময় তীব্র স্রোত থাকে। দ্বীপ এবং তার চারদিকের রীফ বেশিরভাগই পানির নিচে''।'

মুখ তুলল সে। 'দারুণ স্পট্, কি বলো?'

'তাই তো দেখছি,' চিন্তিত কণ্ঠে বলল রানা। মুখ তুলে সামনে তাকাল।

ওবান। দুপুরের একটু পর এখানে পৌঁছেছে ওরা। পাশা ও নাওয়াফসহ। এ মুহূর্তে জেনিফারদের খুদে বোট এইলিন মোরের হুইল হাউসে দাঁড়িয়ে আছে রানা ও জেনি। যানটা ছোট, ভারী চমৎকার। কিছুদিন আগে নতুন পেইন্ট করা হয়েছে। বো থেকে স্টার্ন পর্যন্ত ঝকঝক করছে ওটার।

ওবান আর দূরের দ্বীপ কেরেরার মাঝের পানিও ঝকঝক করছে। ঝকঝকে নীল তার রঙ। কেরেরার ওপাশে 'মূল' পর্বতশ্রেণী বৃষ্টিতে ভিজছে। গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি হচ্ছে ওদিকে।

সে রাতে জেনির বাবার সাথে দীর্ঘসময় আলাপ হলো মাসুদ রানার। জেনি আগের রাতে ফোনে তাঁকে জানিয়ে রেখেছিল যে সে আসছে, বোটটা তার প্রয়োজন হবে। কেন, সে আভাসও দিয়েছিল। তাই ও নিয়ে কোন কথা তুললেন না বৃদ্ধ। ওর প্রশ্নের জবাবে মাথা দোলালেন কেবল।

'হ্যাঁ, আমি জানি ও আপনার সাথে যেতে চায়। আমি অমত করিনি, বাকি আপনার...'

'আপনি বুঝতে পারছেন না ওখানে কত কিছু ঘটতে পারে,' বলল রানা।

হাসি ফুটল বৃদ্ধের মুখে। 'নিশ্চই বুঝতে পারছি। কিন্তু কিছু করার নেই আমার। মেয়েটা হয়েছে ওর মার মত জেদী, একরোখা। সাগর জেনির নেশা, ইউ নো? মাত্র সাত বছর বয়সে এখানকার ম্যাকলিওড

নামে একজনের ফিশিং ট্রলারে লুকিয়ে উঠে পড়েছিল জেনি, তিরিশ ঘণ্টা সাগর ভ্রমণ করে এসেছে। এরপরও অনেকবার ও কাজ করেছে, ধরে রাখতে পারিনি আমরা। পরে ছেড়ে দিয়েছি, আর বাধা দিইনি।'

রানার কাঁধে এক হাত রাখলেন বৃদ্ধ। 'সাগরের ব্যাপারে মেয়েটা একেবারে খেপা। যেতে যখন চেয়েছে, নিয়ে যান। ওকে নিয়ে কোন সমস্যা হবে না, সে ব্যাপারে আমি শিওর। সবচে' বড় কথা জেনি চমৎকার স্কিপার। যে এলাকায় যাচ্ছেন, খুব রাফ জায়গা সেটা। সাথে ও থাকলে বরং সুবিধেই হবে আপনার।'

এরপর আর কথা চলে না। কাজেই অন্যদিকে মন দিল রানা। লন্ডন ছেড়ে আসার আগে সাগর যাত্রার জন্যে প্রয়োজনীয় ফুয়েল-খাবার ইত্যাদি ওখানে পাঠাবার ব্যবস্থা করে রেখে এসেছিল, সেসব লোডিঙের কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। ফুয়েল ট্যাঙ্ক ভরে ডিজেল নেয়া হলো। সাথে অতিরিক্ত দুটো চল্লিশ গ্যালন ড্রাম ভর্তি অতিরিক্ত জ্বালানি। তারপর আর সব। খাবার, খাওয়ার পানি, গরম কাপড়-চোপড়, কম্বল এবং আরও বহু খুঁটিনাটি। এতকিছু মজুদ করার পর জায়গা খুব অল্পই বাঁচল খুদে এইলিন মোরের।

একনাগাড়ে প্রায় চব্বিশ ঘণ্টা একটানা কাজ করল ওরা। ছোটখাট কাজে জেনির বাবাও হাত লাগালেন। উনিশ তারিখ সন্ধের আগে প্রস্তুতি শেষ হলো ওদের।

ডিনার সেরে বেরিয়ে পড়ল রানা ও জেনি। খাওয়া আজ বেশি হয়ে গেছে। কারণ ওদের সম্মানে জেনির বাবা আজ বিদায়ী ভোজের আয়োজন করেছিলেন। বাসার কাছেই ডানস্টাফনেজ ক্যাসেল জেটিতে দাঁড়িয়ে আছে পঁচিশ টনী এইলিন মোর। জেটির আলোয় ঝকঝক করছে।

'কি সুন্দর লাগছে দেখতে, তাই না, রানা?' ইশারায় ওটাকে দেখাল

জেনি। 'মনে হয় যেন বড়সড় এক রাজহাঁস।'

'ঠিক বলেছ,' চিন্তিত কণ্ঠে বলল ও। ইচ্ছে করছে এই মুহূর্তে রওনা হয়ে পড়ে। দুপুরে লন্ডনে যোগাযোগ করেছে রানা। জানতে পেরেছে থিওডর হ্যালসির প্রস্তুতিও প্রায় শেষ, চাইলে এক আধদিন আগেও যাত্রা শুরু করতে পারে সে।

জেটির কাছে একটা পাকা বেঞ্চে বসে পড়ল ওরা। সামনের নীল পানি কালো দেখাচ্ছে রাতের আঁধারে। সেদিকে আনমনে তাকিয়ে থাকল মাসুদ রানা। যুবরাজ আবদ-আর-রহমানের কথা ভাবছে। প্রায় আধা উন্মাদ হয়ে গিয়েছিলেন তিনি সবকিছু হারানোর শোকে। চব্বিশ ঘণ্টা ঘুমের ওষুধ খাইয়ে বাঁচিয়ে রাখা হয়েছে তাঁকে। নইলে যে মানসিক অবস্থা গেছে, হয়তো আত্মহত্যাই করে বসতেন।

ভাগ্য ভাল যে সময়মত তাঁকে ভেতরের খবর জানিয়েছে রানা নিজের বিশ্বস্ত একজনের মাধ্যমে। প্রথমে বিশ্বাসই করতে চাননি ভদ্রলোক, পরে অবশ্য করেছেন। মনের মেঘ ঝরঝর করে কেঁদে পরিষ্কার করেছেন। শেষ যে খবর পেয়েছে রানা প্রিন্সের ব্যাপারে, তাতে জানা গেছে সম্পূর্ণ সুস্থ এখন তিনি।

দাহরান ত্যাগের আগে ট্রিক্কালায় দেখা যুবরাজের সেই উদ্বিগ্ন চেহারা এখনও ভাসছে ওর চোখে। তাঁর সেই শুকনো, আধফোটা হাসি, আড়ষ্ট পায়ে জাহাজ থেকে নেমে যাওয়া, তারপর জেটিতে অসহায়ের মত দাঁড়িয়ে থাকা, সবকিছু স্পষ্ট ভাসছে মনের পর্দায়।

হ্যালসির কথা ভাবল রানা। চোয়াল শক্ত হয়ে উঠল।

'কি ভাবছ, রানা?' ওর একটা হাত মুঠোয় পুরে চাপ দিল জেনিফার। 'মন খারাপ?'

'না। আমি ম্যাডডন'স রকের কথা ভাবছি।'

'ও।'

চারদিকটা অদ্ভুতরকম শান্ত এখানে। দূরে, অন্ধকারে কোথাও কাজে ব্যস্ত একটা অয়েস্টার ক্যাচার। থেকে থেকে কর্কশ ডাক ছাড়ছে ওটা। জেটির আলোয় ধারেকাছের পানি রূপোর মত চিক্-চিক্ করছে। ফ্ল্যাট একটা রূপোর পাত যেন। এইলিন মোরকে মনে হচ্ছে খেলনা বোট। উত্তরদিকে বো তাক্ করা, যেন তর সইছে না। এখনই যাত্রা শুরু করতে চায়।

আকাশের গায়ে খাঁড়ির মধ্যে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে থাকা অসংখ্য পাহাড়ের চূড়া দেখা যাচ্ছে। কাল খুব ভোরে ওগুলোকে পাশ কাটিয়ে যাত্রা করবে ওরা। দ্য হিলস্ অভ মূল, মরভেন, আর্ডগোর, ময়েডার্ট, স্কেই, আরও কত নাম পাহাড়গুলোর। সাউন্ড অভ মূল ছাড়িয়ে স্কেই, তারপর লিটল মাঞ্চ হয়ে হেব্রাইডিজ যাবে ওরা। ওখান থেকে কোর্স সেট করতে হবে উত্তর-উত্তর-পুবে। কেপ র‍্যাথ ও শেটল্যান্ড আইল্যান্ড ছাড়িয়ে ফ্যারো দ্বীপপুঞ্জ। তারপর সব অনিশ্চিত।

'কি শান্ত খাঁড়ি,' বিড়বিড় করে বলল মেয়েটি। 'খুব ভাল লাগছে দেখতে। নিজেকে খুব সুখী মনে হচ্ছে।'

ঘুরে ভাল করে দেখল ওকে রানা। 'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ।'

'কিন্তু তোমার চোখ বলছে অন্য কথা, জেনি,' বলল ও।

মুখ ঘুরিয়ে জেটির দিকে তাকাল জেনিফার। 'কই, নাহ্!'

'ভয় পাচ্ছ?' এক হাতে তার কাঁধ বেড় দিয়ে ধরল রানা। ওর কাঁধে মাথা রাখল সে। হাতটা নিয়ে খেলা করছে।

'না, ভয় পাইনি। ভাবছিলাম ব্যারেন্ট সাগরও যদি এরকম শান্ত হত, ভাল হত তাহলে।'

'তা যদি হত, তাহলে ওখানে ট্রিক্কালাকে বীচ করত না ক্যাপ্টেন হ্যালসি। ওখানে সে গেছেই ম্যাডডন'স রকে ল্যান্ডিঙ করা অসম্ভব

বলে। আমি ভাবছি ব্যাটা দ্বীপটা চিনল কি করে?'

মাথা দোলাল জেনিফার। 'হ্যাঁ। ফ্যারো দ্বীপপুঞ্জ পার হলেই কঠিন সাগরের মুখোমুখি হতে হবে আমাদের।'

'তুমি থেকে যাবে কি না আরেকবার ভেবে দেখবে?' মৃদু গলায় বলল মাসুদ রানা।

সোজা হলো সে। চোখ কোঁচকাল। 'মানে?'

'বলছি তুমি না গেলেই বোধহয়...'

'ভুলে যাও, রানা,' বাধা দিয়ে বলে উঠল মেয়েটি। 'আবহাওয়ার রিপোর্ট কি বলে শুনেছ?'

'হ্যাঁ। এখনই খারাপ হওয়ার লক্ষণ নেই। তবে ব্যারেন্ট সাগরে পৌঁছতে পৌঁছতে অবস্থা কি হবে কে জানে!'

দ্বীপটা সম্পর্কে মোটামুটি জেনে নিয়েছে রানা এর মধ্যে। ভীষণ দুর্গম। যদি সমুদ্র অশান্ত থাকে, হয়তো দিনের পর দিন খোলা সাগরে বসে থাকতে হবে ওদের বিপজ্জনক রীফ পেরিয়ে ওখানকার একমাত্র চ্যানেলে ঢোকার সুযোগের অপেক্ষায়। হয়তো ততদিনে টাগ দিয়ে পৌঁছে যাবে হ্যালসি, অনেক কিছুই ঘটে যেতে পারে তখন।

'তুমি আমাদের সাথে না এলেই হয়তো ভাল হত, জেনি,' শেষ চেষ্টা করল ও। 'যদি আমরা ফিরে না আসি কোনদিন, তুমি পুলিসকে সব খুলে জানাতে পারতে, ওরা...'

'আমি যাচ্ছি, রানা,' ধীর, শান্ত কণ্ঠে বাধা দিল জেনিফার। 'এ নিয়ে আর কথা নয়, প্লীজ! পরিবেশটা খুব ভাল লাগছে আমার। মন খারাপ করে দিয়ো না। আমরা ফিরতে না-ও পারি, জানি আমি। তাই এখানকার সবকিছুর কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি মনে মনে। বাধা দিয়ো না।'

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল সে। 'তোমার সম্পর্কে বাবার কি ধারণা,

জানো?'

'না,' মাথা দোলাল ও।

হাসল জেনি। 'তাঁর মতে তুমি দুঃসাহসী মানুষ। যে কোন বিপদে ঝাঁপিয়ে পড়ার সাহস আছে তোমার। মৃত্যুকে পরোয়া করো না, এইসব। তাঁর বিশ্বাস তুমি সফল হয়ে ফিরবে।'

মুচকে হাসল রানা। 'অনেক বিরাট আস্থা!' সিগারেট ধরিয়ে টানতে লাগল চ্যানেলের দিকে তাকিয়ে।

'ফিরিস্তি যখন লম্বা, তখন ওটাও বিরাট হওয়াই উচিত।'

বাসায় ফিরতে জেনিফারের বাবা হুইস্কি অফার করলেন ওদের। ফায়ারপ্লেসের আগুন ঘিরে বসল তিনজন। এইলিন মোরের নিরাপদ যাত্রার উদ্দেশে টোস্ট করলেন বৃদ্ধ। 'তোমাদের যাত্রা সফল হোক। আমার ঈশ্বর তোমাদের সাথে থাকবেন।'

বাবার আবেগমাখা, কাঁপা গলায় চোখে পানি এসে গেল জেনিফার সোরেলের। বৃদ্ধের চোখেও পানি দেখতে পেল মাসুদ রানা। কাছে এসে ওর দু'বাহু শক্ত মুঠোয় চেপে ধরলেন তিনি।

'এই মেয়েটি ছাড়া আমার আর কেউ নেই পৃথিবীতে। তোমাকে বলেছি, ও ওর মায়ের মত একরোখা। একটু দেখে রেখো।'

রানার হাত শক্ত করে চেপে ধরলেন বৃদ্ধ বাহু ছেড়ে। 'বয়স যদি আর কয়েক বছর কম হত, আমিও যেতাম তোমাদের সাথে।'

নয়

পিছনে একটু একটু করে পিছিয়ে যাচ্ছে ওবান। ভারী ডিজেল এঞ্জিনের গুম্ গুম্ শব্দ তুলে এগিয়ে চলেছে এইলিন মোর। পায়ের নিচে ডেক কাঁপছে। অনেক দূরে, তীরে দাঁড়িয়ে হাত নাড়ছেন জেনিফার সোরেলের বাবা। ডেকে দাঁড়িয়ে তাঁর দিকে একভাবে তাকিয়ে আছে মেয়েটি।

এক সময় ঘুরে দাঁড়ালেন বৃদ্ধ। ছোট ছোট পায়ে বাড়ির পথ ধরলেন। একবারও আর পিছনে ঘুরে তাকালেন না।

হুইল হাউসে ফিরে এল মাসুদ রানা। গোলাম পাশার হাত থেকে হুইলের দায়িত্ব নিল। একটু পর জেনিও এল। নাকের ডগা লাল তার। কেঁদেছে নিশ্চয়ই, ভাবল রানা। লগবুক বের করে লিখতে শুরু করল ও—*সোমবার, ১৯ অক্টোবর, ১৯৯০, ভোর ৫·৪৩ মিনিটে আমাদের যাত্রা শুরু হলো ডানস্টাফনেজ ক্যাসেল মূরিং থেকে, গন্তব্য—ম্যাডডন'স রক। আবহাওয়া চমৎকার।*

শুরু হলো দীর্ঘ, অনিশ্চিত যাত্রা।

ফার্থ অভ লর্নে পৌঁছে চার্ট দেখে দক্ষিণ-পুবে কোর্স সেট করল রানা। বেশ জোরাল বাতাস পিছন থেকে বইছে দেখে পাল খাটিয়ে দিল পাশা ও নাওয়াফের সাহায্যে। যতদূর সম্ভব জ্বালানি বাঁচাতে হবে।

আটটার একটু পরে প্রায় ডুবন্ত দুই খুদে দ্বীপ লেডি'স রক ও এইলিন মাসডিলের মাঝের খাঁড়ি অতিক্রম করল ওরা। সামনেই সাউন্ড অভ মূল।

এতক্ষণ একটু একটু কুয়াশা ছিল, এখন নেই। রোদের তেজ বাড়তেই মিলিয়ে গেছে। ক্রমে গড়িয়ে চলেছে সময়। ছয় নট্ গতিতে স্বচ্ছন্দে এগিয়ে চলেছে এইলিন মোর। দু'পাশে অসংখ্য দ্বীপ আর ডুবো পাহাড় রেখে এগোচ্ছে ওরা। একসময় দিনের আলোয় টান পড়ল, রাত নামল। ভোরের আগেই একে একে স্কেই, লিট্ল মাঞ্চ ও হেব্রাইডিস অতিক্রম করে এল ওরা।

সকাল হলো টিপ্-টিপ্ বৃষ্টির মধ্যে। আকাশে ধূসর মেঘ। আর ঠাণ্ডা। প্রচণ্ড শীত। সাতটার আগেই কেপ র‍্যাথ অতিক্রম করে খোলা সাগরে পড়ল এইলিন মোর। চারদিকে পানি ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়ছে না এখন। সবদিকেই পানি, সেই দিগন্ত পর্যন্ত। ম্যাগনেটিক নর্থের ১৫ ডিগ্রী পুবে সেট করা বো কী এক দুর্নিবার আকর্ষণে যেন নাচতে নাচতে ঢেউ ভাঙছে। টানা, গভীর ঢেউ।

তৃতীয় দিন শেটল্যান্ড ও ফ্যারো দ্বীপপুঞ্জ অতিক্রম করল ওরা, কিন্তু আগের দিন থেকে শুরু হওয়া বৃষ্টির কারণে একটাকেও দেখতে পেল না কেউ। আগেই ঠিক করা ছিল, কোনও অবস্থাতেই রেডিও সাইলেন্স ব্রেক করবে না রানা। কাজেই ধারেকাছে কয়েকটা রেডিও স্টেশন থাকা সত্ত্বেও কেউ ওদের কোন প্রশ্ন করল না। আবহাওয়া বুলেটিন নিয়মিত শোনে ওরা। কোন অস্বাভাবিকতার আভাস নেই।

বাতাস আর বড় বড় টানা ঢেউ গন্তব্যের দিকে ঠেলে নিয়ে চলেছে বোটটাকে। এ পর্যন্ত খোলা সাগরে এঞ্জিন ব্যবহারের কোন প্রয়োজনই পড়েনি, শুধু বাতাসে গা ভাসিয়ে এগিয়েছে ওটা।

কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনা ছাড়াই দিন-রাত কাটছে। মাসুদ রানা চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে প্রায় বিশ ঘণ্টাই হুইল হাউসে কাটায়। বোট যত

গন্তব্যের দিকে এগোচ্ছে, তত গম্ভীর হয়ে উঠছে ও। গোলাম পাশা আছে এঞ্জিনরুমের দায়িত্বে, করপোরাল নাওয়াফ কিচেনের। জেনিফার প্রায়ই তাঁকে সাহায্য করে। প্রথম কয়েকদিন পাশা আর নাওয়াফ বেশ ভুগেছে সী সিক্‌নেসে। বমি করতে করতে হয়রান।

পুরো পাঁচদিন বাতাসে গা ভাসিয়ে এগোল বোট নরওয়েজিয়ান উপকূলরেখার আড়াইশো মাইল দূর দিয়ে, প্রায় সমান্তরাল রেখা ধরে। সামনেই বেয়ার আইল্যান্ড ও জান মেয়ান আইল্যান্ডের মাঝামাঝি কোথাও আছে ম্যাডডন'স রক। এই সময়টা এইলিন মোরের গতি পাঁচ থেকে আট নটের মধ্যে ওঠা নামা করেছে।

ষষ্ঠদিন বেশ বড় বড় ঢেউয়ের মধ্যে পড়ল বোট। অনেকখানি জায়গা নিয়ে, অনেক উঁচু হয়ে মাথাচাড়া দিচ্ছে ঢেউ। সবার পাকস্থলীতেই অস্বাভাবিক অনুভূতি জাগল। ঘাবড়ে গেল সৌদি করপোরাল, গ্যালি ছেড়ে বেরিয়ে এসে চোখ কুঁচকে সাগরের দিকে তাকিয়ে থাকল। চেহারা ফ্যাকাসে নীল, ঘামে ভিজে উঠেছে সারা মুখ। 'পৌঁছতে পারব তো?' বিড়বিড় করে নিজেকে প্রশ্ন করল সে। আচমকা কুঁকড়ে গেল লোকটা, পেট চেপে ধরে রেলিঙ লক্ষ্য করে ঝাঁপ দিল।

রাতে বাতাসের বেগ আরও খানিকটা বাড়ল, দোল বেড়ে গেল বোটের। ব্যাপারটা ক্রমে বিপজ্জনক হয়ে উঠল। অবশ্য মাঝরাতের আগেই অনেক শান্ত হয়ে এল সাগর। এক সপ্তাহ কেটে গেল ওদের সাগরে। মোটামুটি ভালই কাটল। বেশিরভাগ সময় রানার সাথে হুইল হাউসে কাটিয়েছে জেনিফার। এরমধ্যে বুঝে গেছে রানা, আর যাই হোক, অন্তত ওর থেকে ভাল স্কিপার সে।

প্রথম সপ্তাহে এক হাজার মাইলের মত অতিক্রম করল ওরা। মাথায় ট্রিক্‌কালার দুশ্চিন্তা যদি না থাকত, রানার বিশ্বাস এটা হত ওর জীবনের সবচেয়ে আনন্দের সাগর ভ্রমণ।

পরদিনই অন্যরকম হয়ে উঠল পরিস্থিতি। উত্তরদিক থেকে ঘন ঘন হেভিওয়েট ব্লোর মত বাতাসের ঝাপ্‌টা এসে আছড়ে পড়তে শুরু করল বোটের ওপর, তার সাথে পাল্লা দিয়ে নেমে চলেছে তাপমাত্রা। কিন্তু আবহাওয়া বুলেটিনে বলা হলো নিম্নচাপ সৃষ্টি হয়েছে সাগরে, বড়রকম কিছু নয়। স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ল রানা। এইলিন মোরের পোর্ট বো বরাবর আইসল্যান্ডে রয়েছে ওটা, ভয়ের কিছু নেই। অবশ্য ঠাণ্ডার কামড় বেড়েই চলল ক্রমে।

'হ্যালসি এখন কোথায় কে জানে!' সেদিন দুপুরের দিকে হুইল হাউসে কফি পানের ফাঁকে বিড় বিড় করে বলল জেনিফার। 'ও কি সোজা পথে আসবে, রানা?'

মাথা দোলাল ও। 'সম্ভাবনা কম, প্রায় নেইই বলা চলে। কর্তৃপক্ষের সন্দেহ জাগতে পারে এমন কিছুই করবে না লোকটা। ওর জায়গায় আমি হলে তাই করতাম। কয়েকদিন এদিক-ওদিক ঘোরাঘুরি, একটু পানির নিচে সার্চ করার ভান করবে নিশ্চই হ্যালসি।'

'তার মানে আমরা ওর থেকে বেশ কয়েকদিন এগিয়ে থাকব।'

'আশা করা যায়।'

'ঠিকই বলেছ তুমি,' কিছু সময় চুপ করে থেকে বলল মেয়েটি। 'সরাসরি ওখানে কখনোই যাবে না লোকটা, যদি না…'

'যদি না?' ঘুরে তাকাল ও।

'ক্যাপ্টেন নাইফ মুখ খুলে থাকে তোমার ব্যাপারে।'

চুপ করে গেল রানা। সন্দেহটা সত্যি। মুখ খুলতে পারে নাইফ, এতবড় লোভ হজম করা হয়তো সম্ভব হবে না লোকটার পক্ষে। সে ক্ষেত্রে…মাথা ঝাঁকিয়ে চিন্তাটা দূর করে দিতে চাইল ও, কিন্তু কাজ হলো না।

যত এগোচ্ছে ওরা, ঠাণ্ডাও ততই বাড়ছে। আকাশ ঢাকা পড়ে আছে

মেঘে। পরপর কয়েকদিন সূর্যের দেখা পাওয়া গেল না। অস্থির হয়ে পড়ল রানা জায়গামত পৌঁছার জন্যে। টানা পাঁচদিন মুখ লুকিয়ে রাখার পর উঁকি দিল সূর্য, কয়েক মিনিটের জন্যে। এই সুযোগে বেয়ারিঙ নিল ও, পরক্ষণে হেসে উঠল নিঃশব্দে।

'হাসছ কেন?' জানতে চাইল হুইলে দাঁড়ানো জেনিফার।

'ম্যাডডন'স রকের মাত্র পঁচাশি মাইল দক্ষিণ-দক্ষিণ পশ্চিমে রয়েছি এখন আমরা,' বলল ও।

'কখন পৌঁছতে পারব দ্বীপে?'

ঘড়ি দেখল রানা। সাড়ে তিনটে বাজে। এ মুহূর্তে চার নট গতিতে চলছে এইলিন মোর। 'কাল মাঝ দুপুরে, আশা করা যায়। যদি এই গতি বজায় থাকে।'

মাথা ঝাঁকাল মেয়েটি। 'একটু আগে ওয়েদার বুলেটিন শুনেছি, খুব একটা সুবিধের মনে হয়নি। আবহাওয়ার অবস্থা ভাল নয়। পিছন থেকে জোর বাতাসের চাপ আসতে পারে।'

'পিছন থেকে? ভাল। তাহলে আরও আগেই পৌঁছে যাব।' সিগারেট ধরিয়ে চার্টের ওপর ঝুঁকে পড়ল রানা।

'ট্রিক্কালা কোথায় আছে? রীফের ভেতরে?'

'হ্যাঁ। একটা গ্যাপ দিয়ে ঢুকতে হবে। বিপজ্জনক গ্যাপ।'

চেহারা চিন্তিত হয়ে উঠল জেনিফারের। 'ভয়ের কথা, রানা। সাগর অশান্ত থাকলে গ্যাপ ক্রস করব কি করে?'

'তাও ভেবেছি। হ্যালসি ওই গ্যাপ দিয়ে ট্রিক্কালাকে ভেতরে ঢুকিয়েছে, এবং এক লাইফ বোটে করে ওখান থেকে অক্ষত অবস্থায় বেরিয়েও এসেছে। কাজেই ঘাবড়াবার কিছু নেই।'

'তখন ওয়েদার কেমন ছিল কে জানে?' বিড়বিড় করে বলল সে। 'প্রার্থনা করি আমাদের পৌঁছার সময়টাও সাগর যেন শান্ত থাকে। যদি

সুযোগের অপেক্ষায় বসে থাকতে হয় খোলা সাগরে, বিপদ ঘটে যেতে পারে।'

'ভাগ্য এখনও সাথে আছে আমাদের,' বলল রানা। 'আশা করছি তখনও থাকবে।'

ওর দিকে ঘুরল জেনিফার। 'রানা, তোমার কি মনে হয় ক্যাপ্টেন লোকটা সত্যি কথা বলেছে ট্রিক্‌কালার অবস্থানের ব্যাপারে? আমার যেন কেমন অবিশ্বাস্য মনে হয় ব্যাপারটা। এত টাকা, সোনাদানাসহ আস্ত একটা জাহাজ ফেলে রেখে গেছে ওরা খোলা সাগরে, কেমন কেমন লাগে না শুনতে? প্রথম যখন লন্ডনে বসে ঘটনা শুনলাম, তখন লাগেনি, কিন্তু এখন লাগছে। কল্পকাহিনীর মত।'

মুচকে হাসল ও। 'আমারও একসময় তাই মনে হয়েছে, জেনি। তবে যে পরিস্থিতির মুখে নাইফ কথাটা বলেছে, গল্প বানিয়ে বলার মত অবস্থা তার ছিল না সে-সময়ে। তাছাড়া কোন্‌টা সত্যি, কোন্‌টা মিথ্যে, বোঝার অদ্ভুত এক ক্ষমতা আছে আমার। শুনতে যতই ফ্যান্টাস্টিক মনে হোক, ওটাই সত্যি। আমি জানি, ওখানেই আছে জাহাজটা।'

পরের ওয়েদার রিপোর্ট শুনে মুখ শুকিয়ে গেল দু'জনেরই। বলা হলো, আইরিশ সী ও হেব্রাইডিজে প্রবল বায়ুচাপ সৃষ্টি হয়েছে। মধ্য আটলান্টিক থেকে স্কটল্যান্ডের উত্তরের অনেকটা এলাকা জুড়ে সাগরে ঝড় উঠতে পারে।

'অবস্থা ভাল নয়,' বুলেটিন শেষ হতে আপনমনে বলল জেনিফার।

রানা কোন মন্তব্য করল না।

পরদিন সকালে সাগরের চেহারায় বিশেষ কোন পরিবর্তন চোখে পড়ল না। তবে বাতাস বেশ বেড়েছে। থেকে থেকে এইলিন মোরের স্টার্নে ষাঁড়ের মত গুঁতো মারছে। বেসামাল হয়ে উঠছে খুদে বোট, বো-র অর্ধেকেরও বেশি দেবে যাচ্ছে পানির নিচে। দুপুর পর্যন্ত একরকম

শক্তি নিয়ে বইল বাতাস। বোটকে সঠিক কোর্সে চালিয়ে নিতে কঠিন পরিশ্রমের মুখোমুখি হতে হলো রানাকে।

দুপুরের পর ঘন মেঘ এত নিচে নেমে এল, মনে হলো বোটের মাস্টে ঠেকে যাবে বুঝি। হালকা কুয়াশার জন্যে দুই মাইলের ওপাশে কিছুই দেখার উপায় রইল না। তাপমাত্রা একটু একটু করে নেমেই চলেছে। অন্যরা যাতে আতঙ্কিত হয়ে না পড়ে, সে জন্যে নিজের চেহারা-আচরণ স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করল রানা, কিন্তু ভেতরটা ভয়ে কুঁকড়ে গেছে। আবহাওয়া যদি আরও খারাপ হয়, ঝড় শুরু হয়ে যায়, বোট নিয়ে ডুবে মরতে হবে সবাইকে। বাঁচার কোন পথ নেই।

তাছাড়া এমন এক দ্বীপের দিকে এগোচ্ছে ওরা, চারদিক দিয়ে যেটা রীফঘেরা। বাতাসের তাড়নায় যদি দিনের আলো থাকতে জায়গামত পৌঁছানো সম্ভব না হয়, তাহলে আরেক মুশকিল। সোজা গিয়ে আছড়ে পড়তে পারে ওরা রীফের ওপর। সে ক্ষেত্রেও ফলাফল একই হবে। টুকরো টুকরো হয়ে যাবে এইলিন মোর। তেমন দৃশ্য কল্পনা করতেও ভয় হয়।

দুপুর হয়ে এল। বড়জোর এক মাইল দেখা যায় সামনে। বোটের পিছনে ধাক্কা খেয়ে তীক্ষ্ণ শিস্ তুলছে ঝোড়ো বাতাস, ঢেউয়ের মাথা ছিঁড়েখুঁড়ে নিয়ে এসে আছড়ে ফেলছে ওদের ওপর। এইলিন মোরের বো-র প্রায় পুরোটাই ডুবে আছে পানির নিচে। সোজা হতে পারছে না বাতাসের চাপে।

হোঁচটা খেতে খেতে ওদের জন্যে কফি নিয়ে এল করপোরাল নাওয়াফ। পাংশু চেহারা। মগ দুটো চার্ট টেবিলে রাখল সে। 'আর কতদূর, স্যার?' ঢোক গিলল। 'এসে পড়েছি?'

'প্রায়,' কফিতে চুমুক দিল রানা লোকটাকে ধন্যবাদ জানিয়ে। 'যে-কোন মুহূর্তে দ্বীপটা চোখে পড়বে আশা করছি।'

তাড়াতাড়ি কফি শেষ করে ফোরডেকে এসে দাঁড়াল ও। ভেতরে জেনিফার হুইলের সাথে প্রায় কুস্তি লড়ছে। চোখ কুঁচকে সামনে দেখার চেষ্টা করছে রানা। কিছু নেই। কিছুই নেই ধূসর, প্রচণ্ড বায়ুতাড়িত উত্তাল ঢেউ ছাড়া। ছিটকে ওঠা ঢেউয়ের পানিতে ভিজে চুপচুপে হয়ে উঠেছে পুরো বোট। নাওয়াফ এসে দাঁড়াল ওর পিছনে।

'স্যার, দ্বীপটা ছেড়ে আসিনি তো আমরা?' বলল সে।

'বলতে পারছি না,' আবার ঘড়ি দেখল। 'তবে অসম্ভব নয়। দেখা তো যায় না কিছুই।'

জেনিফার ডেকে উঠল হুইল হাউস থেকে। 'কিছু দেখা যাচ্ছে, রানা?'

'না,' চেঁচিয়ে জবাব দিল ও। 'কিছু নেই সামনে।'

'আল্লাহ আমাদের সাহায্য করবেন,' বিড়বিড় করে বলল নাওয়াফ। 'স্যার, আপনাদের জন্যে স্যুপ তৈরি করেছি।'

'এখন থাক, করপোরাল। পরে। পাশার অবস্থা কি?'

'বমি করছে অনবরত।'

হঠাৎ সামনে ঝুঁকল রানা। পানির ছাঁট বাঁচাতে দু'হাতে চোখ আড়াল করে সামনে তাকাল। এক লাফে কাছে এসে দাঁড়াল নাওয়াফ। 'কি দেখছেন, স্যার?'

'ওটা কি দেখো তো!' হাত দিয়ে সোজা সামনে দেখাল ও। 'ওই যে, কালোমত কি একটা···! তার ওপরে ঢেউ ভাঙছে না?'

সামনে, মাইলখানেক দূরে ঘন ঘন আছড়ে পড়ছে ঢেউ, পানির স্প্রে ছুঁড়ে আবার পিছিয়ে আসছে। সে সময়ে প্রতিবারই কালচে রঙের কি যেন মাথাচাড়া দিচ্ছে ধূসর পানির তলা থেকে।

করপোরাল জবাব দেয়ার আগেই সোজা হলো রানা। মুখে চওড়া হাসি। 'ম্যাডডন'স রক,' ঘোষণা করল ও। 'পৌঁছে গেছি আমরা!'

'শুক্‌র আলহামদুলিল্লাহ্‌!' উত্তেজনায় চেঁচিয়ে উঠল নাওয়াফ। সে-ও দেখতে পেয়েছে দ্বীপটা।

বাতাসের ঝাপ্‌টায় কয়েক মুহূর্তের জন্যে সামনের স্প্রের পর্দাটা সরে গেল, তখনই কয়েকশো ফুট উঁচু এক ক্লিফ একদম পরিষ্কার দেখতে পেল রানা, ওটার গোড়াতেই সবেগে আছড়ে পড়ছে সাগর। বাতাসে স্প্রে ছুঁড়ে, ফেনা তুলে ফিরে আসছে একটুপর। কিছু সময়ের জন্যে দেখা দিয়েই ফের পর্দার আড়ালে গা ঢাকা দিল ক্লিফ। স্রেফ নেই হয়ে গেল। গুঙিয়ে উঠল নাওয়াফ। 'কোথায় গেল!'

এটা তাহলে অন্য কোন দ্বীপ, নিজেকে বোঝাল মাসুদ রানা। ম্যাডডন'স রক নয়। ওখানে কোন জাহাজ থাকতেই পারে না। 'তুমি এখানে থাকো,' নির্দেশ দিল ও করপোরালকে। 'নজর রাখো আবার দেখা যায় নাকি কিছু। আমি হুইলের দায়িত্ব নিতে যাচ্ছি।'

'ইয়েস, স্যার।'

একছুটে হুইল হাউসে চলে এল রানা। বোট রিভার্স গিয়ারের ওপর ছেড়ে পাশাকে ওপরে আসার নির্দেশ দিল। পাশা ডেকে পৌঁছতে তার সাহায্য নিয়ে পাল গোটাল রানা, তারপর হুইলের দায়িত্ব নিল। পাশা ফিরে গেল এঞ্জিনরুমে।

'দেখা পেয়েছ, রানা?' প্রশ্ন করল জেনিফার।

'মনে হয়।'

অবাক চোখে সামনে তাকাল মেয়েটি। 'এরমধ্যে কোন জাহাজ থাকতে পারে বলে মনে হয় তোমার?'

একদৃষ্টে পোর্টসাইডের দিকে তাকিয়ে থাকল রানা আবার ক্লিফটা দেখা যায় কি না, সেই আশায়। 'পারে কি না একটু পরই জানতে পারব আমরা, জেনি।'

পাল নেই, কাজেই এগোচ্ছে না এইলিন মোর, বরং রিভার্স করছে

একটু একটু। হঠাৎ আবার দেখা দিল ক্লিফ, এবার একটু দূরে। পাশাকে সামনে এগোবার নির্দেশ দিল রানা। ধীরে ধীরে এগোতে শুরু করল বোট। হ্যাঁ, ওটাই সেই দ্বীপ—ম্যাডডন'স রক।

ক্লিফটা সীল মাছের পিঠের মত মসৃণ, কালো। দ্বীপের পশ্চিম প্রান্তে দাঁড়িয়ে আছে। এক প্রান্ত ক্রমে ঢালু হয়ে চলে গেছে পুবদিকে। ওটার আধমাইলের মধ্যে পৌঁছে হুইল ঘোরাল ও। লাফাতে লাফাতে পুবদিকে এগোল ধীরগতিতে। একটু পর পুরোটা দ্বীপ পরিষ্কার দেখতে পেল ওরা স্প্রের পর্দা সরে যেতে। কেন এটার নাম ম্যাডডন'স রক রাখা হয়েছে ভেবে পেল না রানা। হোয়েল আইল্যান্ড রাখলেই বরং মানাত ভাল।

দেখতে অবিকল এক হ্যামারহেড তিমির মত গঠন। নাকটা পশ্চিম দিকে। বাতাসের হুঙ্কার ছাপিয়ে প্রচণ্ড গর্জন করছে ঢেউ রীফে আছড়ে পড়ে। এরমধ্যে সামনের পর্দাটা সামান্য পাতলা হয়েছে। এই ফাঁকে ভাল করে দ্বীপে রীফ আর রক ফর্মেশন দেখে নিল রানা।

খাড়া খাড়া গোঁজের মত দাঁড়িয়ে আছে আধডোবা রীফগুলো। 'গ্যাপটা কোনদিকে?' নিজেকে প্রশ্ন করল ও। চোখে বিনকিউলার লাগিয়ে সামনে তাকিয়ে আছে মন্ত্রমুগ্ধের মত। হঠাৎ চমকে উঠল। 'ইয়াল্লা!'

'কি হলো?' ওর পাশে এসে দাঁড়াল উদগ্রীব জেনিফার।

গ্লাসজোড়া তার হাতে ধরিয়ে দিল রানা। 'ওই দেখো, ট্রিক্কালার ফানেল।'

'অ্যাঁ!' এক মুহূর্ত নির্দেশিত দিকে তাকিয়ে থাকল ও, তারপর অস্ফুটে বলে উঠল, 'ও মাই গড! আমি···আমি ওটাকে রক ভেবেছিলাম।'

'ওয়েল!' হাসি দুই কানে গিয়ে ঠেকেছে রানার। 'ওটা তা নয়।'

একটু পর পুরো জাহাজটাকেই দেখতে পেল ওরা। বীচের মত

দেখতে এক রক শেলফে খানিকটা কাত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। পুব এবং উত্তর দিক জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে দুটো রক, বাতাসের হাত থেকে রক্ষা করছে জাহাজটাকে।

প্রায় এক ঘণ্টা পর গ্যাপটা খুঁজে পেল ওরা। বাতাস তখন ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাতাস আর পানির সম্মিলিত হুঙ্কারে কান পাতা দায়।

দশ

তীব্র বাতাস, উন্মাতাল ঢেউ আর স্রোতের সাথে আধঘণ্টা ধরে প্রাণপণ সংগ্রাম করে এইলিন মোর-কে গ্যাপের মুখের যথাসম্ভব কাছে এনে দাঁড় করাল মাসুদ রানা। এত শীতেও ঘাম ছুটে গেছে ওর কাজটুকু করতে গিয়ে। 'কাছে' আসলে একটা কথার কথা, কম করেও দুশো গজ দূরে তখনও গ্যাপ।

তাই-ই সই, ভাল করে না দেখে না বুঝে আর এগোবার ঝুঁকি নিতে রাজি নয় রানা। যে বাতাস আর স্রোত, একটু এদিক-ওদিক হলেই চরম সর্বনাশ ঘটে যেতে পারে। দ্বীপের এবড়ো-খেবড়ো পাথুরে কিনারায় মাত্র একটা মোক্ষম আঘাতেই চুরমার হয়ে যাবে খুদে এইলিন মোর।

হুইলের ভার জেনির হাতে দিল ও। 'স্থির রাখার চেষ্টা করো বোট। আমি দেখছি।'

ডেকে বেরিয়ে এল ও, বাতাসের আক্রমণ ঠেকাতে চোখের ওপর হাত রেখে সামনে তাকাল। গ্যাপটা গজ পঞ্চাশেক চওড়া হবে, ঢোকার মুখে বাঁ দিকে দাঁড়িয়ে আছে পাথরের দীর্ঘ একটা স্তম্ভ। দেখতে লাইট হাউসের মত, তবে আকারে অনেক বড় এবং নিরেট। ঢেউ ভাঙছে প্রবেশ পথের আরেক মুখে। কামান গর্জনের মত গুম্ গুম্ শব্দে অনবরত আছড়ে পড়ছে সাদা ফেনার মুকুট পরা প্রকাণ্ড একেকটা ঢেউ।

তবে সাগরের তর্জন-গর্জন বেশিরভাগ গ্যাপের বাইরেই সীমাবদ্ধ। মুখের কাছের সামান্য জায়গা ছাড়া ভেতরটা প্রায় শান্ত। বাতাসের চাপড়ে মৃদু মৃদু ঢেউ উঠছে বটে, তবে তা এতই ছোট যে ডিঙি নৌকাও ভেসে বেড়াতে পারবে।

চারদিক রীফ ঘেরা লেকের একেবারে শেষ প্রান্তে চরায় উঠে আছে ট্রিক্‌কালা। ডানদিকে খানিকটা হেলে আছে। গ্যাপের দিকে নজর দিল আবার রানা, পানির উন্মত্ত মাতম দেখল অনেকক্ষণ ধরে। হিসেব কষছে মনে মনে। ওই জায়গা পেরিয়ে ভেতরে ঢোকা গেলে তবেই ট্রিক্‌কালায় ওঠা যাবে, নইলে নয়। অন্য কোনদিক থেকে ওটার ধারেকাছেও ঘেঁষা যাবে না।

'কি মনে হয়, ঢোকা যাবে?' রানার উদ্দেশে হাঁক ছাড়ল জেনি।

পিছিয়ে হুইল হাউসের দরজায় এসে দাঁড়াল ও। চিন্তিত। 'ঢুকতেই হবে যে করে হোক। এতবড় জাহাজ অক্ষত রেখে হ্যালসি ঢুকতে পেরেছে, আমাদেরও পারা উচিত। কেবল ঢোকেইনি সে, ওর মধ্যে দিয়ে বোট নিয়ে বের হয়েও এসেছে লোকটা।'

'তাহলে?' গ্যাপের মুখে ঢেউয়ের কলজে হিম করা তাণ্ডব দেখল জেনি। ভয়ে হোক, অথবা দিনের আলোয় টান ধরেছে বলেই হোক, মুখটা ফ্যাকাসে লাগছে ওর। 'কি করবে তাড়াতাড়ি সিদ্ধান্ত নাও, রানা। সন্ধে হয়ে যাবে কিছুক্ষণের মধ্যে।'

বড়সড় এক ঢেউয়ের ধাক্কায় কাৎ হয়ে গেল এইলিন মোর, ডেক ভিজে গেল ছিটকে ওঠা পানিতে। খানিক পর আবার ধীরে ধীরে সোজা হলো, প্রতি পাঁচ সেকেন্ডে কম করেও একটা প্রচণ্ড ঝাঁকি হজম করতে হচ্ছে ওটাকে। সাথে অনবরত ছোটখাট আছাড় তো রয়েইছে।

'কই!' তাড়া লাগাল মেয়েটি। 'তাড়াতাড়ি করো।'

নড়ল না ও। স্থির চোখে তাকিয়ে আছে গ্যাপের দিকে, ধ্যানমগ্নের মত চেহারা। ব্যতিক্রম কেবল ভুরু সামান্য কুঁচকে আছে। এলোমেলো কালো চুলের এখানে ওখানে জমে আছে দলা দলা লবণ, চিক্-চিক্ করছে। ধ্যান ভাঙল ওর, নড়ে উঠল। 'জেনি, রিভার্স করো।'

'পিছিয়ে যাব?' বিস্মিত হলো ও।

'হ্যাঁ। তারপর যথাসম্ভব দ্রুত ছুটতে হবে গ্যাপের দিকে। কাজটা ধীরে, ভয়ে ভয়ে করতে গেলে যে ক্ষতি হবে, দ্রুত করলে হবে তারচে' অনেক কম।'

সামনের দিকে তাকিয়ে অজান্তেই ঢোঁক গিলল জেনিফার সোরেল। 'রানা, ব্যাপারটা আরেকটু ভেবে দেখলে হত না? স্লো গেলে ধাক্কা লাগলেও জোর হয়তো কিছু কম হত, কিন্তু...'

ভেতরে এসে হুইলের দায়িত্ব নিল রানা। ব্রেল বাজিয়ে এঞ্জিন-রুমকে রিভার্স করার নির্দেশ পাঠাল। 'জেনি, লাইফ জ্যাকেট পরে নাও। নিচে গিয়ে ওদেরকেও পরতে বলো। হারি আপ!'

'তুমি?'

'আমারটা এখানেই আছে। পরে নেব। যাও।'

চাপা গুঁই গুঁই শব্দে সামনে-পিছনে, ডানে-বাঁয়ে দোল খেতে খেতে পিছাতে শুরু করেছে এইলিন মোর। প্রতিটি দোল টানা, গভীর। সহজে রেহাই দেয় না। দেহের ভারসাম্য রক্ষার কসরৎ করতে করতে নিচে চলে গেল জেনিফার। আরও পঞ্চাশ গজমত পিছিয়ে গিয়ে থামল মাসুদ

রানা। হুইল ঘুরিয়ে বো তাক্ করল গ্যাপের মাঝ বরাবর। মাঝখানের ব্যবধান আড়াইশো গজের মত।

পিছিয়ে আসার ফলে মুখের ঢেউগুলোকে আগের চাইতে অনেক বড় মনে হচ্ছে। লাফিয়ে লাফিয়ে আকাশ ছুঁতে চাইছে যেন ওরা, খল্-খল্ ছল্-ছল্ শব্দে হাসছে। যেন ব্যঙ্গ করছে রানাকে, বলতে চাইছে, এসো, বাছাধন! দেখাচ্ছি মজা!

নিয়মিত ছন্দে অনেকখানি জায়গা নিয়ে দ্রুত গতিতে পিছিয়ে আসছে পানি, পিছাতে পিছাতে আচমকা সাপের মত ফণা তুলেই সবেগে আছড়ে পড়ছে গ্র্যানিট পাথরের রীফ আর গ্যাপের ওপর, আওয়াজ তুলছে বজ্রপাতের মত। অদৃশ্য দুটো দানবীয় হাত যেন তালি বাজিয়ে চলেছে অবিরাম।

দু'মিনিট পর ফিরল জেনি, পরে নিয়েছে লাইফ জ্যাকেট। পিছন পিছন নাওয়াফও এল। সন্ত্রস্ত ইঁদুরের মত চেহারা হয়েছে। কারও দিকে নজর নেই তার, সম্মোহিতের মত বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে আছে সামনের গ্যাপের দিকে। নিশ্চয়ই জেনির মুখে রানার সিদ্ধান্ত শুনে জান উড়ে গেছে। লোকটাকে কাছে ডাকল রানা কি ভেবে। 'পাশাকে এঞ্জিন ফুল অ্যাহেড করে রেখে উঠে আসতে বলো।'

'কেন, স্যার?'

'এমনিই, যাও।' আসলে অবস্থা সুবিধের মনে হচ্ছে না রানার। বলা যায় না, ঢোকার মুখে ঢেউয়ের বাড়ি খেয়ে উল্টে যেতে পারে এইলিন মোর। তাহলে বাঁচার জন্যে চেষ্টা করার সুযোগও পাবে না পাশা। অতএব সবার মত ওরও খোলা ডেকে থাকা উচিত। নাওয়াফ নিচে যাওয়ার একটু পর হুঙ্কার ছাড়ল এঞ্জিন, সর্বোচ্চ গতিতে সামনের দিকে ছুটতে শুরু করল বোট হেলেদুলে।

দু'পা সামান্য ফাঁক করে দাঁড়াল রানা, দুই বজ্র মুঠিতে চেপে ধরল

হুইল। চোখ সামনে স্থির।

'রানা!' পাশ থেকে রুদ্ধশ্বাসে ডেকে উঠল জেনিফার। 'যদি গ্যাপের মধ্যে কোন ডুবো চূড়া থাকে?'

'থেকে থাকলে ট্রিক্‌কালা ভেতরে অক্ষত অবস্থায় যেতে পারত না। তারওপর ওটার চেয়ে এটা অনেক ছোট। ভয় পাওয়ার কিছু নেই।'

গ্যাপটা দ্রুত এগিয়ে আসছে, কিন্তু স্থির নয় ওটা। ক্রমাগত ওপর-নিচ, ডানে-বাঁয়ে করছে। এদিকে আলোতেও টান পড়েছে বেশ। উইন্ডশীল্ডের ওপাশে ঝাপসা দেখাচ্ছে একটু একটু। চার জোড়া চোখ সম্মোহিতের মত স্থির হয়ে আছে গ্যাপের ওপর। সব ক'টা মুখ ফ্যাকাসে, ঘামে ভেজা। চারদিকে ক্রুদ্ধ সাপের মত ফুঁসছে সাগর। সাদা ফেনার দুরন্ত ছোটাছুটি দেখলে বুকের ভেতর কাঁপন ধরে যায়।

সাত নট গতিতে ছুটে চলেছে এইলিন মোর, সামনে একটু একটু করে চওড়া হচ্ছে ফাঁকটা। তার মুখে বাড়ি খেয়ে অ্যাচমকা হুশ্‌শ্‌ করে ফোয়ারার মত লাফিয়ে উঠল বড়সড় এক ঢেউ, অদৃশ্য হয়ে গেল সামনের সবকিছু। গ্যাপ তখন মাত্র বিশ গজ সামনে। মুহূর্তের জন্যে দ্বিধায় পড়ে গেল মাসুদ রানা, এগোবে না কি করবে বুঝে উঠতে পারল না।

ফোয়ারার পানিসহ ফিরতি ঢেউয়ের মধ্যে পড়ে সাঁই সাঁই করে অনেক উঁচুতে উঠে গেল বোট, মনে হলো পিছলে কয়েক ফুট পিছিয়েও গেল বুঝি। আসলে না, বোঝার ভুল। দ্বিধা ঝেড়ে চেঁচিয়ে উঠল রানা, 'চললাম! শক্ত হয়ে থেকো সবাই!'

প্রাণপণে হুইল আঁকড়ে ধরে আছে ও, উত্তেজনা ও শঙ্কায় ঈষৎ বিস্ফারিত দু'চোখ বাঁ দিকের স্তম্ভটার ওপর নিবদ্ধ। বো আকাশে তাক্‌ করে ঢেউয়ের মাথা থেকে নামতে শুরু করেছে তখন বোট। যত নামছে, ততই উঁচু হচ্ছে ওটা। হতে হতে এক সময় মনে হলো যেন

আইফেল টাওয়ারের উচ্চতাকেও ছাড়িয়ে গেল। নামতে থাকা ঢেউটা ত্বরিৎগতিতে ছুটে গিয়ে আছড়ে পড়ল ডানদিকের রীফে, ব্যাঙের ছাতার মত ফোয়ারা আবার ঢেকে দিল চারদিক।

পতন শেষ হলো এইলিন মোরের, শুরু হলো উত্থান। এই সময় হঠাৎ বড় ধরনের এক ঝাঁকি লেগে রানার হাত ছুটে গেল হুইল থেকে। মুহূর্তে লক্ষ্যচ্যুত হলো বোট, দ্রুত আরেকদিকে ঘুরে যাচ্ছে। আঁতকে উঠে থাবা চালাল রানা, দ্রুত সোজা করে নিল বোট। একেবারে সামনেই ওদের গেলার জন্যে হাঁ করে আছে গ্যাপটা। পরের সেকেন্ডে ওরমধ্যে নাক সেঁধিয়ে দিল এইলিন মোর।

তখনই ঘটল ব্যাপারটা। স্তম্ভের কাছে মাথা তুলতে শুরু করেছে পাহাড় সমান আরেক ঢেউ, ওটার নিরেট বপুর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে পাকা চুলের মত ফেনামোড়া সাদা পানির ছাঁট ছিটকে ছিটকে পড়ছে চতুর্দিকে। ভেঙে পড়ল ওটা, সোজা নেমে আসছে বোটের মাথার ওপর আছড়ে পড়ার জন্যে। যদি পড়ত, ছাতু হয়ে যেত এইলিন মোর।

কিন্তু পড়ল ওদের টপ্‌কে ওপাশের রীফের ওপর। মাথার ওপর ফোয়ারা এবং ডেকের তলায় পরবর্তী ঢেউয়ের পিছুটান; প্রথমটা যেমন তেমন, পরেরটা ছুটে এল অ্যাভাল্যানশের মত প্রচণ্ড শক্তি আর গতি নিয়ে। প্রাণভয়ে তীক্ষ্ণ চিৎকার করে উঠল জেনি আর নাওয়াফ, অথচ একেবারে কাছে থেকেও প্রায় শুনতেই পেল না রানা।

সড়াৎ করে ডানদিকে কাৎ হয়ে গেল বোট, ফোয়ারার গোড়ারদিকের জমাট পানির প্রচণ্ড ধাক্কায় ডিমের খোসার মত গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে গেল উইন্ডশীল্ড। একই মুহূর্তে রানা দেখল কোমর সমান পানিতে দাঁড়িয়ে রয়েছে সে। স্টার্ন দেবে গেল এইলিন মোরের, ভয় হলো ডুবেই যাবে বুঝি।

ডুবল না। খোলের ভেতর জমে থাকা বাতাসের বলে বলীয়ান হয়ে

নিজেকে সজোরে ঠেলে দিল সে আকাশের দিকে। গড়িয়ে নেমে যেতে থাকা পানি এত জোরে টান মারল যে ডেক থেকে শূন্যে উঠে গেল রানার পা। কতক্ষণ পর কেউ জানে না, আকাশ থেকে পানিতে আছড়ে পড়ল বোট। এবং প্রায় সাথে সাথে থেমে গেল সমস্ত মাতামাতি। গুড়-গুড় গুড়-গুড় করে এগিয়ে চলেছে এইলিন মোর। সারা গা বেয়ে ছর ছর করে পানি পড়ছে।

পায়ের কাছে উপুড় হয়ে শুয়ে থাকা জেনি আর নাওয়াফকে ডাকল রানা। 'উঠে পড়ো, ভেতরে চলে এসেছি আমরা।' দরজার ফ্রেম ধরে দাঁড়িয়েছিল গোলাম পাশা। তাকে এঞ্জিনরুমে যাওয়ার নির্দেশ দিল ও। 'স্লো করে দাও গিয়ে।'

পাঁচ মিনিট পর ট্রিক্কালার জেগে থাকা, জং ধরা স্টার্নের কাছে নোঙর ফেলল এইলিন মোর। খিল্ ধরা দু'হাতে ঘন ঘন মুঠি পাকিয়ে আড়ষ্ট ভাবটা কাটাবার চেষ্টা করল রানা। 'তোমরা সবাই ঠিক আছ তো?'

কপালের এক কোণ ফুলে নীল হয়ে আছে জেনিফারের। ওখানটায় হাত বোলাতে বোলাতে মাথা ঝাঁকাল সে। 'হ্যাঁ। সামান্য গুঁতো লেগেছিল।'

'নাওয়াফ?'

'আমার কিছু হয়নি, স্যার।' পিছনে তাকাল লোকটা, আপনমনে বলল, 'বাপ্‌রে! মনে হয়েছিল গেলাম বুঝি আজ।'

'হ্যাঁ। আমাদের ভাগ্য ভাল,' বলল রানা।

'উহু!' মাথা দোলাল জেনিফার। 'ভাগ্য নয়, তোমার সাহস আর যোগ্যতার জন্যে বেঁচে গেছি আমরা, রানা। তোমার মত দুঃসাহসী সেইলর আর দেখিনি আমি। সত্যি।'

'হয়েছে। চলো এবার তীরে যাওয়া যাক। যার জন্যে এতদূর ছুটে আসা, তার কি অবস্থা দেখে আসি একবার।'

নিচের ডেকে একেবারে লণ্ডভণ্ড অবস্থা। আস্ত নেই কিছু। বাঙ্কগুলো খুলে এসেছে দেয়াল থেকে, সিলিঙের একটা বাল্‌বেরও চিহ্ন নেই, সিরামিকের বাসন-কোসন সব গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে ছড়িয়ে আছে সারা ডেকে। লকারগুলো হাঁ করে আছে—ভেতরের কাপড়-চোপড়, বই, সমস্ত কিছু বাইরে। একাকার অবস্থা। তবে সৌভাগ্য যে সব শুকনো আছে। এইলিন মোরের মজবুত প্ল্যাঙ্কিং আর হ্যাচগুলো নিজের দায়িত্ব ঠিক ঠিক পালন করেছে। অবশ্য এঞ্জিনরুম ডুবে আছে এক হাঁটু পানিতে, হুইল হাউসের পানি কম্প্যানিয়ন ল্যাডার বেয়ে ওর মধ্যে গিয়ে জমেছে।

ডবল নিরাপত্তার কথা ভেবে পিছনের নোঙরও ফেলার নির্দেশ দিল রানা। তারপর ডিঙি নিয়ে সবাই রওনা হলো ট্রিক্‌কালার দিকে। আঁধার হয়ে আসতে শুরু করেছে তখন। ওটার স্টার্নের খানিকটা অংশ লেকের পানি ছুঁয়ে আছে কেবল। বিশাল প্রপেলরের একটা ব্লেডও পানিতে। রাডার, হাল, সব জং পড়ে লাল হয়ে আছে। স্টারবোর্ড সাইডে অন্তত পনেরো ডিগ্রী কাৎ হয়ে আছে জাহাজটা, অনুমান করল মাসুদ রানা।

সবচেয়ে আজব ব্যাপার, ওটার কোথাও সে রাতের অতবড় দুটো বিস্ফোরণের কোন চিহ্নই প্রায় নেই। সামনে-পিছনে দুটো করে মোট চারটে বড় বড় নোঙর দ্বীপের পাথুরে মেঝেতে প্রায় গেড়ে রেখেছে ট্রিক্‌কালাকে। তার লেজ থেকে আগা পর্যন্ত একটা চক্কর দিয়ে এল ওরা। মাথার ওপর কোণাকুণি উঠে গেছে পাহাড় সমান উঁচু হাল। যা খুঁজছিল রানা; এক-আধটা রোপ লাইন, কোথাও নেই তা। ওপরে ওঠার উপায় নেই।

বাধ্য হয়ে বোটে ফিরে গিয়ে দড়ি নিয়ে আসতে হলো। নিচ থেকে ছুঁড়ে বহু কষ্টে ওটাকে স্টার্ন রেইলে আটকে উঠে পড়ল রানা। জ্যাকব ল্যাডার জায়গামতই ডেকে দলা হয়ে পড়ে আছে দেখল ও। যাওয়ার

সময় তুলে রেখে গেছে হ্যালসি।

ওটা তুলে নিচে ছুঁড়ে দিল ও। পাঁচ মিনিটের মধ্যে অন্য তিনজনও উঠে পড়ল ট্রিক্‌কালায়। ওখানে দাঁড়িয়েই চারদিকে নজর বোলাল রানা। কেমন অদ্ভুত এক অনুভূতি জাগছে, খালি খালি লাগছে পেটের ভেতরটা। গায়ের মধ্যে শির শির করছে।

নতুন একটা জিনিস দেখল রানা ট্রিক্‌কালার স্টার্নে—তিন ইঞ্চি কামান একটা। ডেকের সাথে ফিট্ করা। ঢাকা আছে ত্রিপল দিয়ে। ওটা দেখল ও পরীক্ষা করে, প্রয়োজনে কাজে লাগানো যাবে ভেবে খুশি হলো। যদি শেল থাকে।

'জিনিসগুলো আছে তো?' আপনমনে ফিস ফিস করে বলে উঠল জেনিফার সোরেল।

'আছে,' বলল রানা। 'না থাকলে হ্যালসির অভিযানে আসার কোন প্রয়োজন ছিল না।'

'জীবনে আবার এটার দেখা পাব ভুলেও ভাবিনি,' বলল গোলাম পাশা। 'এমন আজব ডাকাতির কথাও শুনিনি।'

তার কথা কানে যায়নি রানার, পায়ে পায়ে এগোল ও আফটার ডেক হাউজিঙের সেই মেসরুমের দিকে। অন্যরা মন্ত্রমুগ্ধের মত অনুসরণ করল ওকে। বন্ধ দরজাটার সামনে পৌঁছে দাঁড়াল রানা, উত্তেজনায় মৃদু কাঁপুনি উঠে গেছে দেহে। পকেট থেকে চাবির গোছাটা বের করতে একটু সময় লেগে গেল। গোছা থেকে নির্দিষ্ট চাবি আলাদা করে মুহূর্তের জন্যে থেমে থাকল ও, তারপর ঝট্ করে ফুটোয় ভরে দিল ওটা। মোচড় দিল।

আটকে গেছে চাবি, ঘুরছে না। ভুরু কুঁচকে উঠল রানার, লম্বা দম নিয়ে আবার ঘোরাল। একই অবস্থা। কি ভেবে চাবি ছেড়ে হাতল ধরল ও, ঘোরাল ডানদিকে। ঘুরে গেল হাতল—তালা খোলা!

কি করে হলো? ভাবল ও, পরিষ্কার মনে আছে, বিশৃঙ্খলার মধ্যেও দরজাটা নিজ হাতে লক্ করেছিল ও। তাহলে, হ্যালসি খুলেছে? তাই হবে, নইলে আর কে করবে এ কাজ? ওর কাছে জাহাজের সমস্ত তালার মাস্টার কী আছে, কাজেই সে-ই খুলেছে।

'মাসুদ ভাই,' বলল পাশা। 'দরজা তো লক করা ছিল!'

'মনে আছে। আমি নিজেই করেছিলাম।'

'তাহলে কে খুলল?'

'হ্যালসি ছাড়া আর কে? এসো, ভেতরটা দেখি আগে।'

ঢুকে পড়ল ওরা কেবিনে। যেমন রেখে বেরিয়েছিল ওরা, ঠিক তেমনি আছে ভেতরটা। বাইশটা ক্রেট আগের সেই একই জায়গায় রয়েছে, একটা বাদে সবগুলোর সীল অক্ষত। যেটা নতুন করে প্যাক করা হয়েছিল, দেখে মনে হয় সেটাও খোলা হয়নি। তাহলে? কিছু যদি না-ই নিল, শুধু শুধু দরজার তালা খুলে রেখে গেল কেন ব্যাটা?

চর্ট লাইট জ্বেলে সবগুলো ক্রেটের সীল আরেকবার তীক্ষ্ণ চোখে পরীক্ষা করে দেখল মাসুদ রানা। ঠিকই আছে। যেটায় সীল নেই, সেটাও। নাহ্, ঠিকই আছে সব। বুকের ওপর থেকে বিশ মনী একটা পাথর নেমে গেল ওর।

'এর কি অর্থ?' বলে উঠল পাশা। 'শুধু শুধু কেন খুলে রেখে গেল ব্যাটা দরজা?'

'পরে এ রহস্যের সমাধান নিয়ে মাথা ঘামানো যাবে,' ঘুরে দাঁড়াল রানা। চেহারা খুশি খুশি। 'আগে চলো পুরো জাহাজটা চক্কর দিয়ে আসি একবার।'

ফরোয়ার্ড ডেক হয়ে ব্রিজ অ্যাকোমোডেশনে এল ওরা। প্রাণের স্পন্দনহীন, ভূতুড়ে ট্রিক্কালায় আবার হেঁটে-চলে বেড়াচ্ছে, বিশ্বাসই হতে চায় না যেন কারও। ব্রিজে উঠে এল রানা। কোথাও কোন

বিশৃঙ্খলার চিহ্নমাত্র নেই, যেটা যেখানে থাকার কথা সেখানেই আছে। কেবল ওয়্যারলেস সেটটা অকেজো। চুরমার হয়ে আছে ওটা। নিশ্চয়ই হ্যালসির কীর্তি। এখানে ওখানে জং আর লবণের আস্তর চোখে পড়লেই কেবল বোঝা যায় এটা পরিত্যক্ত, নইলে সব ফিটফাট।

বো-র কাছে আর একটা থ্রী ইঞ্চারের দেখা পেল ওরা, এটাও ত্রিপল দিয়ে ঢাকা। মাল নিয়ে ফেরার পথে কোন বাধা এলে তার জবাব দেয়ার জন্যে নেমে যাওয়ার সময় এগুলো ফিট করে রেখে গেছে হ্যালসি। ভালই হলো, ভাবল রানা, দেখা নিশ্চয়ই হবে পথে ব্যাটার সাথে। নিজের অস্ত্র নিজের বিরুদ্ধে ব্যবহার হতে দেখলে হারামজাদার চেহারাটা কেমন হবে ভেবে পুলক বোধ করল।

বাতাসে ফড় ফড় করে উড়ছে ত্রিপলের কোণ। ওটার পাশে দাঁড়িয়ে সামনে তাকাল মাসুদ রানা। ট্রিক্‌কালার গজ ত্রিশেক সামনে থেকে কোণাকুণি আকাশের দিকে উঠে গেছে কালো রঙের চকচকে পাথুরে পাহাড়, পাশাপাশি কয়েকটা। তিনদিক থেকে ট্রিক্‌কালাকে ঘিরে রেখেছে পাহাড়। ওগুলোর জন্যেই শিপিং লেন থেকে দেখা যায় না এটাকে। যুগ যুগ ধরে পড়ে থাকলেও কেউ জানতেই পেত না এর অস্তিত্বের কথা, অথবা অবস্থান। জানা ছিল বলে বিপদের তোয়াক্কা না করে লেন ছেড়ে অনেকটা পথ ঘুরে এসেছিল রানা, তাই চোখে পড়েছে। চারদিকে কোথাও সবুজের সামান্যতম চিহ্নও দেখতে পেল না ও, কেবল পাথর আর পাথর।

হঠাৎ আতঙ্কের একটা হিম ধারা নেমে গেল মেরুদণ্ড বেয়ে। যদি কোনদিন বের হতে না পারে ওরা এই ভয়ঙ্কর জায়গা ছেড়ে? যদি বের হওয়া সম্ভব না হয় আর ওই গ্যাপ দিয়ে? যদি এখানেই আটকে থাকতে হয় সারাজীবন?

প্রত্যেকটা কেবিনও বেশ পরিপাটি করে গোছানো রয়েছে দেখা

গেল। কোথাও এমন কোন চিহ্ন নেই যা দেখে বোঝা যায় খুব ব্যস্ততার মধ্যে জাহাজ ছাড়তে হয়েছে অবস্থানকারীদের। হ্যালসির কেবিনে এসে ঢুকল মাসুদ রানা। টেবিলের ড্রয়ার হাতড়াতে লাগল।

কাগজপত্র, বই, পিরিওডিক্যালস্, চার্ট, ডিভাইডার, রুলার আর এক খণ্ড শেকসপিয়ারিয়ান ট্রাজেডি, এইসব হাবিজাবিতে ভরা। একটা চিঠি, কি ছবি বা এই ধরনের কিছুই নেই যা দেখে লোকটার আসল পরিচয় জানা যায়।

'রানা,' পিছন থেকে ডেকে উঠল জেনিফার। 'একটা জিনিস দেখে যাও এসে।'

ওকে অনুসরণ করে অফিসার্স মেসরুমে এল রানা। আঙুল তুলে একটা টেবিল দেখাল জেনি। 'ওই দেখো।'

একটা ট্রে দেখতে পেল ও, চায়ের সরঞ্জামসহ এটা ওটা রয়েছে ওতে। খালি চায়ের কাপ, মারজারিনের কৌটো, প্লেটে দুটো অভুক্ত বিস্কুট, আধা পট দুধ ইত্যাদি। যেন একটু আগেই চা খেয়েছে কেউ এখানে বসে, বাইরে কোথাও গেছে সে কোন কাজে, এসে পড়বে যে কোন সময়। ট্রের পাশে একটা কেরোসিনের বাতিও আছে। ওদিকে দেয়ালের হুকের সাথে ঝুলছে একটা ডাফল কোট।

'কেউ আছে শিপে, রানা।'

কাছে গিয়ে ওগুলো পরীক্ষা করে দেখল ও। মনে হলো ঠিকই বলেছে জেনি, কেউ আছে জাহাজে। থাকে। কিন্তু কেন? মাল পাহারা দেয়ার জন্যে? কে থাকে? কি নাম তার? জেনির চোখেমুখে ভয়ের ছায়া দেখে ওর হাত ধরল মাসুদ রানা। নরম গলায় বলল, 'চলো, গ্যালি থেকে এক চক্কর দিয়ে আসি। কেউ যদি থাকে, তাকে রান্না বান্না করে খেতে হয়। আর তা গ্যালিতেই করতে হয়। ওখানে গেলে নিশ্চিত হওয়া যাবে।'

নীরবে নিচে চলে এল দু'জনে, লম্বা প্যাসেজওয়ে ধরে এগোল গ্যালির দিকে। মোটা কুক আর তার তৈরি চমৎকার কফির কথা ভাবল রানা হাঁটতে হাঁটতে। সে সময় চুলোর কারণে উত্তপ্ত থাকত জায়গাটা, এঞ্জিনের ধক্ ধক্ আওয়াজে ডেক কাঁপত থর থর করে। এখন ঠাণ্ডা, নিস্তব্ধ। গ্যালির দরজা খোলাই দেখা গেল। ভেতরটা বেশ উষ্ণ। নাকে খাবারের গন্ধও পেল ওরা।

হঠাৎ ভয়ে আঁতকে উঠল জেনিফার, খামচে ধরল রানার বাহু। কুকের বিছানায় কিছু একটা নড়ে উঠতে দেখেছে। 'কি?' প্রশ্ন করল রানা, থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছে নিজেও।

'ভেতরে কিছু একটা আছে, রানা। চোখ জ্বল জ্বল করছে।'

'কোথায়?'

'ওই দেখো,' ফিস্ ফিস্ করে বলল সে। 'বা-বাঙ্কের নিচে।'

ওর আঙুল অনুসরণ করে তাকাল রানা, পরমুহূর্তে ছ্যাঁৎ করে উঠল বুকের মধ্যে। কাছাকাছি বসানো সবুজ দুটো চোখ দেখছে ওদের। পুঁতির মত দুটো কালো বিন্দু জ্বল জ্বল করছে সবুজের মাঝখানে। টর্চের আলো ফেলল রানা ওখানটায়, সঙ্গে সঙ্গে ছুটে বেরিয়ে এল একটা বেড়াল। রানার পায়ে নাক ঘষতে লাগল।

'কুক কাজিনসের বেড়াল!' স্বস্তির দম ছেড়ে বোকার মত হেসে উঠল জেনি। কোলে তুলে আদর করতে লাগল ওটাকে।

বাতাসে নাক টানল রানা। 'কেউ আছে জাহাজে।'

'অ্যাঁ?' আদর করা মাথায় উঠল মেয়েটির। 'কিন্তু...'

'এইবার বোঝা গেল,' আপনমনে বলে চলল ও। 'স্টোরে খাবার আছে যথেষ্ট। ওপরে, আফটার ডেকে খোলা জায়গায় টাঙানো আছে একটা ত্রিপল, দেখেছ?'

'হ্যাঁ।'

'এতক্ষণ ভেবে পাচ্ছিলাম না ওটা টাঙানোর কারণ কি হতে পারে।'

'মানে?'

'কেউ না কেউ আছে জাহাজে, খাওয়ার জন্যে বৃষ্টির পানি ধরে সে ওই ত্রিপলের সাহায্যে। এবং সে-ই খুলেছে মেসরুমের দরজা, হ্যালসি না।'

'ওহ্, গড! একা একা মালের পাহারায় আছে!'

'নিজে থেকে আছে, না থাকতে বাধ্য হয়েছে, কে জানে! লোকটা যে হোক, তার উচ্ছিষ্ট খেয়েই বেঁচে রয়েছে বেড়ালটা। নইলে এই পাথরের রাজ্যে বহু আগেই মরে কঙ্কাল হয়ে যেত।'

'কে হতে পারে?'

'চলো, খুঁজে দেখা যাক।'

এঞ্জিনরুম, ক্রু'জ কোয়ার্টার্স, বাথরুমসহ পিছনের প্রায় সবখানে খুঁজল তাকে ওরা, পাওয়া গেল না। সামনের দিকে পা বাড়াতে যাচ্ছিল, এমন সময় দূর থেকে পাশা আর নাওয়াফের উঁচু গলার কথা শোনা গেল। মনে হলো কাকে যেন ধমকাচ্ছে। তাড়াতাড়ি এগোল রানা ও জেনি। ওদের দু'জনের বিস্মিত চোখের সামনে দাঁড়ানো লোকটাকে দেখে রানাও চমকে উঠল।

কাজিনস, কুক।

'এই যে, মাসুদ ভাই,' বলে উঠল পাশা। 'রাডার গিয়ারের মধ্যে লুকিয়ে বসে ছিল ব্যাটা।'

রানাকে কাছ থেকে দেখে কুকও চমকে উঠল, অবশ্য পরক্ষণে স্বস্তির আভাস ফুটল চেহারায়। 'অফিসার, আপনি?' এক পা এগোল সে। 'আমি আপনাদের ডাকাত ভেবে লুকিয়ে পড়েছিলাম।'

'কিন্তু তুমি এখানে কেন?' ঘোর তখনও পুরো কাটেনি ওর।

'আমাকে সঙ্গে নেয়নি হ্যালসি, বাধ্য করেছে থেকে যেতে। বলেছে

পরে এসে নিয়ে যাবে।'

ভাল করে লোকটাকে দেখল রানা। বেশ শুকিয়ে গেছে এর মধ্যে, বিশেষ করে মুখটা। কালিও পড়েছে চোখের নিচে। 'কেন রেখে গেছে?'

'জানি না।' ম্লান চেহারায় আশার আলো ফুটল তার। 'অফিসার, আমাকে নিয়ে যাবেন আপনি, প্লীজ? এখানে একা একা থেকে পাগল হয়ে যাচ্ছি আমি। ওহ্, হারামজাদা আমাকে মেরে ফেলার জোগাড় করেছে। প্লী-ই-জ, অফিসার! আমাকে নিয়ে যান দয়া করে।'

'শান্ত হও, কাজিনস। নিয়ে যাব। কিন্তু তোমাকে এখানে কেন রেখে গেছে ক্যাপ্টেন?'

'জানি না। আমাকে বলে গেছে, তুমি থাকো। আমরা দুই সপ্তার মধ্যে ফিরে এসে নিয়ে যাব তোমাকে।' খানিক চুপ করে থাকল মোটা কুক। 'দুর্ঘটনার রাতে সবার মত আমিও বোটে উঠতে গিয়েছিলাম, তখন হ্যালসি ব্রিজে রিপোর্ট করতে বলল আমাকে। বলল তুমি থাকো, আমার বোটে যেয়ো। পরে ওদের আলোচনা শুনে বুঝেছি বিস্ফোরণের ঘটনা সাজানো ছিল।'

'একে পেয়ে ভালই হলো, মাসুদ ভাই,' বলল গোলাম পাশা। 'হ্যালসির কুকর্মের একজন প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষী এ লোক।'

'হ্যাঁ।' কুকের দিকে মন দিল রানা। 'মেসরুমের দরজা আমি লক করে গিয়েছিলাম। ওটা কে খুলেছে, তুমি?'

'জ্বি। ভেবে পাচ্ছিলাম না এতসব কাণ্ড কেন ঘটল। উলফ, ইভানস, হেন্ডরিক, সবাইকে জিজ্ঞেস করেছি আমি কি আছে ওই কেবিনে। কেউ বলেনি, উল্টে ধমকেছে আমাকে। জানতে খুব ইচ্ছে করছিল, তাই ওরা চলে যাওয়ার ক'দিন পর খুলি আমি তালা। একটা বাক্সের সীল ভাঙা দেখে খুলেছিলাম ওটা। গড! জান উড়ে গেছে আমার সোনা দেখে। আবার সব যেমন ছিল তেমনি রেখে দিয়েছি, অফিসার। বিশ্বাস

করুন, কিচ্ছু নিইনি আমি ওখান থেকে।'

দেখে যতটা মনে হয়, আসলে মানুষটা তত বোকা নয়। ভাবল রানা, বরং যথেষ্ট চালাক চতুর। বাক্সটা এমন নিখুঁতভাবে রি-প্যাক করেছে, দেখে বোঝাই যায় না দ্বিতীয়বার খোলা হয়েছে ওটা।

'আপনি নিশ্চই আপনাদের ট্রেজার ফিরিয়ে নিয়ে যেতে এসেছেন, অফিসার?'

'হ্যাঁ।'

'আপনাদের বোট দেখে ঘাবড়ে গিয়েছিলাম আমি। দূর থেকে কাউকে চেনা যাচ্ছিল না। ভেবেছিলাম ডাকাত বুঝি।' চিন্তিত চোখে এইলিন মোরের দিকে তাকাল লোকটা। 'কিন্তু···অফিসার, রাতে বড় রকম ঘূর্ণিঝড় আঘাত হানবে এ এলাকায়, রেডিওতে বলেছে। তাছাড়া পুবাল বাতাস বইছে। দুপুরের পর থেকে একটু একটু করে বেড়েই চলেছে বাতাস। তার মানে রাতের জোয়ারে পানি বাড়বে অনেক। দ্বীপ তলিয়ে যাবে। পানি বাড়লে সাগর আর খাঁড়ির পানি একইরকম ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে। আলো ফুরিয়ে যাওয়ার আগেই আপনাদের বোটটা ভাল করে বেঁধে-ছেদে রেখে আসা উচিত, স্যার।'

বোটের দিকে তাকাল রানা। অনুমান করার চেষ্টা করল পানি বাড়লে পরিণতি কি হবে। ম্যাডডন'স দ্বীপটা মোটামুটি আয়তাকার। দুই খাটো বাহুর এক প্রান্তে গ্যাপ, আরেক প্রান্তে পাহাড়। অবশিষ্ট দুই দিক দীর্ঘ, নিচু। গ্যাপ দিয়ে তো ঢুকবেই পানি, নিচু দুই দেয়াল টপকেও ঢুকবে। সে ক্ষেত্রে বাইরের সাগরের সাথে ভেতরের কোন পার্থক্য থাকবে না, একইরকম উত্তাল হয়ে উঠবে। 'তাহলে বোটে ফিরে যাওয়া উচিত,' জেনির উদ্দেশে বলল রানা অন্যমনস্ক কণ্ঠে। 'আরও প্রোটেকশনের ব্যবস্থা করতে হবে।'

'একবার পড়েছিলাম সেরকম ঝড়ের মুখে,' বলল কাজিনস। 'ওহ,

গড! ট্রিক্‌কালাকে বাপ ডাকিয়ে ছেড়ে দিয়েছিল। সব ঢেউ গেছে জাহাজের মাথার ওপর দিয়ে।'

'ওকে, আমি আর পাশা যাচ্ছি,' বলল রানা। 'তোমরা থাকো।'

'তাড়াতাড়ি ফিরে আসবেন, অফিসার। দেরি করলে ফিরতে পারবেন না।'

'আমরাও আসি না কেন?' বলল জেনি। 'এখানে থেকে কি করব?'

'বলছেন কি?' আঁতকে উঠল কুক। 'এর মধ্যে আবার যাবেন ওই বোটে! পাগল নাকি!'

মাথা ঝাঁকাল রানা। 'ঠিকই বলেছে কাজিনস। তোমাদের আসার প্রয়োজন নেই। আমরা যাচ্ছি।'

দমকা বাতাস আর লেকের সামান্য ঢেউ ঠেলে এইলিন মোরে পৌঁছতেই আধ ঘণ্টা লেগে গেল। স্টোর থেকে বাড়তি একজোড়া নোঙর বের করে তার সাথে লম্বা দড়ি জুড়ল ওরা দু'জনে মিলে। সামনে দুটো ও পিছনে দুটো নোঙরের সাহায্যে নতুন করে বাঁধা হলো এইলিন মোর। চারটে লাইনই যথেষ্ট ঢিল রাখা হলো পানি বাড়ার সম্ভাবনার কথা চিন্তা করে। যদি বাড়ে; যত বাড়বে, ঢিল বাঁধনের কারণে ততই ওপরে ওঠার সুযোগ থাকল বোটের। এটাই নিয়ম এ ক্ষেত্রে। নইলে পানি বাড়লেও বোটের উপায় থাকে না তার সাথে তাল রেখে ওপরে ওঠার। অক্ষত বোটও তখন ডুবে যায় দড়ির টানে।

পিছনের লাইন দুটো সামনের দ্বিগুণ দীর্ঘ রাখা হলো। বাতাস যদি গতি বদলায়, বোট আপনাআপনি ঘুরে গিয়ে তার মুখোমুখি হবে। তাতে ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা থাকে না।

কাজ সন্তোষজনক হলেও রানার মনে সামান্য খুঁতখুঁতে ভাব রয়েই গেল দড়ির দৈর্ঘ্যের কথা ভেবে। আরও দড়ি থাকলে নিশ্চিন্ত হওয়া যেত। ট্রিক্‌কালায় ফিরল ওরা দু'ঘণ্টা পর। বাতাসের গতি অনেক বেড়ে

গেছে তখন। সুপারস্ট্রাকচারের গা ঘেঁষে বেরিয়ে যাওয়ার সময় এত বিকট শব্দ করছে যে সাগরের সার্বক্ষণিক ক্রুদ্ধ গর্জনও চাপা পড়ে যায়।

ওদিকে কাজিনসের আনন্দ ধরে না। সবাইকে খুশি রাখার আন্তরিক প্রচেষ্টায় কোন খাদ নেই তার। জেনিকে বসিয়ে ওদের জন্যে রাজকীয় ডিনার তৈরি করছে সে। হাত-মুখ দুটোই সমানে চলছে। এতদিন কথা বলতে না পারার ক্ষতি পুষিয়ে নিচ্ছে। সবদিকেই সমান খেয়াল। রানা ও পাশা ফিরে আসার পর ওদের হাত-মুখ ধোয়ার জন্যে গরম পানি, কাটা ছেঁড়ার জন্যে অ্যান্টিসেপ্টিক-তুলো, সব মুহূর্তে জোগাড় করে দিল। তারপর কফি।

ট্রিক্‌কালার স্টোরে অভাব নেই কিছুর। সব একদম তাজা রেখেছে এখানকার হিমাঙ্কের নিচের তাপমাত্রা। এক ফাঁকে সবার সাথে নিজের একমাত্র সঙ্গীর পরিচয় করিয়ে দিয়েছে কাজিনস। সেই বেড়ালটা—কুক তার নাম রেখেছে জন। 'কেউ তো নেই কথা বলার,' নার্ভাস হাসি দিয়ে বলেছে সে। 'তাই এটার সাথে কথা বলে সময় কাটিয়েছি এতদিন। কি করব!'

তৃপ্তির সাথে খেল ওরা। বাতাস আর পানির গর্জনে ততক্ষণে কানে তালা লেগে গেছে সবার। প্রচণ্ড ধাক্কায় থেকে থেকে গুঙিয়ে উঠছে ট্রিক্‌কালা, কখনও অল্প স্বল্প আড়মোড়াও ভাঙছে। তখন সুপারস্ট্রাকচারের তীব্র ককানি শুনলে কলজে উড়ে যায়। বাইরের নিকষ কালো আঁধারের দিকে তাকিয়ে অদৃশ্য দুই মহাশক্তির সম্মিলিত হুঙ্কার ক্রমেই বাড়ছে বুঝতে পেরে শঙ্কায় বুক কেঁপে উঠল রানার।

রাতে আবহাওয়া প্রায় একইরকম থাকল। খানিক ঘুমিয়ে, খানিক জেগে থেকে রাত কাটাল রানা। থেকে থেকে টর্চ জ্বেলে এইলিন মোরকে দেখার চেষ্টা করল। ব্যর্থ হতে হলো প্রতিবারই। অন্ধকার এত জমাট আর নিরেট যে আলো পৌঁছলই না সে পর্যন্ত। অবশ্য ঝির ঝির

বৃষ্টিও বড় এক বাধা।

দিনের আলো ফুটল এক সময়। সে আলোর চেহারা দেখে মুখ শুকিয়ে গেল কাজিনসের। 'অবস্থা ভাল নয়, অফিসার,' ফিস ফিস করে রানাকে বলল সে। 'এখন যদি বাতাস দিক বদলায়, কেয়ামত ঘটে যাবে।'

আবহাওয়ার কোন পরিবর্তন ঘটল না দিনের বেলা, ঘটল রাতে। খেয়েদেয়ে শোয়ার আয়োজন করছে তখন সবাই। একেবারে আচমকা থেমে গেল পুবাল বাতাস, পাতা পর্যন্ত নড়বে না, এতই স্থির হয়ে গেল। অভ্যস্ত কানে এই আকস্মিক নীরবতা অস্বাভাবিক, অবাস্তব মনে হলো ওদের। সমুদ্রের তর্জন-গর্জন একই রকম আছে, নেই কেবল বাতাস। আকাশে অশুভ হলদেটে এক আভা ফুটল।

এতক্ষণ আসলে মহড়া চলছিল, বুঝল মাসুদ রানা, এখন যে কোন মুহূর্তে আসল ঝড় শুরু হবে। এবং ঝড়ের ঠিক কেন্দ্রে রয়েছে ওরা। ঠিক কখন শুরু হয়েছে পশ্চিমা বাতাস, মনে নেই রানার। মনে আছে প্রথম ধাক্কাতেই ট্রিক্‌কালা দুলে উঠল ভীষণভাবে, প্রতিটি নাট বল্টু তীব্র স্বরে প্রতিবাদ করে উঠল তার।

পিছন দিকটা মনে হলো খানিকটা শূন্যে উঠে গেছে, মুহূর্ত খানেক পরই আছড়ে পড়ল। পাথরের শক্ত মেঝেতে বাড়ি খেয়ে কিল্ পর্যন্ত তীব্র এক ঝাঁকি খেল ওটার। নিচ থেকে ট্রিক্‌কালার গভীর, ধাতব আর্তনাদ ভেসে এল।

তাড়াতাড়ি বিছানা ছাড়ল রানা। সী বুট আর অয়েলস্কিন পরে টর্চ লাইট নিয়ে বেরিয়ে পড়ল ডেকে। উন্মুক্ত কম্প্যানিয়নওয়ে দিয়ে প্রচণ্ড তোড়ে পানি ঢুকছে ভেতরে। নিজের ভেসে যাওয়া ঠেকিয়ে সিঁড়ির মাথায় পৌঁছতে প্রাণপণ যুদ্ধ করতে হলো ওকে। ডেক থৈ থৈ করছে পানিতে। সাথে আসা ফেনার ফ্যাকাসে ফসফরেসেন্ট আলোয় জ্বল জ্বল

করছে।

ট্রিক্‌কালার গায়ে আছড়ে পড়া ঢেউগুলো একেকটা কয় লাখ টন পানির তৈরি, অনুমান করার চেষ্টা করল ও। প্রত্যেকটা আঘাতে থর্ থর্ করে কেঁপে উঠছে বো থেকে স্টার্ন পর্যন্ত। প্রতিবারই ভূমিশয্যা ছেড়ে এক-দেড় ফুট ভেসে উঠছে ট্রিক্‌কালা, তারপর সশব্দে বসে পড়ছে দুর্বলের মত কাঁপতে কাঁপতে। ডেক প্লেটিং আর নাটবল্টুর আর্ত চিৎকারে কান পাতা দায়। এইলিন মোরের কি অবস্থা হচ্ছে ভাবতে পারল না রানা। তবে সকালে যে ওটার দেখা পাওয়ার আশা নেই, সে ব্যাপারে নিশ্চিত। কোন চান্সই নেই এইলিন মোরের।

কম্প্যানিয়নওয়ের দরজা বন্ধ করে গ্যালির দিকে এগোল ও। আধ ঘণ্টা পর একজন একজন করে অন্যরাও এল। সবার জন্যে কফি বানাতে লেগে গেল কুক। চেহারা খুব গম্ভীর তার।

জেনি বসল মাসুদ রানার পাশে। চেহারায় ফুটে আছে বেদনা। 'বোটটা বোধহয় গেল, না?' বলল বিড় বিড় করে।

'বোধহয়,' মাথা দোলাল রানা। কান পেতে কিছু সময় বাইরের ভীতিকর হুঙ্কার শুনল। ক্রমেই আরও বাড়ছে আওয়াজ। 'দুঃখ কোরো না। প্রাণে বেঁচে ফিরতে পারলে ঠিক ওই রকম আরেকটা বোট তৈরি করে দেব তোমাকে। তোমার আগামী জন্মদিনে প্রেজেন্ট পাবে। ওটার নাম হবে এইলিন মোর-টু।'

পানসে হাসি হাসল জেনিফার। 'সে ভরসাও বোধহয় নেই।'

চুপ করে গেল রানা। গ্যালিতে ঘণ্টাখানেক কাটিয়ে সবাই যে যার কেবিনে চলে গেল। এরমধ্যে ঘুম আসার কথা নয়, এলও না। ছয়টার একটু পর আবার বের হলো মাসুদ রানা। ঘন মেঘের সাথে যুদ্ধ করে নিজের অস্তিত্ব ঘোষণার চেষ্টা করছে তখন পুবের আলো। চারদিকে পাহাড় সমান ঢেউয়ের মাতম, নিয়মিত বিরতি দিয়ে ম্যাডডন'স রক

কাঁপিয়ে আছড়ে পড়ছে ওরা। বাতাসের টানে উড়ে যাচ্ছে তাদের ফেনার মুকুট, হলদেটে তুষারের মত শূন্যে উড়ছে দিগ্বিদিক।

ব্রিজে উঠে এল ও। বাঁশের তৈরি কুঁড়েঘরের মত মুহুর্মুহু কাঁপছে ওটা। প্রতিটি আছাড়ের সাথে নানান আওয়াজ তুলছে ট্রিক্‌কালা। আরেকটু আলো ফুটতে এইলিন মোরকে দেখতে পেল মাসুদ রানা। দড়ি বাঁধা অসহায় ছাগল ছানার মত লাফাচ্ছে অনবরত, ঝাঁকি খাচ্ছে, নাকানি-চোবানি খাচ্ছে। স্টার্নের একটা দড়ি ছিঁড়ে গেছে। বাকি দড়িগুলো টান্ টান্ হয়ে আছে জ্যা-র মত, যে কোন মুহূর্তে ছিঁড়ে যাবে পটাপট।

রানা যা আশঙ্কা করেছিল, তাই ঘটছে ওটার ভাগ্যে। এত লম্বা করে বাঁধার পরও কাজ হয়নি। পানি এত বেড়েছে যে টান পড়ে গেছে। মাস্ট গায়েব, হুইল হাউস বলে ওপরে কোন কিছু ছিল দেখে বোঝার উপায় নেই। ডেক বোর্ডিং ছাড়া সব উড়ে গেছে। প্রতিটা ঢেউয়ের সাথে লুকোচুরি খেলছে যেন ন্যাড়া এইলিন মোর।

সম্পূর্ণ তলিয়ে যাচ্ছে, পরক্ষণেই আবার ভেসে উঠছে। পিছন থেকে জেনির অস্ফুট চিৎকার শুনে ঘুরল রানা। কখন ওর পাশে এসে দাঁড়িয়েছে মেয়েটি টেরই পায়নি, চোখে পানি নিয়ে তাকিয়ে আছে সামনে।

'বাঁধন খুলে দেয়া গেলে হয়তো বেঁচে যেত,' ওর মনের কথা বুঝে বলে উঠল রানা। 'কিন্তু এ মুহূর্তে কিচ্ছু করার নেই, জেনি। আমি দুঃখিত।'

কিছু বলল না সে। কাঁদছে। প্রলাপ বকছে বিড় বিড় করে। দুই গালে পানির ধারা।

একটু পরই বিশাল এক ঢেউয়ের আঘাতে স্টার্ন দেবে গেল বোটটার, সামনের দুটো দড়িই ছিঁড়ে গেল প্রচণ্ড টান খেয়ে। খাড়া বো

বাঁধনমুক্ত হয়ে ওপরদিকে লাফ দিল। মনে হলো নিজেকে বাঁচানোর শেষ চেষ্টা হিসেবে এক হাত তুলে বাতাসে কিছু একটা অবলম্বন খুঁজছে এইলিন মোর।

পরক্ষণে সামনের দিকে ছুটল—পিছনের অবশিষ্ট লাইনটাও গেছে। ট্রিক্‌কালার বড়জোর বিশ গজ পিছনে পাথুরে মেঝেতে আছড়ে পড়ল এসে উল্‌কার বেগে। পড়েই চোখের পলকে টুকরো টুকরো হয়ে গেল। আস্ত একটা বোট মুহূর্তে পরিণত হলো প্ল্যাঙ্ক আর টিম্বারের স্তূপে।

ডুকরে কেঁদে উঠল জেনিফার সোরেল।

এগারো

নীরবে নাস্তা খেল ওরা। কেউ কারও দিকে তাকাচ্ছে না। মাসুদ রানা খাওয়ার ফাঁকে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা আঁটতে ব্যস্ত। ফিরতে হলে ট্রিক্‌কালাকে পানিতে ভাসাতে হবে, ভাবছে ও। এ ছাড়া উপায় নেই। অন্তত এখনই। দু'চার দিন পর হবে অবশ্য অন্য উপায়। হ্যালসি আসছে টেমপেস্ট নিয়ে, ওটা কেড়ে নিয়ে যেতে পারবে ওরা।

কিন্তু ভবিষ্যতের পথ চেয়ে বসে থাকতে গিয়ে নগদ প্রাপ্তি হাতছাড়া করতে রাজি নয় রানা। হ্যালসির তাড়া বিশেষ নেই, দু'চারদিন পরে এলেও কিছু আসবে-যাবে না তার। কিন্তু ওর তাড়া আছে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ফিরে গিয়ে মালের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে হবে,

সুখবরটা জানাতে হবে প্রিন্স আবদার রহমানকে। ছয় দিন হলো লন্ডন ছেড়েছে ওরা, এতদিনে তাঁর মানসিক অবস্থার কতখানি অবনতি হয়েছে কে জানে!

কফি খেতে খেতে নিজের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করল রানা। দ্বিমত করল না কেউ, সবাই রাজি। 'দেরি করলেও চলবে না,' বলল ও। 'বাড়তি পানি থাকা অবস্থায়ই জাহাজ নামাবার চেষ্টা করতে হবে। পাশা, তুমি এঞ্জিন রূমে যাও, চেক করে দেখো ঠিক আছে কি না সব।'

'জ্বি।'

'কাজিনস, তোমার স্টোরের অবস্থা কি?'

'একদম বোঝাই, অফিসার। আমাদের পাঁচজনের কম করেও তিন মাস চলে যাবে খেয়ে ছড়িয়ে।'

সন্তুষ্ট মনে মাথা দোলাল রানা। 'বিস্ফোরণের সময় হালে যে ফুটো হয়েছিল, সেটা কোথায়?'

'কোন ফুটো হয়নি,' রাগ রাগ গলায় বলল লোকটা। 'আয়োজন আগে থেকেই করা ছিল।'

'আগে থেকে কি জন্যে করা হবে? হ্যালসি নিশ্চই জানত না কি মাল উঠতে যাচ্ছে জাহাজে!'

'কাজটা অনেক আগে করা, অফিসার। লোকটাকে হাসতে হাসতে বলতে শুনেছি, চার বছর পর নাকি ওস্তাদিটা কাজে লাগল।'

ভুরু কুঁচকে উঠল রানার। 'তার মানে ও যখন ট্রিক্‌কালার দায়িত্ব নিয়েছে, তখনকার কাজ ওটা?'

'তাই হবে হয়তো,' বলে উঠল জেনিফার। 'মোক্ষম সুযোগ এলে যাতে হাতছাড়া না হয়, সে জন্যে ব্যবস্থা করে রেখেছে। এবং সেটা কাজে লাগিয়েছে সময়মত।'

উঠে পড়ল রানা। 'সেটা কোথায় দেখাও আমাকে।'

ক্রু ইভানসের কেবিনে নিয়ে এল ওদের লোকটা। ঝুঁকে পড়ে বাঙ্কের তলা নির্দেশ করল। 'দেখুন। কলকাঠি এখান থেকে নাড়া হয়েছে।'

তাকাল মাসুদ রানা, জেনি ও নাওয়াফ। পুরো সেট আপটা এত সহজ আর এতই কার্যকর যে তাক্ লেগে গেল সবার। হ্যালসির শয়তানী বুদ্ধির নমুনা দেখে চোখ কপালে উঠল বিস্ময়ে।

একটা হাতলওয়ালা পুলি ফিট্ করা আছে ইভানসের বিছানার তলায়, বাল্‌কহেডের গায়ে। খানিকটা মোটা চেইন পেঁচানো রয়েছে ওতে। ডেক ফুটো করে নিচে, জাহাজের খোলের মধ্যে নেমে গেছে তার অন্য মাথা—দুই নম্বর হোল্ডের সামনের অংশ বরাবর। খোলের মধ্যে খাড়া হয়ে ঝুলছে একটা ছয় বাই পনেরো লোহার প্লেট, চেইনটা এক মাথা ধরে রেখেছে তার।

প্লেটটা জাহাজের কঙ্কালের মত কাঠামো ও প্লেটিঙের মাঝখানে বেশ সতর্কতার সাথে বসানো হয়েছে, যাতে পানির চাপে স্থানচ্যুত হতে না পারে। ওখানটায় বাইরের আবরণের কাজও ওই প্লেটটাই করে। অথচ দেখে বোঝার উপায় নেই কিছু, কাজটা এতই নিখুঁত। বাকিটা খুব সহজ। বিস্ফোরণের সঙ্গে সঙ্গে ওপর থেকে পুলি ঘুরিয়ে প্লেটটা কয়েক ফুট আন্দাজ তুলে ফেলা হয়েছে পানি ঢোকাবার জন্যে। পরে সময়মত ছেড়ে দিতে নিজের ভারেই নেমে গেছে প্লেট, বসে গেছে খাপে খাপে।

. ফোঁস করে দম ছাড়ল রানা। হ্যালসির বুদ্ধির প্রশংসা করল মনে মনে। মোক্ষম এক সুযোগের আশায় কী সাঙ্ঘাতিক আয়োজন করে রেখেছিল ব্যাটা, ভাবাই যায় না। হঠাৎ করে ক্যাপ্টেন নাইফের কথা মনে হলো মাসুদ রানার। লোকটা কি মুখ বন্ধ রাখবে শেষ পর্যন্ত? নাকি জানিয়ে দিয়েছে হ্যালসিকে? তা যদি হয়, সময় বেশি পাওয়া যাবে না। যে কোন মুহূর্তে এসে হাজির হবে টেমপেস্ট।

এক বাক্স গ্রেনেড, দুটো স্টেন, দুটো চাইনিজ রাইফেল এবং কয়েকটা পিস্তল, এই হচ্ছে রানার সম্বল। হ্যালসি অপ্রস্তুত থাকলে এগুলো যথেষ্ট, কিন্তু যদি জেনে গিয়ে থাকে ওর নাইফের স্বীকারোক্তি আদায়ের খবর, তাহলে কি হবে বলা যায় না।

আবহাওয়া একই রকম বিক্ষুব্ধ। পূর্বাভাস অনুযায়ী আরও চব্বিশ ঘণ্টা চলবে এ অবস্থা। ঘণ্টা দুয়েক পর এঞ্জিন রূম থেকে ফিরল পাশা সারা গায়ে কালিঝুলি মেখে।

'চলনসই আছে,' রানার নীরব প্রশ্নের জবাবে বলল সে। 'তবে পোর্ট এঞ্জিনের দুটো বেয়ারিং বদলাতে হবে। স্টোরে অতিরিক্ত আছে, দেখে এসেছি।'

'কত সময় লাগবে?'

'অনেক। আট-দশ ঘণ্টার কমে পারা যাবে না। স্টারবোর্ড প্রপেলার শ্যাফটেও সামান্য সমস্যা আছে, মাসুদ ভাই। ক্র্যাক করেছে ওটা সামান্য। এঞ্জিন স্টার্ট না দিলে বোঝা যাবে না কাজ করবে কি না।'

'বেয়ারিং লাগালে চালু হবে এঞ্জিন?' প্রশ্ন করল জেনি।

'হবে।'

'শুরু করে দেয়া যাক কাজ। চলো, আমি সাহায্য করব তোমাকে,' উঠে পড়ল রানা। 'বিকেলে হাই টাইডের পূর্বাভাস আছে। যদি আরও বাড়ে পানি, জাহাজ নামানো সহজ হবে।'

দুপুরের একটু আগে থেমে গিয়েছিল স্টার্নের লাফালাফি, আবার শুরু হলো সন্ধের আগে। বাড়তে শুরু করেছে পানি। একটু পর পর বাম্প করছে ট্রিক্‌কালা। টানা সন্ধে পর্যন্ত কাজ করল ওরা। গোলাম পাশা যে মোটামুটি ভাল একজন মেকানিক, তাতে কোন সন্দেহ রইল না রানার। পোর্ট এঞ্জিন সম্পূর্ণ খুলে নতুন করে জুড়ল সে, তিনটে অকেজো বেয়ারিং ফেলে নতুন তিনটা লাগাল।

যখন স্টার্ট দেয়ার জন্যে প্রস্তুত হলো ওরা, তখনই বাতাসের গতি খানিকটা পড়ে গেল। কমে গেল ট্রিক্কালার দুলুনি। বাইরে যদিও একইরকম ফুঁসছে সাগর। ঢেউয়ের আছড়ে পড়ার শব্দে বোঝা যায় আকারে বিশেষ ছোট হয়নি ওগুলো। নিচে গোছগাছ করে ওপরে উঠে এল ওরা। গোসল সেরে রাতের খাওয়ার পাট চুকিয়ে অপেক্ষায় থাকল সুযোগের।

সকাল সাড়ে সাতটার দিকে এল সুযোগ। এর মধ্যে নাস্তাও সেরে ফেলেছে ওরা। দু'তিন মিনিট পর পর নিয়মিত দোল খেতে শুরু করল ট্রিক্কালা। প্রতিটা ঢেউ স্টার্নের বাইরের দুই ঢালু প্রান্ত দিয়ে মাথা ঢুকিয়ে প্রচণ্ড শক্তিতে গুঁতো মেরে শূন্যে তুলে ফেলছে ওটাকে, আবার পানি সরে যেতেই বসে পড়ছে সে সৈকতে। পাথরের সাথে লোহার প্রতিটি সংঘর্ষের বিকট আওয়াজ প্রকৃতির ক্রুদ্ধ গর্জন ছাপিয়ে স্পষ্ট কানে আসছে ওদের।

এক ঘণ্টা অপেক্ষা করল রানা। পিছনের উত্থান-পতন অনেক বেড়ে গেছে এরমধ্যে। কাজিনস আর নাওয়াফকে সামনের নোঙর তুলে ফেলার জন্যে পাঠাল ও। নোঙরের লাইন আগেই ডাঙ্কি এঞ্জিনের সাথে পেঁচিয়ে রেখে এসেছে রানা ও পাশা। ওদের কেবল এঞ্জিন চালু করতে হবে, যাতে ঢিল পড়ে টান টান করে বাঁধা লাইনে, আস্তে আস্তে ভেসে ওঠে ট্রিক্কালা। সে কাজও নাওয়াফকে শিখিয়ে দিয়েছে পাশা।

পাশাকে নিয়ে রানা এল স্টার্নে, এদিকের লাইনের ব্যবস্থা করতে হবে। প্রস্তুত হলো ওরা, সামনে অন্য দু'জনও তৈরি। নাওয়াফ নির্দেশমত এদিকে তাকিয়ে আছে রানার সঙ্কেতের অপেক্ষায়। দুরু দুরু বুকে অপেক্ষা করতে লাগল রানা, যখন মনে হলো সময় হয়েছে, অপেক্ষাকৃত বড় এক ঢেউ ঢুকে পড়েছে জাহাজের তলায়, নাওয়াফকে সঙ্কেত দিয়েই ঝাঁপিয়ে পড়ল নিজের ডাঙ্কি এঞ্জিনের ওপর। পাশাও

লেগে পড়েছে স্টার সাইডেরটা নিয়ে। লাইন পেঁচাতে শুরু করল ওরা।

এত বিকট আওয়াজ করে উঠল দুটো যে ঢেউয়ের বজ্রপাতের মত হুঙ্কারও চাপা পড়ে গেল। এক ঘণ্টা ব্যস্ত, অক্লান্ত পরিশ্রমের পর কয়েক ইঞ্চি পিছিয়ে এল ট্রিক্কালা সামনের বাঁধন ঢিল পেয়ে। দ্বিগুণ উৎসাহে কাজ শুরু করল সামনের দু'জন। পিছনের দুই লাইনের টান ক্রমেই বাড়াতে থাকল রানা ও পাশা, ওদিকে সামনের লাইনও ক্রমেই ঢিল হয়ে চলেছে। সড় সড় করে পিছিয়ে যাচ্ছে ট্রিক্কালা, ঢেউয়ের তাড়নায় নিতম্ব দোলাচ্ছে, মুহূর্তের জন্যে থমকে থেকে ফের গড়াচ্ছে ইঞ্চি ইঞ্চি করে।

পুরো তিন ঘণ্টা পর সম্পূর্ণ ভেসে পড়ল ট্রিক্কালা।

সার্বক্ষণিক দুলুনি পরম স্বস্তির পরশ বুলিয়ে দিতে লাগল সবার দেহমনে।

চোখ মেলে জেনিকে দেখল মাসুদ রানা, ওকে ঝাঁকাচ্ছে সে। 'রানা, ওঠো। সকাল হয়ে গেছে।'

হাই তুলে চোখের সামনে বাঁ হাত নিয়ে এল ও, পরমুহূর্তে উঠে বসল তড়াক করে। সাড়ে আটটা বাজে। জাহাজের দোল অনুভব করে হাসল মনে মনে। কাল অনেক রাতে ঘুমিয়েছে ওরা সবাই। ট্রিক্কালাকে ক্ষুব্ধ লেকে নতুন করে বেঁধে, এঞ্জিন চালু করে সব ঠিকঠাক আছে নিশ্চিত হয়ে তবে। সে প্রায় তিনটা হবে।

'মুখ-হাত ধুয়ে নাও,' বলল জেনি। 'নাস্তা রেডি।'

'সাগরের অবস্থা কি?'

'একই আছে প্রায়। তবে বাতাস অনেকটা কমেছে।'

দ্রুত নাস্তা করল ওরা, তারপর হুইল হাউসে এসে বাকি সব পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে লেগে গেল। ঘণ্টাখানেক ধরে ইকুইপমেন্টস্, চার্ট,

ভয়েস পাইপ, টেলিগ্রাফিক বেল ইত্যাদি এক এক করে চেক করল। সন্তুষ্ট মনে যাত্রা শুরুর পরিকল্পনা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল তারপর।

আচমকা জেনির চিৎকারে সচকিত হলো সবাই, ঝট্ করে তার দিকে ফিরল। 'কি!' দ্রুত এক পা এগোল রানা। 'কি হয়েছে?'

'ওই দেখো!' হাত তুলে দূরের গ্যাপটা দেখাল মেয়েটি। চেহারায় ভীতি। তর্জনী কাঁপছে।

তাকাল রানা। বড় একটা ঢেউ তখনই আছড়ে পড়ল গ্যাপের মুখে। ফোয়ারার মেঘে ঢাকা পড়ে গেল পুরো জায়গাটা। একটু পর শান্ত হলো, পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে এখন গ্যাপ। পরিচিত দৃশ্য, অন্য কিছু নেই। জেনির দিকে ফিরে মাথা ঝাঁকাল ও।

আবারও একই দিকে ইঙ্গিত করল ও। 'বোট! একটা বোট!'

'বোট!' বিদ্যুৎবেগে মাথা ঘোরাল রানা, তখনই দেখতে পেল কালোমত কি যেন একটা। দুই ঢেউয়ের মধ্যবর্তী জায়গায় ছিল বলে চোখে পড়েনি আগেরবার। এইবার দেখল। এমনভাবে দেখা দিল ওটা, যেন সাবমেরিনের মত ডুব দিয়ে এগোচ্ছিল এতক্ষণ, গন্তব্য এসে পড়ায় মাথা তুলেছে। ঢেউয়ের সাথে লড়াই করতে করতে এগিয়ে আসছে।

ওটাকে দেখামাত্র রানা বুঝল, কিছুই অজানা নেই হ্যালসির। মুখ খুলেছে ক্যাপ্টেন নাইফ। নইলে আরও অন্তত তিন দিন পর তার আসার কথা ছিল। খানিক পর আধার তলিয়ে গেল ওটা, গ্যাপের আধমাইল দূরে। কাজ বন্ধ করে সবাই তাকিয়ে আছে সেদিকে।

'হ্যালসি না?' প্রশ্ন করল মেয়েটি।

উত্তর দেয়ার আগে আরেকবার বোটটাকে দেখে নিল রানা। 'হ্যাঁ।'

'বাস্টার্ড!' দাঁতে দাঁত চাপল ওয়ারেন্ট অফিসার।

'পাশা, রাইফেল আর স্টেন নিয়ে এসো, কুইক!' দ্রুত নির্দেশ দিল

রানা। 'আর গুলি।'

পাঁচ মিনিটের মধ্যে রাইফেল লোড করে তৈরি হয়ে নিল ও আর পাশা। স্টেন নিয়ে নাওয়াফও অবস্থান নিল পাশে। জেনিকে হুইল হাউসের এক পাশে সরে যেতে নির্দেশ দিল রানা। দেখতে দেখতে গ্যাপের অনেক কাছে এসে পড়ল টেমপেস্ট, গতি পড়ে গেল। ডেকে হ্যালসিকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখতে দেখল ও, কালো দাড়ি সাদা হয়ে আছে লবণে। টুপি নেই মাথায়। তার পাশে রয়েছে ট্রিক্‌কালার সেকেন্ড অফিসার, হেন্ডরিক।

'মনে হচ্ছে সোজা এসে ট্রিক্‌কালায় চড়বে ও,' বলল জেনি।

'না,' বলল মাসুদ রানা। 'অত সাহস হবে না ওর। আগে ব্যাটাকে জানতে হবে আমরা কতজন আছি, ওকে বাধা দেয়ার মত কি কি অস্ত্র আছে আমাদের হাতে।'

থেমে পড়ল টেমপেস্ট, উথাল-পাতাল করছে ঢেউয়ের দোলায়। এই ফাঁকে সংলগ্ন চার্টরুম থেকে একটা মেগাফোন নিয়ে এসে রানার হাতে ধরিয়ে দিয়েছে জেনিফার সোরেল। ওদিকে বোটের ডেকে দু'পা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে মুখের সামনে নিজের মেগাফোন তুলেছে হ্যালসি। 'আহোয়, ট্রিক্‌কালা!' হাঁক ছাড়ল সে। 'কারা তোমরা?' একটু থেমে থেকে আবার চেঁচিয়ে উঠল। 'আহোয়, ট্রিক্‌কালা! দিস ইজ দ্য স্যালভেজ শিপ, টেমপেস্ট। ব্রিটিশ অ্যাডমিরালটির নির্দেশে ট্রিক্‌কালাকে উদ্ধার করতে এসেছি আমরা।'

মাসুদ রানা মেগাফোন তুলল। 'আহোয়, টেমপেস্ট! পাইরেট হ্যালসি, আমি জানি কেন এসেছ তুমি। আমি তোমার অপেক্ষাতেই আছি। ট্রিক্‌কালার তেইশজন যাত্রী ও ক্রু মেম্বারকে ঠাণ্ডা মাথায় খুন করেছ তুমি। তোমার সাগরেদ হেন্ডরিক, উলফ আর ইভানস তোমাকে সাহায্য করেছে সে কাজে।'

টেমপেস্টের বুলওয়ার্কে অপরিচিত আরও ছয়-সাতজনকে বেরিয়ে আসতে দেখল রানা। এরা নিশ্চয়ই হ্যালসির নতুন ক্রু। উলফ, ইভানসও আছে দলে। খোলা জায়গায় জড়ো হয়েছে রানার কথা শোনার জন্যে।

'টেমপেস্টের নতুন ক্রুদের বলছি,' শুরু করতে গেল ও, কিন্তু সুযোগ পেল না এগোবার। টেমপেস্টের হর্ন বেজে উঠল তীক্ষ্ণ শব্দে। বাজতেই থাকল। চাপা পড়ে গেল ওর কণ্ঠ।

ঘুরে গেল টেমপেস্ট, সরে যাচ্ছে জায়গা ছেড়ে। 'ভয় পেয়েছে,' খুশি হয়ে উঠল জেনি। 'পালাচ্ছে বোধহয়।'

মাথা দোলাল মাসুদ রানা। 'প্রশ্নই আসে না। হারামজাদা ওর নতুন ক্রুদের ব্রেনওয়াশ করাতে নিয়ে যাচ্ছে। আমাদের বিরুদ্ধে ওদের উস্‌কে দিয়েই ফিরে আসবে।'

'উস্‌কে দেবে মানে? আমরা কি অপরাধ করেছি যে উস্‌কে দেবে?'

'অপরাধের কথা না। বলতে চাচ্ছি পারিশ্রমিকের সাথে দু'চারটে করে সোনার বার বোনাস দেয়ার লোভ দেখিয়ে ওদের মাথা গুলিয়ে দেয়ার চেষ্টার কথা।'

টেমপেস্টের ডেকের মাথাগুলো গুনে দেখল রানা। এক ডজনের দু'একটা বেশিই হবে। ব্রিজের নিচে ফো'ক্যাসলে জমা হয়েছে লোকগুলো, ওপর থেকে তাদের উদ্দেশে ভাষণ দিচ্ছে হ্যালসি। টেমপেস্ট তখনও একটু একটু করে সরে যাচ্ছে দূরে।

বো আর স্টার্নে ফিট্ করা দুই কামানের কথা ভাবল রানা। পিছনেরটার ওপর ভরসা কম, কাজে যদি লাগে, সামনেরটা লাগতে পারে। আগের দিন পরীক্ষা করে দেখেছে ও, বাতাসের কারণে ত্রিপলের ঢাকনার বাঁধন ছিঁড়ে গিয়েছিল দুটোরই। লবণ পানির ছিটা লেগে লেগে জং পড়ে গেছে ব্যারেলে। সামনেরটার ক্ষতি অবশ্য কম

হয়েছে, চেষ্টা করলে ওটাকে কাজে লাগানো যাবে।

ট্র্যাভার্স সিস্টেম সামান্য জ্যাম হয়ে আছে ওটার, তবে এলিভেশন কাজ করছে, দেখেছে ও পরীক্ষা করে।

'পাশা, নিচে যাও,' বলল ও। 'সামনের থ্রী ইঞ্চারটা কাজে লাগাতে হবে মনে হচ্ছে। ব্রীচ চেক্ করে শেল ভরে অপেক্ষা করো, প্রয়োজন বুঝলে ওটা কাজে লাগাব।' আরও কিছু বলতে গিয়ে থেমে গেল। গলা নেমে গেছে খাদে। 'ওই আসছে।'

সামনে তাকাল জেনিফার। অনেকটা জায়গা নিয়ে ঘুরতে শুরু করেছে টেমপেস্ট। ঘোরা শেষ হতে দু'দিকে তুফান তুলে ছুটে আসতে লাগল গ্যাপ লক্ষ্য করে।

'তাড়াতাড়ি যাও।'

'জ্বি,' ঘুরে তীরবেগে ছুটল গোলাম পাশা।

রাইফেলটা নাওয়াফের হাতে দিয়ে তাকে ব্রিজেই থাকার নির্দেশ দিল রানা। 'গুলি যদি করতেই হয়, হ্যালসি আর তার তিন পুরনো সাথীকে করবে। এইম করে ছুঁড়ো, কোমরের নিচে। ফাঁসী অথবা ইলেক্ট্রিক চেয়ারের জন্যে ওদের জীবিত চাই আমি।'

'রাইট, স্যার।'

জেনিকে নিয়ে নেমে এল ও। পাশা ততক্ষণে তৈরি হয়ে নিয়েছে, কামানের বাঁ দিকের লেয়ার'স সীটে বসে অপেক্ষা করছে। 'রেডি?' প্রশ্ন করল রানা।

'জ্বি।'

'জেনি, টেমপেস্ট থেকে গোলাগুলি শুরু হলে ভেতরে চলে যাবে তুমি।'

নীরবে মাথা দোলাল মেয়েটি। চেহারায় উত্তেজনা, শঙ্কা।

সামনের দুই অ্যাঙ্কর লাইনের একটা ডিঙিয়ে দ্বিতীয় লেয়ার'স সীটে

উঠে বসল রানা। বাতাসের বিপরীতে, গ্যাপের দিকে মুখ করে রয়েছে ট্রিক্‌কালার বো। আগের তেজ নেই বাতাসের, ফলে সামান্য ঢিল হয়ে আছে লাইন। নোঙরটা রয়েছে গ্যাপের মুখে ডাঙায়, পাথরের খাঁজে। ঢুকতে চাইলে ওই লাইন বড় এক বাধা হয়ে দাঁড়াবে টেমপেস্টের সামনে।

অনেক কাছে এসে পড়েছে ওদিকে টেমপেস্ট। ডেক একদম খালি, কারও ছায়া পর্যন্ত নেই। কেবল ব্রিজে উলফ, ইভানস ও হেন্ডরিককে দেখা যাচ্ছে। প্রথম দু'জনের হাতে রাইফেল। দেখতে দেখতে এসে পড়ল বোটটা গ্যাপের মুখে, ট্রিক্‌কালার লাইন ওটার বো-র সামান্য দূরে রয়েছে। হঠাৎ একটা সম্ভাবনার কথা খেয়াল হতে আঁতকে উঠল রানা। যদি বুদ্ধি করে ফিউজের সাহায্যে লাইনটা উড়িয়ে দেয় হ্যালসি, মারাত্মক বিপদ ঘটে যেতে পারে।

তাড়াতাড়ি মেগাফোন তুলে নিল ও। 'আহোয়, টেমপেস্ট! নতুন ডেকহ্যান্ড যারা রয়েছ বোটে, তাদের বলছি! তোমাদের ক্যাপ্টেন হ্যালসি এক দাগী ডাকাত। অতীতে দক্ষিণ চীন সাগরে ডাকাতি করে বেড়াত সে হেন্ডরিক, উলফ আর ইভানসকে নিয়ে। ওরা প্রত্যেকে জঘন্য, ঠাণ্ডা মাথার খুনী। কিছুদিন আগে ট্রিক্‌কালার তেইশজন নিরীহ...'

ওটার উইন্ডশীল্ডের ওপাশে হেন্ডরিককে হাত তুলতে দেখল রানা, পর মুহূর্তে আবার বেজে উঠল হাইড্রলিক হর্ন, থেমে যেতে বাধ্য হলো ও। মহা যন্ত্রণায় পড়া গেল তো! ভাবল ও, হারামজাদা ভালই বুদ্ধি বের করেছে বাধা দেয়ার।

হর্ন থামতে আবার মেগাফোন মুখের সামনে নিয়ে এল ও। 'পিছিয়ে যাও, টেমপেস্ট! নইলে গুলি করতে বাধ্য হব আমি।'

দশ সেকেন্ড পর মাথা দোলাল পাশা। 'থামছে না, মাসুদ ভাই।'

'টার্গেট করো!' কর্কশ গলায় নির্দেশ দিল ও। 'পাঁচ গজ সামনে ফেলতে চাই প্রথম গোলা।'

গিয়ারিঙ কিছুটা শক্ত মনে হলো, অবশ্য একটু শক্তি খাটাতে কাজ হলো, সামান্য নিচু হলো গান মাযল। তখনও থামার লক্ষণ নেই টেমপেস্টের, বো সেঁধিয়ে দিয়েছে গ্যাপের মধ্যে। ট্র্যাভার্সিঙ হ্যান্ডেল আরেকটু ঘুরিয়ে সাইটে চোখ রাখল মাসুদ রানা, সন্তুষ্ট হলো। ভালই কাজ করছে এলিভেশন।

'অন টার্গেট,' রিপোর্ট করল পাশা।

'ফায়ার!'

বুম্‌ম্‌ শব্দে বাজ পড়ল কানের পাশে, গান মাযলে ঝল্‌সে উঠল আগুন, একই মুহূর্তে টেমপেস্টের নাকের ডগায় আচমকা ব্যাঙের ছাতার মত লাফিয়ে উঠল বিশাল এক ফোয়ারা।

'চমৎকার!' বলেই এক লাফে আসন ছাড়ল পাশা, পিছনে রাখা কেস থেকে আরেকটা শেল নিয়ে ব্যস্ত হাতে ব্রীচে পুরল।

টেমপেস্টের ডেকে তখন হুলস্থুল কাণ্ড শুরু হয়ে গেছে। পাগলের মত লক্ষ্যহীন ছোটাছুটি করছে লোকজন। নতুন ডেক হ্যান্ড ওরা। বুঝে ফেলেছে মাথার ওপর বসে আছে যমদূত, তাদের পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জে পেয়ে গেছে। হুইল হাউসে কে যেন একজন উন্মত্তের মত লড়াই করছে হুইলের সাথে, এঞ্জিন রুমে বেল বাজছে ঘন ঘন—ফুল অ্যাহেড দিতে বলা হচ্ছে। এগোবার জন্যে নয়, সর্বোচ্চ গতিতে ঘুরে পিঠটান দেয়ার উদ্দেশে। ওটার স্টার্নে পানিতে প্রচণ্ড আলোড়ন দেখতে পেল ওরা। বো ঘুরে যাচ্ছে।

হেসে উঠল পাশা। 'শালারা করছে কি দেখেন!' পরমুহূর্তে হাসি শুকিয়ে গেল তার ব্যাপার লক্ষ করে। 'সর্বনাশ!'

মাসুদ রানাও উদ্বিগ্ন চোখে তাকিয়ে আছে সামনে। ঘুরছে ঠিকই

বোটটা, কিন্তু ফুল অ্যাহেড দেয়ার ফলে বিপজ্জনক গতিতে ট্রিক্‌কালার অ্যাঙ্কর লাইনের দিকে এগিয়েও আসছে বেশ দ্রুত। রানার আশঙ্কা হলো ওটার তলায় ঢুকে পড়তে যাচ্ছে খুদে বোট। যে আহাম্মকটা হুইলে রয়েছে, তার লক্ষই নেই সামনের বিপদের দিকে। একবার লাইনের তলায় মাথা ঢোকালেই হয়েছে, টেমপেস্টের ব্রিজ ঝেঁটিয়ে ফরসা করে দেবে ট্রিক্‌কালার লোহার ভারী শেকল।

কিন্তু ঘটল অন্য কিছু, ওটার বো-র সাথে আটকে গেল চেইন। পরবর্তী ঘটনাগুলো চোখের পলকে ঘটে গেল। আচমকা শক্তিশালী টান খেয়ে ঢিলেঢালা ভাবটা কেটে গেল চেইনের, দেখতে দেখতে লাঠির মত সোজা, টনটনে হয়ে উঠল। রানার আসনের ঠিক পিছনেই কট্ কট্ আওয়াজ করে উঠল ক্যাপস্টান।

মুখ শুকিয়ে গেল ওর, মুহূর্তের জন্যে গুলিয়ে গেল মাথা, কি করবে বুঝে উঠতে পারল না। শেষ মুহূর্তে পাশার আর্ত চিৎকার কানে এল। 'মাসুদ ভাই! অ্যাঙ্কর লাইন!'

প্রায় একই মুহূর্তে পিছন থেকে ভারী, নিরেট কিছু একটা ছুটে এসে আছড়ে পড়ল রানার আসনের ব্যাকে। রানার মনে হলো নিতম্ব আর পিঠের হাড় গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে গেছে ওর। অসহ্য ব্যথায় দম বন্ধ হয়ে এল। চোখের সামনে সব অন্ধকার। তার মধ্যেও টের পেল পড়ে যাচ্ছে ও। অন্ধকার এক টানেল বেয়ে পড়ছে তো পড়ছেই—যেন কোন অন্ত নেই এ পতনের। নরম, ঠাণ্ডা কিছুর ওপর সবেগে আছড়ে পড়ল, এই পর্যন্ত খেয়াল আছে ওর, তারপর সব ঘোর অন্ধকার।

কতক্ষণ পর জ্ঞান ফিরল মনে নেই, চোখ মেলে নিজেকে শক্ত জায়গায় দেখতে পেল ও। মাথার ওপর আকাশ। মুখের সামনে একজোড়া ভেজা সী বুট স্থির হয়ে আছে। প্রচণ্ড শীতে দুই দাঁতের পাটি সশব্দে বাড়ি খাচ্ছে ওর, সারা দেহ ভিজে চুপ চুপ করছে। বুট বেয়ে

ক্রমে ওপরদিকে উঠতে শুরু করল রানার হতবিহবল দৃষ্টি। হঠাৎ ভয়ঙ্করভাবে দুলে উঠল পিঠের নিচের আশ্রয়টা, অমনি সব মনে পড়ে গেল।

চোখ তুলল ও। প্রথমেই যাকে দেখল, তার সাথে ট্রিক্‌কালার সেকেন্ড অফিসার হেন্ডরিকের চেহারার অনেক মিল। চোখ বন্ধ করে ফেলল রানা। তা কি করে হয়! নিশ্চই দুঃস্বপ্ন দেখছে ও। কিন্তু মন বলল অন্য কিছু। বুঝল পানিতে পড়ে গিয়েছিল ও, এবং সুযোগটা লুফে নিয়েছে চতুর হ্যালসি। কিন্তু পাশা-নাওয়াফ, ওরা লোকটাকে বাধা দিল না কেন? কেন গুলি করল না হেন্ডরিককে?

নিশ্চয়ই কোন কারণ আছে, নিজেকে বোঝাল রানা। অবশ্যই আছে। পিঠে প্রচণ্ড চাপ পড়ছে, তাই ঘুরে শোয়ার চেষ্টা করল ও। সঙ্গে সঙ্গে পা থেকে মাথা পর্যন্ত হাজার ভোল্টের বিদ্যুৎ খেলে গেল যেন, অসহ্য ব্যথায় আবার জ্ঞান হারাল রানা।

মিনিট তিনেক পর চোখ মেলতেই হ্যালসির ওপর চোখ পড়ল। একের পর এক তীব্র বেদনার ঢেউ খেলে যাচ্ছে সারাদেহে। তবে পা দুটো নাড়াতে পারল রানা, হাড়গোড় ভাঙেনি বুঝতে পেরে স্বস্তি পেল।

'জ্ঞান ফিরল তাহলে?' ঝকঝকে দাঁত বের করে অমায়িক হাসি হাসল ক্যাপ্টেন হ্যালসি। পরক্ষণে পাল্টে গেল চেহারা। 'মিস্টার হেন্ডরিক, নিচে নিয়ে যান এঁকে। আমি আসছি।'

নিচে এনে এক খুদে কেবিনে ঢোকাল লোকটা রানাকে, আছড়ে ফেলল বাঙ্কে। এক মিনিট যেতে না যেতে ভেতরে এসে ঢুকল ক্যাপ্টেন, একটা চেয়ার টেনে ওর মাথার কাছে বসল। হেন্ডরিক নির্বিকার মুখে দাঁড়িয়ে আছে বুকে হাত বেঁধে।

'তারপর, ডিয়ার লেফটেন্যান্ট,' বলল হ্যালসি। কণ্ঠ নরম, মার্জিত। 'কি করে খোঁজ পেলেন ট্রিক্‌কালার? কতজন আছেন আপনারা দলে?'

কনুইয়ে ভর দিয়ে আধশোয়া হলো মাসুদ রানা। খুব একটা ব্যথা অনুভব করল না দেখে খুশি হয়ে উঠল। 'নিজেই গিয়ে দেখে এসো না কেন তুমি, লিও ফাউল্ডস, ওরফে থিওডোর হ্যালসি, ওরফে নরকের কীট?'

চট্ করে কপাল কুঁচকে উঠল লোকটার। 'আচ্ছা! অনেক কিছু জেনে গেছেন মনে হচ্ছে! আমার দক্ষিণ চীন সাগরে অভিযানের কথা…'

'অভিযান!' নিখাদ বিস্ময় ফুটল রানার চোখেমুখে। 'আহাম্মক কোথাকার! করে বেড়িয়েছ ডাকাতি, বলছ কি না অভিযান?'

চোখের তারায় রাগ ফুটল হ্যালসির, তবে হয়তো হেন্ডরিকের উপস্থিতির কারণেই হজম করে গেল। 'কতজন নিয়ে এসেছেন, বললেন না?'

'বলেছি তো দেখে এসো গিয়ে।'

'কাম, মাসুদ রানা। কেন সেধে ঝামেলা বাড়াচ্ছ?'

চুপ করে থাকল ও।

ঠোঁট চাটল হ্যালসি। 'বেশ, আমিই তাহলে কষ্ট করে জেনে নিচ্ছি। ট্রিক্কালার ডেকে তখন এক মেয়েকে দেখলাম, অনেকটা মিস সোরেলের মত মনে হয়েছে। আপনি পড়ে যাওয়ার পর ওকে কাঁদতে দেখেছি। চুক্ চুক্! দিলে বড় চোট পেয়েছে বেচারী।'

পরমুহূর্তে চেহারা কঠোর হয়ে উঠল লোকটার। 'মাসুদ রানা, তুমি এক জেল পালানো কয়েদী। আইন তোমার বিরুদ্ধে। অপর দিকে আইন আমার পক্ষে রয়েছে, সরকারী অনুমতি নিয়েই ট্রিক্কালাকে উদ্ধার করতে এসেছি আমি। ইউ সী! জাহাজ নিয়ে ইংল্যান্ড…কি হলো! হাসছ যে?'

'নিজেকে তুমি খুব চালাক ভাব, তাই না? ট্রিক্কালাকে নিয়ে ইংল্যান্ড ফিরবে তুমি? পাগল বোঝাচ্ছ?'

আর কিছু বলার ঝোঁক দমন করল হ্যালসি। বুঝে গেছে রানার সাথে কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। উঠে পড়ল সে। 'দেখি, মিস সোরেল বা তোমার অন্য সঙ্গীরা কি বলে।' ঘুরে দাঁড়াল লোকটা। দু'হাত পিছনে বেঁধে রওনা হলো দরজার দিকে। ''ওহ্, রোমিও। রোমিও, হোয়্যারফোর আর্ট দাউ রোমিও''?' নিচু কণ্ঠে বিড় বিড় করতে করতে বেরিয়ে গেল।

হেন্ডরিক অনুসরণ করল তাকে। বাইরে থেকে দরজা লক্ করে দেয়ার শব্দ শুনল ও।

একটু পর মেগাফোনে হ্যালসির ধমক ধামক শুনতে পেল। 'আহোয়, ট্রিক্কালা! মিস সোরেল, আপনাদের এক ঘণ্টা সময় দেয়া হলো আত্মসমর্পণের জন্যে। নির্দেশ অমান্য করা হলে জাহাজ ডাকাতির অভিযোগে লেফটেন্যান্ট মাসুদ রানাকে ফাঁসীতে ঝোলাব আমি টেমপেস্টের ডেকে। মনে রাখবেন, ঠিক এক ঘণ্টা।'

বারো

সাবধানে, ধীরে ধীরে উঠে বসল মাসুদ রানা। না, ব্যথা লাগল না এবার তেমন। দরজা ধরে কয়েকটা ঝাঁকি দিয়ে বুঝল ওটা নিরেট কাঠের, সুবিধে করা যাবে না। মাথার ওপর বুটজুতোর আওয়াজ শুনে মুখ তুলল ও। একটা হ্যাচ দেখা গেল ঠিক মাথার ওপর, তার পাশে ছয় ইঞ্চি

ব্যাসের একটা পোর্ট হোল। বন্ধ।

সিলিং উঁচু, খালি হাতে ধরা গেল না। চেয়ারটা টেনে নিয়ে তার ওপর দাঁড়াল রানা, পেঁচিয়ে খুলে ফেলল পোর্টহোল। বাইরের আলো ঝাঁপিয়ে পড়ল অন্ধকার কেবিনে। উঁকি দিল ও, চোখের সামনেই এক জোড়া বুট দেখা গেল—পা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে আছে কেউ। ফাঁক দিয়ে আধ মাইল দূরে ট্রিক্কালার একাংশ দেখতে পেল রানা। এই সময় কারও গলা ভেসে এল, কথার সুরে বোঝা গেল মানুষটা অসন্তুষ্ট।

'এ ধরনের ঘটনা কখনও শুনেছ তোমরা কেউ? তেইশ বছর কাটালাম সাগরে, কিন্তু ডাকাতির অভিযোগে তাৎক্ষণিক ফাঁসী হয় কারও, এমন অদ্ভুত কথা শুনিনি। লোকটা যদি ডাকাত হয়, তাকে ফাঁসী দিলে দেবে আইন, ক্যাপ্টেন কেন আইন নিজের হাতে তুলে নেবে?'

'কি জানি, বাপু,' বলল আরেকটা গলা। 'ঘটনা সুবিধের মনে হচ্ছে না আমার। বোঝা যাচ্ছে ক্যাপ্টেনের মধ্যে কোন গোলমাল আছে। লোকটা লাউড হেইলারে যা যা বলেছে, আমার তো মনে হয় সত্যি বলেছে। নইলে হর্ন বাজিয়ে বাধা দেবে কেন সে দু'বারই? আমরা যাতে শুনতে না পাই, সেই জন্যে?'

পোর্ট হোলের কাছে মুখ এগিয়ে নিল রানা। 'আপনারা যে-ই হোন, নড়বেন না। আমার কথা শুনুন। এদিক-ওদিক তাকাবেন না।' থেমে গেল ওপরের কথাবার্তা। 'আপনাদের ক্যাপ্টেন এক ঠাণ্ডা মাথার খুনী। হেন্ডরিক, উলফ আর ইভানস্ তার বহু কুকর্মের সঙ্গী। দক্ষিণ চীন সাগরে অতীতে ডাকাতি করে বেড়ানো ছিল ওদের পেশা।'

'আপনি কে?'

'আমার নাম মাসুদ রানা। দেড় মাস আগে ট্রিক্কালায় করে সৌদী সরকারের রাষ্ট্রীয় সম্পদ ইংল্যান্ডে নিয়ে যাওয়ার সময় হ্যালসি জাহাজের খোলে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে ট্রিক্কালা ডুবে যাচ্ছে বলে প্রচার

করে। তেইশজন নিরীহ ক্রু হ্যান্ডকে তুলে দেয় তলা খসানো লাইফবোটে। ওরা কেউ বেঁচে নেই।'..

'আপনি জানেন কি করে সে সব?'

'মালটা ইংল্যান্ডে পৌঁছানোর দায়িত্ব আমার ওপরই ছিল।'

'আপনি পুলিস?'

'অনেকটা তাই। লাইফ র‍্যাফটে চড়ার কারণে বেঁচে যাই আমরা, নইলে ওদের মত মরতে হত। শুনুন, হ্যালসি আপনাদের কি বলে নিয়ে এসেছে জানি না। যা-ই বলে থাকুক, ও ওর কথা রাখবে না, শিওর থাকুন। ওর কথায় বিশ্বাস করে যদি কিছু ঘটিয়ে বসে কেউ, পরে বিপদ হবে তার। আরও মনে রাখবেন, একবার যদি লোকটা ট্রিক্‌কালার দখল পায়, কেবল ওটা নিয়েই ফিরে যাবে সে। আপনাদের কাউকে নেবে না সঙ্গে।'

চুপ করে থাকল লোক দুটো।

'আপনাদের কাউকে অস্ত্র ইস্যু করেছে হ্যালসি?'

'না,' সংশয় ফুটল লোকটার কণ্ঠে। 'পুরনোদের করেছে।'

'এবার ভেবে দেখুন মিথ্যে বলছি কি না আমি। হ্যালসির খেয়াল খুশিমত চলা ছাড়া উপায় নেই আপনাদের এখন।'

'কিন্তু আমরা যে শুনি আপনি জেল থেকে পালিয়ে এসেছেন?' কথা শুনে লোকটাকে আইরিশ মনে হলো রানার।

'হ্যাঁ, ঠিকই শুনেছেন। আমাকে আমার সঙ্গীদের নিয়ে তলা খসানো বোটে চড়ার হুকুম দিয়েছিল হ্যালসি, আমি শুনিনি। র‍্যাফট নিয়ে নেমে যাই। এই জন্যে আমার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের অভিযোগ এনেছিল হ্যালসি। ও জানত আর সবাই মারা গেলেও আমরা বেঁচে যাব, ভবিষ্যতে ওর বিপদের কারণ হব। তাই চেয়েছিল আমাদের জেলে ঢুকিয়ে নিশ্চিন্ত মনে সৌদী সরকারের সম্পদ লোপাট করবে। কিন্তু আমি খবর পেয়ে

পালিয়ে এসেছি, ওকে বাধা দেয়ার জন্যে। সেইজন্যে হ্যালসি মিথ্যে অভিযোগে ফাঁসীতে লটকাতে চায় আমাকে।'

আবার নীরবতা।

'ক্যাপ্টেন নাইফকে চেনেন?' প্রশ্ন করল ও।

'হ্যাঁ।'

'সে আছে বোটে?'

'আছে।'

'তাকে বলুন গোপনে আমার সাথে কথা বলতে। সাবধান, হ্যালসির সঙ্গীদের কেউ যেন কিছু টের না পায়। প্লীজ, তাড়াতাড়ি করুন।'

'এসো, উইল,' বলল আইরিশ। 'জেসপের সাথে কথা বলে দেখি, কি বলে সে।'

সময় আর কাটতে চায় না। ছোট্ট কেবিনের মধ্যে অস্থির পায়চারি করছে রানা। প্রতি মুহূর্তে আশা করছে নাইফকে। ঝাড়া দশ মিনিট পর এল সে। 'আমাকে ডেকেছ কেন, লেফটেন্যান্ট?'

এক লাফে চেয়ারে উঠে দাঁড়াল ও। 'ক্যাপ্টেন, তুমি আমার নিষেধ না শুনে ফের নতুন বিপদ ডেকে এনেছ নিজের জন্যে। আমি বলেছিলাম হ্যালসিকে আমাদের সাক্ষাতের কথা না জানাতে।'

'কিন্তু আমি তো জানাইনি কিছু!' বিস্মিত কণ্ঠে বলল সে।

'তাহলে সময়ের আগে এল কেন সে? তার তো...'

'তোমার জেল পালানোর খবর কাগজে পড়ে ঘাবড়ে গিয়েছিল হ্যালসি। তাই এসেছে।'

থমকে গেল রানা। 'আই সী!' এই সহজ কথাটা আগেই কেন ভাবল না ভেবে রাগ হলো খুব নিজের ওপর। হ্যালসির 'অভিযানের' খবরের মত এই খবরটার ওপরও যদি তখন সেন্সর আরোপের অনুরোধ করত ও মারভিন লংফেলোকে, এমন এক পরিস্থিতিতে নিশ্চয়ই পড়তে হত না আজ। 'বুঝেছি। ভুলটা আমারই। কিন্তু তোমার জন্যে একটা খারাপ

খবর আছে, সেটা দিতে ডেকেছি।'

'খারাপ খবর! কিসের?'

'হ্যালসি আমাকে বলে গেছে, নতুন যাদের নিয়ে এসেছে সে, তাদের সাথে তোমাকেও এই দ্বীপে ফেলে রেখে যাবে সে,' নির্বিকার কণ্ঠে বলল রানা। 'না খেয়ে মরা ছাড়া...'

'অ্যাঁ!'

'হ্যাঁ, শোনো, বিপদে আমিও আছি। এ থেকে উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টা করতে হবে আমাদের। আমাকে সাহায্য করো, তাতে অন্তত প্রাণে বেঁচে যাবে তুমি, তোমরা সবাই।'

খানিক চুপ করে থাকল নাইফ। 'কি করব আমি?' মিনমিনে গলায় বলল। 'কি করতে পারি?'

'তোমার কোন অস্ত্র আছে?'

'আছে। একটা রিভলভার। কেবিনে লুকিয়ে রেখেছি।'

'অস্ত্রটা যে করে হোক পৌঁছে দাও আমার হাতে।'

'আচ্ছা। মাসুদ রানা, যদি এ বিপদ থেকে উদ্ধার পাই, তুমি কি আমাকে মৃত্যুদণ্ডের হাত থেকে রক্ষার চেষ্টা করবে? তুমি জানো আমার দেশে এসব ব্যাপারে আইন কত নির্মম।'

'নিশ্চই করব, ক্যাপ্টেন। আগেই কথা দিয়েছি আমি। এখন যাও, নিয়ে এসো অস্ত্রটা। নতুন যারা এসেছে, তারা কেমন?'

'মানুষ যেমনই হোক, সোনার লোভ দেখিয়ে ওদের মাথা খারাপ করে দিয়েছে হ্যালসি।'

'বুঝেছি। ওদের মধ্যে হয়তো জেসপ নামে কেউ একজন আছে। মনে হয় ওদের নেতা। লোকটার সাথে কথা বলো। সতর্ক করে দাও যেন হ্যালসির ফাঁদে পা না দেয়। প্রথম সুযোগেই যেন...' বাধা পেয়ে থেমে গেল ও।

দূর থেকে হেঁকে উঠল হেন্ডরিক, 'ক্যাপ্টেন! নিজের সাথে কথা বলছেন নাকি আপনি?' পরক্ষণে আঁতকে উঠল সে। 'ওহ্, গড! মাসুদ রানার সাথে!'

চট্ করে পোর্ট হোল বন্ধ করে দিল রানা। স্ক্রু টাইট করে পেঁচিয়ে দ্রুত সরিয়ে ফেলল চেয়ার। বাঙ্কে শুয়ে পড়ল। কিন্তু যা ভেবেছিল তা হলো না। কেউ তদন্ত করতে এল না। হতাশ হয়ে পড়ল রানা। যা-ও বা একটা সুযোগ এসেছিল, গেল ছুটে। অনেকক্ষণ ধরে আর কোন সাড়া শব্দ পাওয়া গেল না। পানির গর্জন ছাড়া অন্য কোন আওয়াজ নেই। ঘন ঘন গা ঝাড়া দিচ্ছে টেমপেস্ট। এঞ্জিন নীরব।

দশ মিনিটের অসহ্য নীরবতার পর কয়েক জোড়া বুটের আওয়াজ উঠল মাথার ওপর। স্টার্ট নিল বোট। এগোতে শুরু করল। খানিক দূর এগিয়ে থেমে পড়ল, সঙ্গে সঙ্গে আরও কয়েক জোড়া বুটের শব্দ উঠল। এদিকেই আসছে। তালায় চাবি ঢুকল, ঘুরল, খুলে গেল দরজা। হেন্ডরিক আর ইভানস ঢুকল ভেতরে।

মাসুদ রানার কপালে পিস্তল ঠেসে ধরে রাখল প্রথমজন, অন্যজন ক্ষিপ্র হাতে দু'হাত বেঁধে ফেলল পিছমোড়া করে। কিছু করার সুযোগই পেল না রানা। পিছন থেকে গুঁতো মেরে সামনে ঠেলে দিল ওকে ইভানস। 'চলো, বাহাদুরির পুরস্কার দেয়া হবে এখন তোমাকে।'

ব্রিজে নিয়ে আসা হলো রানাকে। নতুন ক্রুদের নিচে, ফরোয়ার্ড ডেকের এক কোণে জড়ো হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেল। সন্দেহ আর অবিশ্বাস মাখা চোখে ওপরে পায়চারিরত হ্যালসিকে দেখছে তারা। রানাকেও দেখল। ঘুরে ট্রিক্কালার দিকে তাকাল ও। কারও ছায়াও নেই। টেমপেস্ট দাঁড়িয়ে রয়েছে ওটার একশো গজের মধ্যে। ক্যাপ্টেন নাইফের ওপর চোখ পড়ল রানার, হুইল হাউসের কোণে একা দাঁড়িয়ে রয়েছে।

মাথার ওপর সাঁই সাঁই শব্দ উঠতে চোখ তুলল ও, মাস্টের সাথে ফিট করা এক পুলির সাথে ঝুলছে ফাঁস পরানো দড়ি। মাসুদ রানাকে ফাঁসী দেয়া হবে ওটায় ঝুলিয়ে। বাতাসে জোর দোল খাচ্ছে ফাঁসটা।

থেমে দাঁড়াল হ্যালসি। পালা করে ওকে আর ক্যাপ্টেন নাইফকে দেখল। মুখে মৃদু হাসি। 'এতক্ষণে একটা ধাঁধার জবাব মিলল,' আপনমনে বলে উঠল লোকটা। 'বুঝলাম কি করে ম্যাডডন'স রকের খবর পেয়েছে মাসুদ রানা। মিস্টার হেন্ডরিক দু'জনকে গোপন সলা পরামর্শ করতে যদি না দেখতেন, হয়তো জানা হত না কোনদিন ব্যাপারটা।'

নাইফের দিকে ফিরল সে। 'কাজটা ঠিক করেননি আপনি, ক্যাপ্টেন। যাক্, পরে দেখব আমি বিষয়টা। এবার, ডিয়ার মাসুদ রানা, আপনি যদি আপনার বন্ধুদের সারেন্ডার করার নির্দেশ দেন, আমি মুক্তি দেব আপনাদের। ফেরার পথে কোন এক জায়গায় নামিয়ে...'

'এরকম চমৎকার জায়গা থাকতে অন্য কোন জায়গায় নেয়ার কষ্ট কেন করতে যাবে তুমি, হ্যালসি?' বাধা দিল ও। 'পুরো সত্যি কথা কেন বলছ না যে আমাদের মত দলের নতুনদেরও না খেয়ে মরার জন্যে ফেলে রেখে যাবে এখানে?' মৃদু গুঞ্জন উঠল লোকগুলোর মধ্যে।

খেপে গেল হ্যালসি। দ্রুত মাথা ঝাঁকাল হেন্ডরিকের উদ্দেশে। 'মুখ বন্ধ করুন হারামজাদার! বেশি কথা বলে।' এক মুহূর্ত পর যোগ করল, 'দড়িতে ঝোলান, গলায় চাপ খেলে হয়তো ফালতু কথা ছেড়ে কাজের কথা বলবে।'

ওর মুখের মধ্যে নোংরা রুমাল গুঁজে দিল সেকেন্ড অফিসার, ইভানসের বাড়ানো আরেক রুমাল দিয়ে বেঁধে দিল মুখ। হ্যালসি ততক্ষণে আবার মন দিয়েছে পায়চারিতে। তার সাথে বিড় বিড় করে শেকসপিয়ার আওড়াচ্ছে। ' "ব্লাড হ্যাথ বিন শেড হিয়ার নাউ...মার্ডারস

হ্যাভ বিন পা'ফরমড্ টু টেরিবল্ ফর দ্য ইয়ার" ।'

ব্রেক কষল সে, নতুন হ্যান্ডদের আড়চোখে একবার দেখে নিয়ে হেন্ডরিককে কাছে ডাকল। নিচু কণ্ঠে বলল, 'লোকগুলোর ওপর নজর রাখুন। মনে হচ্ছে ঘাবড়ে গেছে ব্যাটারা। কে জানে কি করে বসে। ক্যাপ্টেন নাইফের দিকেও চোখ রাখবেন একটা। ক্যাপ্টেন, একা একা দাঁড়িয়ে না থেকে আপনি বরং নিচে গিয়ে আমাদের নতুন বন্ধুদের দলে যোগ দিন গিয়ে। যান।'

নীরবে তাকে দেখল নাইফ। দু'চোখে রাগের আভাস। কিছু না বলে ঘুরে দাঁড়াল সে; পা বাড়াল কম্প্যানিয়ন ল্যাডারের দিকে। নিচের ফরোয়ার্ড ডেকে গিয়ে দলটার সাথে যোগ দিল।

ব্রিজ রেলিং ধরে সামনে ঝুঁকল হ্যালসি। নিজের তিন বিশ্বস্ত অনুচর আর হাত বাঁধা রানা ছাড়া কেউ নেই ব্রিজে। অনুচরদের সবার কাঁধে রাইফেল, হাতে পিস্তল। 'বন্ধুগণ!' নাটুকে ভঙ্গিতে বলল হ্যালসি। 'আমি আপনাদের এখানে সমবেত হতে বলেছি, ডাকাতির অভিযোগে অভিযুক্ত এক অপরাধীর ফাঁসী চাক্ষুস করার জন্যে। এই লোকটা বিপজ্জনক। ডার্টমূর জেলে সাজা খাটছিল। ওখান থেকে পালিয়ে এসেছে ট্রিক্কালার সরকারী সম্পত্তি ডাকাতি করতে। এ জন্যে...'

নিচ থেকে বাধা দিল দীর্ঘদেহী এক লোক। এক পা এগিয়ে আমেরিকান অ্যাকসেন্টে বলল, 'ক্যাপ্টেন হ্যালসি, আমাদের নিয়োগ করার সময় আপনি কিন্তু বলেননি যে এখানে নরহত্যা করবেন আপনি।'

'নরহত্যা!' ঘেউ করে উঠল লোকটা। 'কে বলেছে নরহত্যা? এটা হচ্ছে এক্জিকিউশন। আমি...'

'কাউকে ফাঁসী দেয়ার অধিকার নেই আপনার। ইন্টারন্যাশনাল মেরিটাইম ল ভঙ্গ করতে পারেন না আপনি।'

'জেসপ! যখন প্রয়োজন হবে, তখন তোমার মতামত চাইব আমি।

এখন মুখ বন্ধ রাখো।'

কিন্তু আমেরিকান নাছোড়বান্দা। 'আমরা আপনাকে একাজ করতে দিতে পারি না। লোকটার বিচার প্রয়োজনে কোর্টে হবে। আপনাকে...'

হুঙ্কার ছেড়ে উঠল হ্যালসি। 'মিস্টার হেন্ডরিক! এই বিদ্রোহী লোকটার ওপর নজর রাখুন, আর একটা কথা বললে বন্দী করবেন।' বলেই সামলে নিল নিজেকে। জেসপের সঙ্গীদের মধ্যে যাতে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা না দেয়, সে জন্যে তাড়াতাড়ি সাফাই গাইবার চেষ্টা করল। 'আমিও চাইছিলাম না তেমন কিছু ঘটাতে। এই জন্যেই ওকে বলেছিলাম বন্ধুদের আত্মসমর্পণ করতে বলতে। তা সে করল তো না-ই, বরং আমার সাথে আপনাদের দূরত্ব সৃষ্টির জন্যে বাজে কথা শুরু করে দিল। আচ্ছা, বেশ। আপনারাই দেখুন ও নির্দেশ মানে কি না। মাসুদ রানা, বন্ধুদের সাথে কথা বলার আরেকটা সুযোগ দিতে চাই আপনাকে। কথা বলবেন?'

মাথা দোলাল ও, বলবে।

'গুড বয়। মিস্টার হেন্ডরিক, মুখের বাঁধন খুলে দিন এঁর। কথা বলতে দিন।'

ব্যস্ত হাতে কাজ সারল লোকটা। হ্যালসির লাউড হেইলার ধরল ওর মুখের সামনে। মাথা ঝাঁকাল।

'তার আগে একটা প্রশ্ন করতে চাই,' উঁচু গলায় বলল মাসুদ রানা, যাতে নতুনরা সবাই শুনতে পায়। 'কাজ উদ্ধার হয়ে গেলে এই মানুষগুলোর কি ব্যবস্থা করবে তুমি, হ্যালসি? ট্রিক্‌কালার সেই তেইশ...'

লোকটার হাত এত দ্রুত চলতে পারে, অনুমান করতে পারেনি ও, প্রচণ্ড এক চড় খেয়ে পড়েই যাচ্ছিল প্রায়, পিছন থেকে ধরে দাঁড় করিয়ে দিল ইভানস।

পরমুহূর্তে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠল হেন্ডরিক, 'লুক আউট, স্যার!' লাফ দিল সে রানাকে লক্ষ্য করে, কিন্তু বাধা দিতে পারল না সময়মত। দুই পায়ের ফাঁকে রানার ভয়ঙ্কর এক লাথি খেয়ে 'ঘ্যাক্!' করে উঠল হ্যালসি। কয়েক হাত উড়ে গিয়ে দড়াম করে আছড়ে পড়ল রেলিঙের ওপর, মাথাটা বাড়ি খেল ঠং শব্দে, থর্ থর্ করে কেঁপে উঠল ব্রিজ। চোখের সামনে ক্যাপ্টেনকে আধ জবাই হওয়া খাসীর মত দাপাদাপি করতে দেখে কয়েক মুহূর্তের জন্যে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল হেন্ডরিক ও অন্য দু'জন।

সামলে নিয়ে খ্যাপা কুকুরের মত ছুটে আসতে যাচ্ছিল হেন্ডরিক, তখনই আবার বাধা। ইভানস চেঁচিয়ে উঠল এবার। 'সাবধান!'

পলকের দশ ভাগের এক ভাগ্ সময়ের মধ্যেই ঘটে গেল ঘটনা। নিচের দল থেকে হঠাৎ দু'পা সামনে চলে এসেছিল ক্যাপ্টেন নাইফ, পকেট থেকে এক ঝট্কায় রিভলভার বের করে তুলেছিল হ্যালসিকে সই করে, কিন্তু ট্রিগার টানার সুযোগ হয়নি, তার আগেই ইভানসের পর পর দুটো গুলি খেয়ে পড়ে গেল উপুড় হয়ে। মাথাটা স্থির হওয়ার আগে পলকের জন্যে সরাসরি রানার চোখের দিকে তাকাল ক্যাপ্টেন। ঠোঁটের কষায় তাজা রক্ত। পরমুহূর্তে থ্যাপ্ করে মুখটা আছড়ে পড়ল ডেকে। মারা গেছে।

স্তব্ধ হয়ে গেল সবাই। কারও মুখে কথা নেই, পলকও পড়ছে না চোখে। হেন্ডরিকের হাত প্রত্যাখ্যান করল হ্যালসি। রেলিং ধরে ভ নেক ধস্তাধস্তির পর খাড়া করল নিজেকে। রানার দিকে তাকিয়ে থাকল নো দৃষ্টিতে। হাঁ করে দম নিচ্ছে, ঘন ঘন বড় হচ্ছে নাকের ফুটো। ভেতরের ক্রোধ দমন করার আপ্রাণ চেষ্টা করছে মানুষটা। উত্তম-মধ্যমের জন্যে মনে মনে প্রস্তুতি নিচ্ছিল রানা, কিন্তু সেদিকে আগ্রহ দেখা গেল না হ্যালসির মধ্যে।

ঘাড় ঘুরিয়ে নিচে তাকাল সে, অপলক চেয়ে থাকল মৃত নাইফের দিকে। মাসুদ রানা নজর দিল ট্রিক্‌কালার দিকে। পাশার ওপর চোখ পড়ল প্রথমেই। কামানের এলিভেশন সীটে বসে আছে সে স্থির হয়ে, যে সীটে রানা ছিল ঘণ্টাখানেক আগে। পাশার সীটে রয়েছে জেনিফার সোরেল। গান মাযল টেমপেস্টের ওপর স্থির করে উপযুক্ত সময়ের অপেক্ষায় আছে দু'জনে।

'শোনো, গাধার দল!' হ্যালসির হুঙ্কারে মনোযোগ ছিন্ন হলো রানার। নিচের মানুষগুলোকে ধমকাচ্ছে। 'হারামজাদার দল! চোখের সামনে ওটা কি পড়ে আছে দেখো ভাল করে। তোমাদের মধ্যে কেউ যদি এক পা-ও এগিয়েছ, তারও ওই দশা হবে।'

তার উন্মত্ত চাউনি আর ক্ষিপ্ত চেহারা দেখে ঘাবড়ে গেল লোকগুলো। মুখ শুকিয়ে গেল। এদিকে রানা যা দেখেছে, হেন্ডরিকও দেখল তা। চট্ করে এক পা এগিয়ে হ্যালসির বাহু আঁকড়ে ধরল। 'ট্রিক্‌কালা থেকে আমাদের টার্গেট করেছে ওরা, ক্যাপ্টেন,' নিচু কণ্ঠে বলল সে। 'এ মুহূর্তে কিছু করতে যাওয়া মনে হয় ঠিক হবে না।'

পাত্তা দিল না সে। 'মাসুদ রানা যতক্ষণ বেঁচে আছে, ততক্ষণ আমাদের কোন ক্ষতি ওরা করবে না। তাই বলে বসে থাকলে চলবে না আমাদের, কাজ চালিয়ে যেতে হবে। তাতে যদি...'

'কাজটা আমরা রাতে করতে পারি, স্যার। অন্ধকারে ওরা টের পাবে না কিছু। কি বলেন?'

নাক দিয়ে বিচ্ছিরি শব্দে হাসল হ্যালসি। ইঙ্গিতে নাইফের মৃতদেহ দেখাল। 'ওকে হত্যা করায় মনে মনে রেগে আছে মানুষগুলো, যদি কোন সুযোগে সবাই একযোগে বিদ্রোহ করে বসে, সামাল দেয়া যাবে না। সে পথ যদি থাকত, ঝুঁকিটা নিতাম না আমি।' ঘুরল লোকটা। 'ইভানস, মাসুদ রানাকে ব্রিজ ল্যাডারে দাঁড় করিয়ে গলায় ফাঁস পরিয়ে

দাও। হারি ইট আপ্, ম্যান!'

ঠেলে জায়গামত নিয়ে গেল লোকটা রানাকে। ফাঁস গলায় চেপে বসতে অজান্তেই ঢোঁক গিলল ও। দড়িটা ভেজা। শুকনো ঠোঁট ভেজাবার চেষ্টা করল, জিভে রক্তের স্বাদ পেল, ক্যাপ্টেনের চড়ে ঠোঁটের কোণ কেটে গেছে। জমাট বেঁধে গেছে রক্ত।

'মাসুদ রানা!' ডেকে উঠল লোকটা। 'আর একটা সুযোগ তোমাকে দেব ঠিক করেছি। নিতে চাও? তোমার সঙ্গীদের সাথে কথা বলবে?'

'বলব,' গলা দিয়ে কোলা ব্যাঙের আওয়াজ বের হলো ওর।

'কেবল আত্মসমর্পণ করতে বলবে ওদের, ওকে?'

মাথা দোলাল রানা।

'মিস্টার হেন্ডরিক, হেইলারটা মুখের সামনে ধরুন।'

চোখের সামনে জিনিসটা দেখে গলা শুকিয়ে উঠল রানার। যা বলতে যাচ্ছে, তার পরিণতি ভেবে মনে মনে শিউরে উঠল। 'পাশা!' চেঁচিয়ে উঠল ও। 'আমি অর্ডার দিচ্ছি, এই মুহূর্তে গুলি করো! উড়িয়ে দাও টেমপেস্টকে!'

থাবা দিয়ে হেইলারটা হেন্ডরিকের হাত থেকে কেড়ে নিল হ্যালসি। চর্কির মত ঘুরে মুখোমুখি হলো ট্রিক্কালার। 'থামো! যে মুহূর্তে তোমরা গুলি ছুঁড়বে, সেই মুহূর্তেই মৃত্যু হবে মাসুদ রানার। মন দিয়ে শোনো! আমি খোলা সাগরে বেরিয়ে যাচ্ছি। আধ ঘণ্টা পর ফিরব। এরমধ্যে তোমরা ট্রিক্কালা থেকে নেমে যাবে। যদি ফিরে এসে দেখি আমার নির্দেশ মানা হয়নি, মাসুদ রানাকে ঝুলিয়ে দেব। সে কাজ আর সামান্যই বাকি, দেখতেই পাচ্ছ। বুঝতে পেরেছ, ট্রিক্কালা?'

'ভুলে যাও, হ্যালসি!' সঙ্গে সঙ্গে ভেসে এল পাশার জবাব। 'মিস্টার রানার পা ডেক ছাড়ামাত্র তোমাকে দুনিয়াছাড়া করব আমি। আর লেক ছেড়ে বের হওয়ার চেষ্টাও কোরো না। তার ফলও একই হবে।

টেমপেস্টের সবাইকে বলছি, তোমাদের সামনের ওই মানুষটা এক ম্যানিয়াক। উন্মাদ খুনী। ওকে তোমরা আটক করো, নইলে তোমাদেরও মরতে হবে আজ।'

রাগে কুকুরের মত দাঁত বেরিয়ে পড়ল হ্যালসির। উলফ আর ইভানসকে নিচের সবার ওপর নজর রাখতে বলে চেঁচিয়ে হেন্ডরিককে নির্দেশ দিল সে, 'ফুল অ্যাহেড বোথ!'

পরক্ষণে হুঙ্কার ছাড়ল টেমপেস্ট। 'ফুল অ্যাহেড ইট ইজ, স্যার,' ভয়ে ভয়ে ট্রিক্‌কালার দিকে তাকিয়ে রিপোর্ট করল লোকটা।

'হ্যালসি, থামো!' সতর্ক করল পাশা। 'আমি গুলি করছি নইলে।'

শুনল না লোকটা, ফিরে তাকালও না। এক মুহূর্ত পর আকাশ ভেঙে পড়ল টেমপেস্টের মাথায়। ট্রিক্‌কালার বো-র কাছে আগুন ঝল্‌সে উঠতে দেখল রানা। পরক্ষণে প্রচণ্ড আওয়াজের সাথে ওর উল্টোদিকের ব্রিজের একাংশ আর ফানেল উড়ে গেল বোটের। ফানেল লাফিয়ে উঠল শূন্যে। বেকুবের মত হাঁ করে ওটার দিকে তাকিয়ে থাকল হেন্ডরিক। জমে গেছে আতঙ্কে, সরে যাওয়ার কথা হয়তো মাথায়ই আসেনি। শেষ মুহূর্তের চিৎকারটা তার ঠিকমত শুরুই হতে পারল না।

তারপর প্রকাণ্ড হাঁ স্পষ্ট দেখতে পেল রানা, ভেতরের আলাজিব পর্যন্ত। সবেগে আছড়ে পড়ে ব্রিজ চুরমার করে দিল ফানেল, দেহের মাঝখান থেকে নিখুঁতভাবে কাটা পড়ল হেন্ডরিক। ওদিকে মাস্ট ধসে পড়ায় গলার ওপরের দড়ির চাপ কমে গেল রানার, পড়ে গেল ও কাৎ হয়ে। হাত বাঁধা থাকায় নড়তে পারছে না তেমন।

আবার গুলি ছুঁড়ল পাশা, টেমপেস্টের অ্যামিডশিপে এসে আঘাত করল ওটা। ভয়ঙ্কর এক ঝাঁকি খেয়েই কাৎ হয়ে গেল খুদে বোট, আগুন ধরে গেল। চারদিকে চিৎকার-চেঁচামেচি আর এলোপাতাড়ি ছোটাছুটি। প্রথম গোলার ধাক্কায় পড়ে গিয়ে হাঁচড়ে-পাঁচড়ে উঠে পড়েছিল হ্যালসি,

দ্বিতীয় ধাক্কায় রেলিঙের সাথে বাড়ি খেয়ে উল্টে গেল। এক ডিগ্‌বাজি দিয়ে ফোরডেকে আছড়ে পড়ল চার হাত-পায়ে।

পড়বি তো পড় একেবারে জেসপের সামনে। ব্যাপার বুঝে উঠেই পড়িমরি ছুটতে যাচ্ছিল, চট্ করে ল্যাং মেরে আবার আছড়ে ফেলল তাকে আমেরিকান। তারপর ভয়ঙ্কর এক লাথিতে সমান করে দিল তার সুন্দর নাকটা।

হুলস্থুলের মধ্যেই জেসপের এক সঙ্গী ছুটে এসে খুলে দিল মাসুদ রানার বাঁধন। ওদিকে আরেকজন তখন গায়ের শার্ট তুলে প্রবলবেগে নাচাচ্ছে ট্রিক্‌কালার উদ্দেশে। চেঁচাচ্ছে তারস্বরে, 'ডোন্ট ফায়ার! ডোন্ট ফায়ার!'

অন্যরা প্রায় সবাই বোট নামাতে ব্যস্ত। একজন আফটার ডেকে উলফ ও ইভানসকে খাড়া করে রেখেছে পিস্তলের মুখে। দেহের অসংখ্য কাটা ছেঁড়া থেকে দরদর করে রক্ত ঝরছে লোক দুটোর। যে ওদের পাহারায় রয়েছে, তার অবস্থাও খুব সুবিধের দেখল না রানা।

হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এল জেসপ। 'মিস্টার রানা! তাড়াতাড়ি বোট থেকে নেমে যেতে হবে আমাদের। স্টোরে প্রচুর ডিনামাইট আছে। আগুন পৌঁছল বলে ওখানে।'

আঁতকে উঠল ও। 'হ্যালসি···'

'সামনে আছে, অজ্ঞান। আসুন।'

পাঁচ মিনিটের মধ্যে খালি হয়ে গেল টেমপেস্ট। মৃত নাইফ আর হেন্ড্রিক ছাড়া সবাই উঠে পড়েছে বোটে। উলফ ও ইভানসের মুখ হাঁড়ি। হ্যালসি কাৎ হয়ে পড়ে আছে রানার পায়ের কাছে। নাকের গোড়ায় এক দলা রক্ত জমাট বেঁধে ভয়ঙ্কর করে তুলেছে চেহারা। চোখমুখ কুঁচকে বসে আছে মাসুদ রানা, মেরুদণ্ডে কখন যেন আবার চোট লেগেছে, খুব ব্যথা করছে পুরো পিঠ।

পিছনে দুলছে টেমপেস্ট। আগুনের পড় পড় আওয়াজ আসছে। বাতাসে সবখানে ছড়িয়ে পড়েছে আগুন। মশালের মত জ্বলছে ওটা। পনেরো মিনিট পর দড়ির মই বেয়ে ট্রিককালায় পা রাখল রানা। ওকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে উঠল জেনিফার সোরেল। পরিবেশ ভুলে সবার সামনে পাগলের মত একের পর এক চুমু খেতে লাগল। কান্নার সাথে হাসিও আছে, আছে প্রলাপ।

অনেক কষ্টে নিজেকে মুক্ত করল ও। পাশা আর নাওয়াফের দিকে নজর দিল। ওদের চোখেও অল্প অল্প পানি। দু'জনকে আলিঙ্গন করল রানা, পিঠ চাপড়ে দিল। প্রিয় মাসুদ ভাইর মুখে নিজের এইমের প্রশংসা শুনে কান লাল হয়ে উঠল গোলাম পাশার।

'ঠিক বলেছেন,' রানার সাথে তাল মেলাল জেসপ। 'একটু এদিক ওদিক হলে হয়তো সবাই মরতাম আমরা।'

হাসি মুখ কঠিন হয়ে উঠল ওর। লোকটাকে দেখল ভাল করে। 'আপনাকে এই দলের নেতা ধরে নিচ্ছি আমি।'

'আসলেই তাই আমি।'

'আপনারা জানেন এই জাহাজে কি আছে। কাজেই আমি কোন ঝুঁকি নিতে চাই না। যাত্রা শেষ না হওয়া পর্যন্ত আপনাদের তাই মেসরুমে আটক থাকতে হবে।'

মুখ কালো হয়ে গেল জেসপের। 'কি আর করা!'

'শিপিং লেনে পৌঁছে যদি বুঝি আপনাদের তরফ থেকে ভয়ের কিছু নেই, তখন ব্যাপারটা নতুন করে ভেবে দেখব আমি।'

'ভয় দেখাব কি, আমরা নিজেরাই এখন ভয়ে অস্থির। সে যাক, আপনি যা বললেন, তাই হবে। তবে ইচ্ছে করলে আমাকে কাজে লাগাতে পারেন আপনি।'

'কি ভাবে?'

'আমি এক্সপার্ট ওয়ায়্যারলেস অপারেটর। ওসব মেরামতির কাজও খুব ভাল জানি।'

'গুড! হ্যালসি ট্রিক্কালার সেটটা ভেঙে রেখে গিয়েছিল যাওয়ার সময়। ওটা মেরামত করে দেয়া যায় কি না দেখুন তাহলে। পাশা, বাকিদের নিয়ে যাও।'

'হ্যালসি আর ওদের দু'জনকে কি করব?' বলল যুবক।

মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে থাকা ক্যাপ্টেনকে দেখল রানা এক পলক। চেহারা দেখে বোঝা যায় পরাজয় এখনও মেনে নিতে পারেনি মন থেকে। 'ওদের আলাদা রাখার ব্যবস্থা করো। হাত-পায়ে বেড়িসহ।'

'জ্বি।'

পাশার আগেই নাওয়াফ পৌঁছে গেল হ্যালসির কাছে। কলার ধরে হ্যাঁচকা এক টান দিল তাকে। 'চলো। বাকি জীবন তো জেলেই কাটাতে হবে আগে থেকে একটু প্র্যাকটিস করে নাও, পরে সুবিধে হবে।'

চোখাচোখি হলো রানা-জেনি-পাশার, একযোগে হেসে উঠল তিনজনই।

একই মুহূর্তে টেমপেস্টের গভীরে একের পর এক চাপা বিস্ফোরণের আওয়াজ উঠতে শুরু করল। প্রথম দিকে আলাদা করে সনাক্ত করা গেল ওগুলোকে, একটু পর সে উপায় রইল না। একযোগে গর্জে উঠল অসংখ্য বিস্ফোরক, তারপর অকস্মাৎ ফুলঝুরির মত ছিন্নভিন্ন হয়ে আকাশে উৎক্ষিপ্ত হলো টেমপেস্টের ওপরের যাবতীয় কিছু। শুধু বো আর স্টার্ন তারপরও ভেসে থাকল কিছুক্ষণ। এক সময় তাও তলিয়ে গেল। বাতাসে খানিকটা কালো মেঘ আর সাদা বাষ্প ভেসে বেড়াতে দেখা গেল কেবল। কিছু সময় পর সে সব ঝেঁটিয়ে নিয়ে গেল বাতাস।

জেসপের দল আর হ্যালসির দলকে আলাদা আলাদা তালা চাবি মেরে রেখে ফিরে এল পাশা ও নাওয়াফ। ওদের সাথে রাইফেল কাঁধে

বৃদ্ধ কুককে দেখে আরেক চোট হাসল রানা ও জেনি।

'ওটা রেখে তুমি বরং আমাদের একটু কফি খাওয়াও,' বলল মাসুদ রানা।

'শিওর, স্যার। অস্ত্র কাঁধে নিয়ে হম্বিতম্বি করার এমন সুযোগ হাতছাড়া করতে ইচ্ছে হলো না, তাই…'

এক ঘণ্টা পর ট্রিক্‌কালার নোঙর তোলার শব্দে কেঁপে উঠল ম্যাডডন'স রক, খোলা সাগরে বেরিয়ে এল ওরা দ্বীপটা পিছনে ফেলে।

মাসুদ রানা

সাত রাজার ধন

কাজী আনোয়ার হোসেন

বিপদগ্রস্ত বন্ধুকে যেচে সাহায্য করতে গিয়ে নিজেই ফেঁসে গেল মাসুদ রানা। জড়িয়ে পড়ল বাজে এক কেলেঙ্কারিতে। বিচ্ছিরি অবস্থা। বিচারে তিন বছরের সশ্রম জেল হয়ে গেল ওর। নিশ্চিন্তে জেল খাটছে। কয়েকদিন পর কি এক খবরে টনক নড়ল রানার, পালাল জেল থেকে। ম্যাডডন'স রকে ঠাণ্ডা মাথার খুনী, থিওডর হ্যালসির মুখোমুখি হলো মাসুদ রানা—শুরু হয়ে গেল মরণপণ সংগ্রাম।

ওর গলায় ফাঁসীর দড়ি পরিয়ে দিল হ্যালসি।

পারবে রানা গলা বাঁচাতে? বন্ধুর ধন-সম্পদ উদ্ধার করতে? নিজের মুখ রক্ষা করতে?

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০